উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৩৬০.০১ (+১৩.৮৪)
নিফটি : ২৩,৪১৬.৫৫ (+১০.৯৫)

নীতি আয়োগের ফোকাসে উত্তরবঙ্গ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৪° | ২৪° | ৩৪° | ২৫° | ৩৪° | ২৪° | ৩৩° | ২৪° |

স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেপ্তার ৫

টিকিটের আক্ষেপ মেটাবে ফ্যান জোন ১১

শিলিগুড়ি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 5 June 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 18

# সগৌরবে চলিতেছে... আসল নকল

## সংসদে ভাঙনে ২০ বিদ্রোহী, নেতৃত্বে জগদীশ!

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** বাংলার পর দিল্লিতে। তৃণমূলের ভাঙনের আঁচ সংসদেও। দলের অন্তত ২০ জন সাংসদ বেসুরো গাইতে শুরু করেছেন। যাঁরা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের অন্যতম উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের একমাত্র সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়া। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে খোদ তৃণমূল নেত্রী চেষ্টা করলেও বেসুরো সাংসদদের বেশিরভাগ তাঁর ফোন ধরেননি।

জগদীশের পাশাপাশি এই বিদ্রোহের প্রধান কান্ডারি কাকলি ঘোষদস্তিদার ও অসিত মাল। এই বিদ্রোহের নেপথ্যে 'অপারেশন লোটাস'-এর আভাসও স্পষ্ট। আসন্ন বাদল অধিবেশনে বহুচর্চিত 'ডিলিমিটেশন' বা সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল আনতে চলেছে বিজেপি সরকার। গত অধিবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে (প্রয়োজনীয় ৩৫২টির বদলে ২৯৮টি ভোট পড়েছিল সরকারের পক্ষে) লোকসভায় থমকে গিয়েছিল বিলটি।

বিলটি পুনরায় পেশের আগে তৃণমূলের বিদ্রোহীদের সমর্থন জোগাড়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সেটা ঠিক হলে দলের হুইপ অমান্য করে সংসদে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হতে চলেছে বিদ্রোহীদের। ইতিমধ্যে আলোচনায় বিক্ষুব্ধদের অনেকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। জনগণনা ছাড়া ডিলিমিটেশন কার্যকর করার বিলে তৃণমূল সাংসদদের একাংশ সমর্থন করলে সেটাই হবে সংসদে 'অপারেশন লোটাস'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা।

বর্তমানে লোকসভায় বিজেপির সদস্য সংখ্যা ২৪০। ফলে সরকার টেকাতে এনডিএ শরিকদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি কাটাতে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদরাই হতে চলেছেন বিজেপির সবচেয়ে বড় ট্রাম্প কার্ড। তৃণমূলের ২০ জন সাংসদও যদি সমর্থন দেন, তবে বিজেপির সংখ্যা বেড়ে ২৬০-এ পৌঁছোবে। যদিও ম্যাজিক ফিগার ২৭২-এর থেকে তা কিছুটা দূরে থাকবে। তবুও বিরোধী শিবিরের জোর একধাক্কায় তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। *এরপর দশের পাতায়*

## টিকে থাকতে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য, বিপাকে তৃণমূল নেত্রী

**নিউজ ব্যুরো**

**৪ জুন :** পনেরো বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কি রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বর্ষীয়ান প্রাক্তন সাংসদ হয়েও তিনি এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন, যা ভারত ও বাংলাদেশের সংবেদনশীল কূটনৈতিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরাতে পারে। বাংলাদেশের ছাত্র নেতা তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ড নিয়ে সম্প্রতি দেশের খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে নিশানা করেছেন মমতা।

গত মঙ্গলবার কলকাতায় তৃণমূলের ধর্না মঞ্চে মমতা দাবি করেছিলেন, *এরপর দশের পাতায়*

**উত্তরের খোঁজে**

## ইট আউট, ডিম ইন, আগামী বিপন্ন মমতার

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

আগামী বলছে দেখতে আসবো তোকে।

যাদবপুর সুলেখা মোড় থেকে বিজয়গড় যাওয়ার শর্টকাট রাস্তায় আগের সরকারের কাউন্সিলারের সৌজন্যে দেওয়ালে লেখা আছে 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'। পাশে লাইনের সৃষ্টিকর্তা শঙ্খ ঘোষের ছবি। রিজেন্ট এটেস্টের ওই পাড়ায় একটু এগোলে বাঁদিকে এখনও আর একটা হোর্ডিং।

সেখানে লেখা— আগামী বলছে দেখতে আসবো তোকে। পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। অবশ্যই ভোটের আগে টাঙানো।

তিন সপ্তাহের মধ্যে একেবারে হযবরল, ঘেটে ঘঁ হয়ে যাওয়া মমতার 'আগামী' একেবারে বিপন্ন। তাঁকে দেখতে যাওয়ার লোক নেই। তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর মিলছে না। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন, উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে প্রচুর বিতর্কিত কাজ করে কুখ্যাত হয়ে ওঠা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক সিনিয়ার বিধায়ক কীভাবে নেতা মেনে নিলেন? উদ্ধত ঋতব্রতর সাংগঠনিক দক্ষতা যে কী চূড়ান্ত হতাশাজনক, সে তো আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ির লোকেরা ভালো করে জানেন। দল যে দায়িত্ব দিয়েছিল, সবগুলোতে ফ্লপ।

এটা এখন পরিষ্কার, তৃণমূল ভাঙার পেছনে বিজেপির অপারেশন বড় কাজ করেছে। মহারাষ্ট্রে দুটো পরিবারকেন্দ্রিক দল (২০২২ সালে শিবসেনা, ২০২৩ সালে এনসিপি) ভাঙা হয়েছিল একরকম ছকে। ২০১৪ সালে অরুণাচলের পুরো কংগ্রেসই চলে যায় বিজেপিতে। অসমে ২০১৫ সালে একই কাজ হয় হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে নিয়ে। মণিপুর যা দেখে ২০১৭ সালে। *এরপর দশের পাতায়*

# নেত্রী 'দিদি'ই, বেসুরো বিক্ষুব্ধরা

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৪ জুন :** 'নব তৃণমূলে'ও সংকট। পরিষদীয় দলকে তৃণমূল নেতৃত্বের কাছ থেকে হাইজ্যাক করার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। জটে জড়িয়ে গেল তৃণমূলের পরিষদীয় দল। বেসুরো বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের কেউ কেউ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলতে চান এই বিক্ষুব্ধরা। বুধবার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পরামর্শদাতা। কিন্তু শুধু পরামর্শদাতার ভূমিকায় অনেকেরই সায় নেই। তাঁরা চান, মমতা আগের মতো পুরোদস্তুর দলকে নেতৃত্ব দিন।

বৃহস্পতিবার বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠকেই এই বেসুর বেজে ওঠে। পরে কেউ কেউ প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন। বেসুরোদের তালিকায় আছেন কোচবিহারের সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় বসুনিয়া। তিনি বৈঠকের পর বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রী। আমরা তাঁকে শুধু পরামর্শদাতা হিসেবে চাই না। আমরা চাই, তিনিই তৃণমূলের নেতৃত্বে থাকুন।'

বিক্ষুব্ধদের বেসুরোদের অন্যতম পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক বলেন, 'আমরা চাই পরামর্শদাতা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে

### তৈরির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংকটে নব্য তৃণমূল

দল চলুক। পরিষদীয় দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মান্যতা দিতে হবে। পরিষদীয় দল করার সময় বলা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল চলবে। মমতাকে সর্বোচ্চ নেত্রী মানা না হলে বিদ্রোহী ব্লকে থাকব কি না, তা নিয়ে ভাবতে হবে।'

ঋতব্রত বুধবার জানিয়েছিলেন, তৃণমূলের পরিষদীয় দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদূরান্তে কোনও সম্পর্ক নেই। সেই প্রসঙ্গে গুলশানের কথায়, 'বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে প্রস্তাবে সই করার আগে আমাদের বলা হয়েছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। পরিষদীয় দলের ঘরে বা কর্মসূচিতে অভিষেকের ছবি রাখা যাবে না। এটা আমরা মেনেছি। কিন্তু মমতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না- এমনটা নয়।'

কাজল শেখ, জাভেদ খান, গোলাম রব্বানি প্রমুখ ১৭ জন সংখ্যালঘু তৃণমূল বিধায়কও বেসুরো। তাঁদের মতে, নতুন তৃণমূল নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ধারণা তৈরি হচ্ছে, সেটা তাদের ধর্মসংকটে ফেলছে। অনেকে মনে করছেন, এই তৃণমূল আসলে বিজেপির তৈরি করা বি-টিম। তাঁদের কথায়, 'মুসলিম হিসেবে আমাদের পক্ষে বিজেপির হয়ে রাজনীতি করা সম্ভব নয়।' উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার বিধায়ক আজাদ মিনহাজুল আরফিন আবার *এরপর দশের পাতায়*

### তৃণমূলের কোষাগার নিয়ে চর্চা

# কয়েকশো কোটি কার হাতে?

**কলকাতা, ৪ জুন :** অঙ্কটা নেহাত কম নয়। অন্তত ৫০০-৭০০ কোটি। হিসেবের বাইরে আরও কয়েকশো কোটি থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই কোটি কোটি টাকার ভবিষ্যৎ কী?

কথা হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যা চলছে, সেটাকে নাটক না বলে অপেরা বলাই শ্রেয়। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের নিয়ে 'বহিষ্কৃত' ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতা নির্বাচন এবং সংসদীয় রাজনীতিতেও ভাঙনের আভাসে তৃণমূল দলটাই প্রায় উঠে যাওয়ার জোগাড়। কাল কী হবে তা বলা খুব শক্ত, যেমন বলা শক্ত জোড়াফুল প্রতীকের ভবিষ্যৎ কী। ঋতব্রতরা কি এরপর তাহলে নিজেদেরই 'আসল' তৃণমূল বলে দাবি করবেন? এমন জল্পনাকল্পনার মাঝে সবথেকে বেশি চর্চায় তৃণমূলের বিপুল কোষাগার। চাঁদা, অনুদান এমনকি নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমেও বিপুল টাকা জমেছে তৃণমূলের তহবিলে। নির্বাচন কমিশনকে তৃণমূল গত ৫ বছরে আয়ের যে হিসেব দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে দলের মোট আয় ছিল ২১৯.৩৫ কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল ৬৪৬.৩৯ কোটি টাকা। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল ৩৩৩.৪৫ কোটি টাকা। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল ৫৪৫.৭৪ কোটি টাকা। ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল ১৩২.৫৩ কোটি টাকা। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের (এডিআর) তথ্য বলছে, নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে দেশজুড়ে বিজেপির পর সবথেকে বেশি লাভবান হয়েছিল তৃণমূল। তারা পেয়েছিল ১৫৯২.৫২ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচনি বন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন ইলেক্টোরাল *এরপর দশের পাতায়*

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD (ROADS) TENDER NOTICE**

The Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e-tender for one no. work. Installation of 4 nos. speed calming measures at Habibpur block office and Aiho bridge with cautionary, informatory boards and both side embankment protection work by concrete block pitching near to Aiho bridge under Gazole Highway Sub Division under Malda Highway Division in the district of Malda during 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015001_1, e-NIT No. 02 of 2026-27 of EE, MHD. Bid submission start date (online): 04/06/2026 from 6:55 P.M. Bid submission closing date (online): 22/06/2026 up to 2.00 P.M. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.wb.gov.in Sd/- S.Paul Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) Directorate ICA-T9346(3)/2026

**বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি**

[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক সেবায়"

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

S.E., N.B.E.C., P.W. Directorate invite online e-tender for the work of, - (1) Additional work in connection with proposed 50 bedded Critical Care Block (G+3 Storied) at North Bengal Medical College, Siliguri-Electrical Works - S.I.T.C of Substation. e-NIT No: WBPWD/SENBEC/eNIT-03/2026-2027. e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014986_1. Pre Bid Meeting on 15/06/2026 at 12:30 P.M. Bid submission start Date (online): 17/06/2026 at 06:00 P.M. Bid submission Closing Date (online): 01/07/2026 upto 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W. Dte, GOVT. OF W.B. ICA-T9341(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
**NIT No.JGMC/Pr/NIT/02/2026-27**
**Dated, 02/06/2026 &**
**Tender Id : 2026_HFW_1026291_1**

e-Tender is invited by the Principal, JGMC&H, Jalpaiguri, from the eligible agency for Cleaning & Housekeeping Services, bid submission closing date 23/06/2026, upto 5:00 P.M. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in/ www.wbhealth.gov.in Sd/- Principal, JGMC&H, Jalpaiguri. ICA-T9264(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
**NIT No.JGMC/Pr/NIT/01/2026-27**
**Dated, 02/06/2026 &**
**Tender Id:2026_HFW_1026298_1**

e-Tender is invited by the Principal, JGMC&H, Jalpaiguri, from the eligible agency for Security Services, bid submission closing date 23/06/2026, upto 5:00 P.M. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in/ www.wbhealth.gov.in Sd/- Principal, JGMC&H, Jalpaiguri. ICA-T9265(3)/2026

**আগ্রহের অভিব্যক্তি**

**ইওআই নোটিস সংখ্যা. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৬-পার্ট-V।** ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার স্বদেশী সামগ্রীর সঙ্গে লেনদেন করা ব্যক্তি, স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী (এসএইচজি), সমাজের প্রান্তীয় এবং দুর্বল শ্রেণী আদি থেকে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৮ টি স্টেশনে **ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট যোজনায়** অংশগ্রহণের হেতু নির্ধারিত বিন্যাসে এবং সিলবদ্ধ প্যাকেটে (সিঙ্গল) আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে: **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত ৩৮ টি স্টেশনে স্বদেশী/ স্থানীয় সামগ্রীর বিক্রি/ প্রদর্শনের মাধ্যমে **ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট যোজনায়** অংশগ্রহণের জন্যে আবেদন। **সিলবদ্ধ লেফাফা জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ (ইওআই)**- ২২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৬.০০** ঘণ্টায়। ইওআই দস্তাবেজসমূহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.nfr.indianrailways.gov.in এ উপলব্ধ হবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**হারানো/প্রাপ্তি**

তুফানগঞ্জ SDO অফিস থেকে প্রাপ্ত SC সার্টিফিকেট নং-18963, তাং-24/10/13, হারিয়ে গেছে। কোচবিহার কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশনে GDE নং-36 তাং-1/6/26, যদি কেহ পেয়ে থাকেন ফেরত দিবেন। মৌসুমী বর্মা, স্বামী-মনোজ সরকার, গ্রাম ও পো-তল্লিগুড়ি, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার। মো-8116712655 (DS)

**কর্মখালি**

উত্তরবঙ্গে বর্তমান পেশাকে বজায় রেখে, নিজ এলাকায় পরামর্শমূলক কাজে পুঃ/মহিলা চাই। M - 9242400476. (K)

**TEACHERS VACANCY**

Walk-in-Interview for NTT/ TGTs/PGTs at Tarachand Dhanuka Academy, Thakurganj (CBSE). D.El.Ed/B.Ed. mandatory. 7th June, 9am - 3pm, School campus. Ph. 8002776236. (C/121799)

**অ্যাফিডেভিট**

আমি শুভম রজক, জন্ম প্রমাণপত্র অনুযায়ী কিন্তু আমার নাম আমার ভোটার, আধার ও প্যানে ভুল থাকায় Executive Magistrate Court, Jalpaiguri -তে Affidavit SL. NO. 11726 গত 29/05/2026 তারিখে আমি শুভম দাস থেকে শুভম রজক নামে পরিচিত হলাম। শুভম রজক ও শুভম দাস উভয় একই ব্যক্তি। (C/121800)

•

3 June 2026 Notary Affidavit বলে আমার নামের Spelling ভুল থাকার দরুন Pradip Barman থেকে Prodip Barman নামে পরিচিত হইলাম। (C/113813)

•

আমি, Tapan Chowdhury, পিতা: Bagala Prasad Chowdhury, ঠিকানা বিবেকান্দ পল্লি, পো ও থানা : জয়গাঁও, জেলা : আলিপুরদুয়ার। সমস্ত নথিতে, যেমন - আধার কার্ডে (No : 807627973956), প্যান কার্ডে (No : AJMPC3862D) রেশন কার্ডে (No : RKSYII-704901563) এবং SBI ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমার নাম Tapan Chowdhury উল্লেখ আছে। কিন্তু ভোটার কার্ডে (No : YJC2458784) আমার নাম ভুলবশত Kaliprasad Chowdhury উল্লেখ আছে। তাই গত ০১/০৬/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে আমার নাম Kaliprasad Chowdhury থেকে Tapan Chowdhury করা হল। (C/122013)

**অ্যাফিডেভিট**

আমি Ujjala Mandal পিতা Pradip Mandal, স্বামী Bikash Roy বোয়ালমারী, প্রধান পাড়া ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় গত 22.5.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 18798) বলে Sandhya Roy ও Ujjala Mandal Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (SC)

**রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী**

জুন, ২০২৬ মাসের জন্য লামডিং মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কার্যসূচী নীচে উল্লেখ করা অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে।

| ক্রমিক সংখ্যা | মাস | নির্ধারিত তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | জুন, ২০২৬ | ০৯-০৬-২০২৬, ১৬-০৬-২০২৬, ২৩-০৬-২০২৬ ও ৩০-০৬-২০২৬ |

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সহায়ক মণ্ডল সামগ্রী প্রবন্ধক, লামডিং মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৬/জুন/০১, তারিখ: ০১-০৬-২০২৬। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

**NOTICE INVITING e-TENDER**

Tender are invited vide e-NIT No. 01/2026-27, Memo No. 2077/G-II, Dated : 03/06/2026 of the undersigned. Intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/ or may contact this office for details.

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Goalpokher-II Panchayat Samity**

**স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট**

সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০০১/২৬-২৭ তারিখঃ ২৭-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৬১০৯২
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৬-২০২৬

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** অন্তিম সংশোধনী/ভার্সন সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি. ৪.০) অনুরূপে সিগন্যালিং ক্যাবল, আকারঃ ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিলিমিটার, আর্মার্ড। কনসাইনিঃ ডিএসডি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। **পরিমাণঃ** ১৫ কিলোমিটার।

**নোটঃ** টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER**
**JALPAIGURI DIVISION**
**MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE**
**URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT**
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.- Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: ee.med.jpg@gmail.com /eemedjal@gmail.com
**NOTICE FOR INVITING E-TENDER**

e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for "One time Canal Cleaning within Jalpaiguri/Mal/Mekliganj and Haldibari Municipality" as per the details below : Sl. No. 1 Tender ID No. 2026_MAD_5014748_1 to 18. Tender Ref No. WBMAD/e-NIT/2 of EE/MED/JAL/2026-27 Dt. 29.05.2026. Location: Jalpaiguri/ Mal/ Mekliganj and Haldibari Municipality. Bid Submission end date 15.06.2026 up to 05:30 P.M. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E. Dte. Govt. of West Bengal. ICA-T9279(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of : 1. Construction of New Toilet, attached with Emergency Department at Mekhliganj S.D Hospital Under Teesta Bridge Construction Division, P.W.D, Mekhliganj, Cooch Behar. during the year 2026-2027. Tender Id- 2026_WBPWD_5014950_1. Estimated Amount: Rs. 2,64,121.00, e-NIT No. 04 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD. Bid Submission start date (online) 04.06.2026 from 11.00 hrs. Bid Submission closing date (online) 12.06.2026 upto 14.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E., P.W.D., TBCD., Mekhliganj,Coochbehar ICA-T9327(3)/2026

**পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম**

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পে-এন-ইয়ুজ-২৬-০৫, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১০.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল.ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৬।

| এসইকিউ নং. | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট) | রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান। |
| এএ/২ | পিএনইউ-কেআইআর-কেএনই-টিওআই-২২১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট) | কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান। |

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০২-০৬-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank**
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কোলকাতা সেন্ট্রাল**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলা**
**কোলকাতা - ৭০০০০১**

**পরিশিষ্ট - IV-A {রুল ৮ (১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেখানে,
১. সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ দ্বারা পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩ (১২) ক্ষমতাবলে ইন্ডিয়ান ব্যাংক এ.জে.সি বোস রোড শাখার নিম্নে স্বাক্ষরিত অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা ২৯.০১.২০২৬ তারিখে যে ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে তারা হলেন : (১) মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা ইউনিট), ঠিকানা : ৪৪৯/১/৩৯৪১২, বাঘাযতীন রোড, পোস্ট এবং থানা শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, (২) ঋত্বিক ভট্টাচার্য, (জামিনদাতা এবং ডিরেক্টর মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর), সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্যের পুত্র, ঠিকানা- ১১৮২ পূর্বালোক, চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং- টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, আরও ১১৮২ (২৪৮/২৮৪এ), পূর্বালোক, কালিকাপুর, পোস্ট- মুকুন্দপুর, কোলকাতা- ৭০০০৯৯, (৩) অর্চিস্মান ভট্টাচার্য (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং ডিরেক্টর মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড), ঋত্বিক ভট্টাচার্যের পুত্র, ঠিকানা : বাঘাযতীন রোড (পার্ক) শিলিগুড়ি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, আরও ১১৮২ পূর্বালোক, চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং- টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, (৪) নীপা ঘোষ (ভট্টাচার্য) (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), ঋত্বিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী, সমরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষের কন্যা, ঠিকানা : বাঘাযতীন রোড (পার্ক) শিলিগুড়ি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, আরও ১১৮২ পূর্বালোক, চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং- টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, (৫) শ্রী বিপুল দত্ত (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং ডিরেক্টর মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড), সুকুমার দত্তের পুত্র, ঠিকানা : দীপ ভিলা, আশুতোষ মুখার্জি রোড, সুভাষপল্লি, ওয়ার্ড নং- ১৭, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, আরও মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেডের কার্যালয়, ৪৪৯/১/৩৯৪১২, বাঘাযতীন রোড, পোস্ট এবং থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, (৬) জয়ন্তী দত্ত (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং ডিরেক্টর মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড), ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহার কন্যা, ঠিকানা : দীপ ভিলা, আশুতোষ মুখার্জি রোড, সুভাষপল্লি, ওয়ার্ড নং- ১৭, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, সঙ্গে মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেডের কার্যালয়, ৪৪৯/১/৩৯৪১২, বাঘাযতীন রোড, পোস্ট এবং থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, (৭) মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতা), ঠিকানা : ১২, বাঘাযতীন রোড, পোস্ট এবং থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, - যাদের উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখের থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ২৮.০১.২০২৬ তারিখের হিসেবে নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য টাঃ ১৯,৬৪,৭৯,৪৯২/- (টাকা উনিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার চারশত বিরানব্বই মাত্র) সঙ্গে সুদ শোধ করার জন্য ডাকা হচ্ছে।

২. সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ দ্বারা পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩ (১২) ক্ষমতাবলে ইন্ডিয়ান ব্যাংক এ.জে.সি বোস রোড শাখার নিম্নে স্বাক্ষরিত অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা ০৪.০৩.২০২৬ তারিখে যে ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে তারা হলেন : (১) মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা ইউনিট), ঠিকানা : ১২, বাঘাযতীন রোড, পোস্ট এবং থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, (২) ঋত্বিক ভট্টাচার্য, (জামিনদাতা এবং ডিরেক্টর মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড) সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্যের পুত্র, ঠিকানা- ১১৮২ পূর্বালোক, চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং- টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, ১১৮২ (২৪৮/২৮৪এ), পূর্বালোক, কালিকাপুর, পোস্ট- মুকুন্দপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, (৩) অর্চিস্মান ভট্টাচার্য (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং ডিরেক্টর মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড), ঋত্বিক ভট্টাচার্যের পুত্র, ঠিকানা : ১২, বাঘাযতীন রোড (পার্ক) শিলিগুড়ি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, আরও ১১৮২ পূর্বালোক, চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং- টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, (৪) নীপা ঘোষ (ভট্টাচার্য) (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), ঋত্বিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী, সমরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষের কন্যা, ঠিকানা : বাঘাযতীন রোড (পার্ক) শিলিগুড়ি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, ১১৮২ পূর্বালোক, চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং- টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৯, (৫) শ্রীমতী সুনীতা গুপ্তা, (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড), রাজেন্দ্র গুপ্তার স্ত্রী, ঠিকানা : ডি.এন.পি বিল্ডিং, ৬০ হিলকার্ট রোড, বিনায়ক হোটেলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং- ১০, মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, আরও মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেডের কার্যালয়, ১২, বাঘাযতীন রোড, পোস্ট এবং থানা- শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১, (৬) নিতু কুমারী গুপ্তা ওরফে নিতু গুপ্তা, (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর), অশোক কুমার গুপ্তার কন্যা, তারকেশ্বর গুপ্তার স্ত্রী, ঠিকানা : ডি.এন.পি বিল্ডিং, ৬০ হিলকার্ট রোড, বিনায়ক হোটেলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং- ১০, মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০১, - যাদের উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখের থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ০৪.০৩.২০২৬ তারিখের হিসেবে নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য টাঃ ১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০ (টাকা বারো কোটি উনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর মাত্র) সঙ্গে সুদ শোধের জন্য ডাকা হচ্ছে।

যেহেতু মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেডের ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতারা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের অন্তর্গত সেকশন ১৩ (৪) এবং উক্ত নিয়মের রুল ৯-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে ২০২৬ সালের জুন মাসের ৩ তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

(১) নির্দিষ্টভাবে, ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং নির্দিষ্টভাবে সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা এই সম্পত্তির সাথে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন। সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেনের ফলস্বরূপ ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এ.জে. সি বোস রোড শাখা মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেডের বকেয়া অর্থমূল্য টাঃ ১৯,৬৪,৭৯,৪৯২ (টাকা উনিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার চারশত বিরানব্বই মাত্র)-এর উপর ২৮.০১.২০২৬ এর হিসেবে পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, অন্যান্য খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি ধার্য করবে।

(২) নির্দিষ্টভাবে, ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং নির্দিষ্টভাবে সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা এই সম্পত্তির সাথে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন। সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেনের ফলস্বরূপ ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এ.জে. সি বোস রোড শাখা মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেডের বকেয়া অর্থমূল্য টাঃ ১২,৬৯,৩৩,৭৭৬.০০ (টাকা বারো কোটি উনসত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর মাত্র) -এর উপর ০৪.০৩.২০২৬ এর হিসেবে পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, অন্যান্য খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি ধার্য করবে।

আইনের সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৮) অনুবিধি অনুসারে ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, জমানাকৃত সম্পদ পুররুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে।

**স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা**

সমানভাবে বন্ধকরত ফ্ল্যাটটি চতুর্থ তলা, ফ্ল্যাট নং : টি-২ (দক্ষিণ-পূর্ব দিক) পরিমাপ ১০০০ স্কোয়ার ফিট, সুনির্মিত এলাকাটি তিনটি বেডরুম দ্বারা গঠিত, ১টি লিভিং রুম সঙ্গে ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি শৌচালয়, ১ ডব্লিউসি, ১টি ব্যালকোনি গাড়ি পার্ক করার আচ্ছাদিত স্থান যেটি উত্তর দিকে অবস্থিত, নীচ তলায় ১২০ স্কোয়ার ফিট এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং ৩টি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্ক করার স্থান দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নীচ তলায় ১৬৬.৫০ স্কোয়ার ফিট এলাকা জুড়ে অবস্থিত, মোট এলাকা ৫০০ স্কোয়ার ফিট (বেশি অথবা কম) সঙ্গে অবিভাজিত সমতাসম্পন্ন জমির অংশ এবং সার্বজনিক অংশ এবং সার্বজনিক সুবিধা - মৌজা-কালিকাপুর, পরগনা-খাসপুর, জে.এল নং-২০, আর.এস নং-২, তৌজি নং- ৩, ৫, ১২, আর.এস খতিয়ান নং- ১৮, ১৫৩/১, খণ্ড খতিয়ান নং- ৩৫৭ এবং ৩৫৮, আর.এস দাগ নং- ৩৫৬/৪০৬ এস স্কিম প্লট নং- ১০বি, মিউনিসিপাল প্রেমিসেস নং- ১১৮২, কালিকাপুর ওয়ার্ড নং- ১০৯, কোলকাতা পুর নিগম, থানা- পূর্ব যাদবপুর (পূর্বে সদর টালিগঞ্জ পরবর্তীতে যাদবপুর এবং তারও পরে কসবা) কোলকাতা- ৭০০০৯৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জি+৩ তলা বিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিং হাউসিং কমপ্লেক্স যেটি 'পূর্বালোক' নামে পরিচিত কেএমসি-এর অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ১০৯-এ অবস্থিত প্রেমিসিসের সীমানা : উত্তর- ২০ ফিট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্ব- দাগ নং ৩৫৬/৪০৬ এর জমি, দক্ষিণ- দাগ নং- ৩৫৬/৪০৬ -এর জমি, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ১১৭৯, কালিকাপুর অর্চিস্মান ভট্টাচার্যের মালিকানায়, ২০২২ সালের ডিড নং- ১৩১৪৮।

তারিখ ঃ ০৩.০৬.২০২৬ — স্বাক্ষরকারী ঃ
স্থান ঃ কোলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক ইন্ডিয়ান ব্যাংক

**তিনসুকিয়া ডিভিশনে নতুন ইআই বিল্ডিংয়ে সিএলএস প্যানেল স্থানান্তরের কাজ**

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/২৪০ অফ ২৯-০৫-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, ক্রম নম্বর-১; টেন্ডার নম্বর ঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯২৬-আর; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ৭টি স্টেশনে (শ্রীপুরীয়াগাঁও, শিমলুগুড়ি জংশন, আমগুড়ি, নকচারি, তিতাবর, নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া) নতুন ইআই বিল্ডিংয়ে সিএলএস প্যানেল স্থানান্তরের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৬,৮৬,০১০.১০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,১৩,৭০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-০৬-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি১৯-০৬-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট.), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৬-২৭/০১, তারিখ ঃ ০২-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নম্বর ঃ ১; টেন্ডার নম্বর ঃ কেটি২৫৫২০৫বি;
বন্ধের/খোলার তারিখ ঃ ২৯-০৬-২০২৬।

**সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ** ৩০ টি ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেনের সরবরাহ, স্থাপন এবং কমিশন সংক্রান্ত কাজ। স্পেসিফিকেশন নং. - সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটিসি/২০২০, রেভ.-০ বা সর্বশেষ সংস্করণ। প্রাপক ঃ এসএসই/আইসি/সিএডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ); **পরিমাণ** - ০১টি।

**দ্রষ্টব্য ঃ-** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিভিশনাল মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**Law Admission Session : 2026-2027**

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 Years B.A.LL.B Integrated course. Forms will be available from college website : (**balurghatlawcollege.ac.in**) on and from 05.06.2026 to 11.06.2026. Interested candidates may contact on mobile No : 9382097598/9832790510. First merit list will be published on 12.06.2026

**Santosh Kumar Tiwary**
**Teacher-in-Charge**
**Balurghat Law College**

**ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৪/২০২৬/এমএলজি, তারিখঃ ২৭-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং.ঃ ডিসিবিএল০৭২০২৬এমএলজি। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ/বঙ্গাইগাঁওতে স্ট্রাকচারাল ইয়ার্ডে ব্রিজ গির্ডারসের বিভিন্ন ধরণের ফ্যাব্রিকেশন-এর জন্য বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল স্টীল মেম্বার্স-এর মার্কিং, পাঞ্চিং, কাটিং, কাটিং এডজ পরিষ্কারকরণ এবং ওয়েল্ডিং। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৩৬,১৮,৪৭৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮,৭২,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম)-এ ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**এস অ্যান্ড টি তারের পথ পরিবর্তন ও পুনর্বহাল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ**

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ আরএন-এসটি-০৬-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নম্বর ঃ আরএন-এসটি-০৬-২০২৬-২৭; কাজের নাম ঃ ডিইএন/II/রঙ্গিয়া -এর এক্তিয়ারাধীন এলাকার ৮৫টি আরইউবি -এ রাস্তার উপরিভাগের উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি তারের পথ পরিবর্তন এবং পুনর্বহালের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৭,০৯,৩৮২.৮১/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকার জন্যে ই-নিলাম**

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পে-ইউজ-৯৯

| এসইকিউ সংখ্যা. | এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই- ২২০-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ- টয়লেট) | কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |
| এএ/২ | পিএনইউ-কেআইআর-কেএনই-টিওআই-২২১-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কিশনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |
| এএ/৩ | পিএনইউ-কেআইআর-বিওই-টিওআই-২১১-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বারসোই জংশনের কিশনগঞ্জ প্রান্তে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |
| এএ/৪ | পিএনইউ-কেআইআর-এইউবি-টিওআই-২১৮-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে আলুয়াবাড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |
| এএ/৫ | পিএনইউ-কেআইআর-জেবিএন-টিওআই- ২২২-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে যোগবানী রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |
| এএ/৬ | পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই- ২১৩-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |
| এএ/৭ | পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই- ২১২-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান |

**নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩-০৬-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায় **এবং বন্ধ হবেঃ** ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

**টোকাঃ** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫৫৬৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫৬৪০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৮৬৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৫৯৯৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৬০০৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**সিনেমা**

**Now Showing at BISWADEEP**
**'HAI JAWANI TOH ISHQ HONA HAI'**
* Varun Dhawan, Pooja Hegde, Mrunal Thakur
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

| NEW CINEMA (A.C) | SILIGURI 9832336881 |
|---|---|
| ফুল পিসি এডওয়ার্ড | SHOW TIME 11.00 AM BENGALI (U/A) |
| [illegible] | SHOW TIME 01.30 PM, 04.15 PM HINDI (U/A) |
| KATTALAN | SHOW TIME 07.00 PM HINDI (A) |

**আজ টিভিতে**



ফাটাফাটি দু'দিন উজি-নিশার ডাবল ধামাকা।
জোয়ার ভাঁটা রাত ৮.৪৫ জি বাংলা

**সিনেমা**

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৯.৩০ অরুন্ধতী, দুপুর ১২.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৩.৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৬.৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.০০ যেখানে ভূতের ভয়
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.৩০ শক্তি, দুপুর ১২.৪৫ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ গয়নার বাক্স
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ রূপবান, বেলা ১১.৩০ বদনাম, দুপুর ২.৩০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, রাত ৮.০০ সংঘর্ষ, ১১.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ চ্যাম্পিয়ন
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা
**সোনি ম্যাক্স টু :** বেলা ১১.০৩ নাজায়েজ, দুপুর ১.৫৪ অগ্নিসাক্ষী, বিকেল ৪.৩০ জওয়ানি জিন্দাবাদ, সন্ধে ৭.৫০ আতিশ, রাত ১০.৫০ সাজন চলে সসুরাল



সারভাইভিং দ্য ড্রট
সন্ধে ৬.০৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট



প্রেম আমার বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা



যেখানে ভূতের ভয় রাত ১০.০০ জলসা মুভিজ

**আজকের দিনটি**

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুফল আশা করা যায়। বৃষ : শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। পাওনা অর্থ আদায় হবে এবং একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলতে পারে। মিথুন : উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদেশে যাওয়ার যোগ দেখা যায়। কর্কট : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হবেন। কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সিংহ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে অর্থকরী সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করে ঠকতে পারে। দাম্পত্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কন্যা : বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্নায়ুঘটিত রোগে ভোগান্তি। তুলা : পরিবারের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে শান্তিভঙ্গ হতে পারে। ব্যবসায় খুব সতর্কভাবে বিনিয়োগ করলে সুফল পাবেন। বৃশ্চিক : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা বাস্তব হতে পারে। ধনু : হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। মকর : পথেঘাটে চলাফেরায় একটু সাবধান থাকুন। সন্তানের উন্নতিতে শান্তিলাভ ও গর্ব হতে পারে। কুম্ভ : আপনার বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা গুটিয়ে যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রচুর খরচের সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিনিয়োগে লাভবান হবেন।

**দিনপঞ্জি**

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন ২০২৬, ২১ জেঠ, সংবৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ১৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৬। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ৯।৪০। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ২।৫৯। ব্রহ্মযোগ দিবা ৭।৪৯। কৌলবকরণ দিবা ৭।৭ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।৪০ গতে গরকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ২।৫৯ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৯।৪০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।১৬ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫৬ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণa ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫০ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৫ গতে ১০।১৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৮ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**চোপড়া, ৪ জুন :** চোপড়া থানার শেখবস্তি গ্রামে বৃহস্পতিবার রাজ দাস নামে বছর একুশের এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘরের ভেতর ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 03e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5014966_1. Name of work : Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work including indoor sub-station at Jalpaiguri Government Engineering Collage, Jalpaiguri for FY : 2026-27. The last date for submission of tender on 19-Jun-2026 at 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app or https://www.wbpwd.gov.in/ or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb.EE/JED/JALPAIGURI.
ICA-T9336(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Dinhata Sub-Division, Dinhata, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No. 01 OF 2026-2027 AE DINHATA. Tender ID: i) 2026_WBPWD_5014987_1, ii) 2026_WBPWD_5014987_2. Bid Submission start date (online): 09.06.206 from 10.30 Hrs. Bid Submission closing date (online): 17.06.2026 from 14.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Dinhata Sub-Division, Dinhata, Cooch Behar ICA-T9348(2)/2026

West Bengal State Fishermen's Co-operative Federation Ltd.
(BENFISH)
GN-31, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700091
Email ID : mdbenfish@wb.gov.in
MD BENFISH is inviting EOI (Memo No. 635/V-50/2012, Dtd. 26.05.2026) for leasing out a space at Raigunj Ornamental Fish Market at Mouza - Barua, P.O.-Raigunj, Dist.-Uttar Dinajpur on long term basis. For details visit: www.benfish.co.in
Managing Director

### বিনা অনুমোদনে ১৫ বছর, টের পেল না পুলিশ

# ‘অবৈধ’ হোম থেকে উদ্ধার ১২

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** পুলিশি নজরদারির অভাব, না অন্য কিছু?

শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন রাজীবনগরে ‘অবৈধ’ হোম থেকে কিশোর-কিশোরী ও শিশু মিলিয়ে ১২ জন উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই বিগত পনেরো বছর ধরে রবিন সিং ওই হোম চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। তারপরও পুলিশ কেন কিছু টের পেল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা অবশ্য বলছেন, ‘বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

সম্প্রতি অবৈধভাবে হোম চালানোর বিষয়টি জানতে পারে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)। এরপরই ওই হোমে থাকা প্রত্যেক আবাসিককে দ্রুত উদ্ধার করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেমতো বৃহস্পতিবার প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই হোমে থাকা ১২ জন আবাসিককে উদ্ধার করে। এদিন উদ্ধারের পর প্রথমে সকলকে শিবমন্দিরের গভর্নমেন্ট হোম ফর গার্লসে প্রোডিউস করা হয়। পরে সিডব্লিউসি-র নির্দেশে সেখান থেকে চারজন কিশোরকে জলপাইগুড়ির কোরক হোমে পাঠানো হয়। কিশোরীদের গভর্নমেন্ট হোম ফর গার্লসেই রাখা হয়েছে। এছাড়াও শূন্য থেকে ছয় বছরের শিশুদের অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে হোম চালানোর অভিযোগ উঠেছে সেই রবিন স্পষ্ট জানাচ্ছেন, পুলিশকে না জানিয়েই বিভিন্ন সময়ে নিয়ে আসা কিশোর-কিশোরী ও শিশুকে তিনি তাঁর হোমে রাখতেন। এখানেই প্রশ্ন, একজন ব্যক্তি বছরের পর বছর কোনও অনুমতি ছাড়াই শহরের মধ্যে এভাবে হোম চালিয়ে গেলেন, আর পুলিশ তা টের পেল না!

- কোনও অনুমোদন ছাড়াই ১৫ বছর অবৈধ হোম চালানোর অভিযোগ
- সিডব্লিউসি-র নজরে আসতেই শিশু, কিশোর-কিশোরী মিলিয়ে উদ্ধার ১২ জন
- এতদিনে কেন বিষয়টি পুলিশের নজর এড়াল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

রবিনকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, উদ্ধার হওয়া আবাসিকদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনিই বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে এনেছিলেন। কয়েকজনকে উদ্ধার করে কেউ কেউ হোমে দিয়ে গিয়েছিলেন বলে দাবি রবিনের। এদিকে, ওই হোমের আবাসিকদের একটা বড় অংশেরই অভিভাবকদের কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসা বেশ কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে যেটি পুলিশ আধিকারিকদেরও বিচলিত করেছে তা হল, হোমের আবাসিকদের ভরণ-পোষণের খরচ। কেননা, অধিকাংশ আবাসিককে শহরের নামী ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করাতেন রবিন। এখানেই প্রশ্ন, দীর্ঘ বছর ধরে হোম চালানোর পাশাপাশি আবাসিকদের পড়াশোনা এবং অন্য খরচ কোথায় পেতেন ওই ব্যক্তি? তাঁর আয়ের উৎস কী? তাছাড়া দীর্ঘ ১৫ বছরে ওই হোমে কতজন আবাসিক ছিলেন?

নিজেকে সমাজসেবী পরিচয় দিয়ে রবিন বলছেন, ‘পরিচিত ও শহর সংলগ্ন মানুষদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমি এই হোম চালাতাম।’ তাঁর আরও দাবি, ‘পনেরো বছর আগে এক এইচআইভি পজিটিভ কিশোরকে পেয়েছিলাম। তাকে রাখার পর থেকেই এই হোম তৈরি করি। গোটাটাই ওয়েলফেয়ার হিসেবে চালাচ্ছিলাম। তাই জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের অনুমোদন পেতাম না।’ কিন্তু শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য না রেখেই কীভাবে ওই ব্যক্তি তাদের নিজস্ব হোমে রেখেছিলেন? যদিও এ নিয়ে কোনও জবাব দিতে পারেননি রবিন।

এদিকে, অবৈধ হোম থেকে আবাসিকদের উদ্ধার করা নিয়ে সিডব্লিউসি শিলিগুড়ির তরফে সুচন্দ্রা মাইতি বলছেন, ‘সার্ভে থেকে শুরু করে রিপোর্ট, সবকিছুতেই বেশ কিছুটা সময় লেগে গিয়েছে। আমাদের কাজে সহযোগিতার জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সকলকেই ধন্যবাদ।’ তিনি আরও জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের ওপর অত্যাচারের কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।



হঠাৎ বৃষ্টি।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির হাসমি চকে সূত্রধরের তোলা ছবি।

## টোটো নিয়ে বিবাদ

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বড়ো ফাঁপড়ি এলাকায় টোটো পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনায় অভিযুক্ত গৌর হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত, দুজনেই পেশায় টোটোচালক। টোটো রাখা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা বাধে। এরপরেই বিশ্বনাথ হালদার নামে এক চালকের ওপর গৌর চড়াও হন বলে অভিযোগ। বিশ্বনাথের কানে গুরুতর আঘাত লাগায় বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি। পরে বিশ্বনাথের মেয়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গৌরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

## হাতাহাতি

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** স্কুল ফি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে শিক্ষিকা ও পড়ুয়ার মায়ের হাতাহাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পড়ুয়ার মা জানিয়েছেন, তাঁর সন্তান একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ে। ওই স্কুলে এক মাসের মাইনে বাকি ছিল। ওই পড়ুয়ার মায়ের অভিযোগ, এদিন সকালে ওই স্কুলের শিক্ষিকা এসে তাঁর ওপর চড়াও হন। পালটা ওই শিক্ষিকাও পড়ুয়ার মায়ের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তোলেন। ঘটনায় দুইপক্ষের তরফেই প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

## ডাম্পার আটক

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বৃহস্পতিবার রাতে ভক্তিনগর থানা এলাকার ইস্টার্ন বাইপাসে একটি স্কুটারে ডাম্পার ধাক্কা মারলে দুজন আহত হন। তাঁদের একজনের আঘাত গুরুতর। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ডাম্পারটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

# বিস্টের হস্তক্ষেপে উন্নয়ন হলে স্বাগত : অনীত

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** সাংসদ রাজু বিস্টের হস্তক্ষেপে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মাধ্যমে যদি পাহাড়ে আরও উন্নয়ন হয় তাহলে সেটাকে স্বাগত জানাবেন বলে জানালেন অনীত থাপা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে বুধবার জিটিএ’র প্রধান সচিব সামা পারভিন দার্জিলিং টুরিস্ট লজে সাংসদ এবং পাহাড়ের তিন বিধায়ক সহ দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। যদিও বাস্তবে সেই বৈঠকের রাশ সাংসদের হাতেই থাকতে দেখা গিয়েছে। সেই বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার লালকুঠিতে জিটিএ’র আধিকারিক এবং এগজিকিউটিভ সভাসদদের নিয়ে পরপর দুটি বৈঠক করেন চিফ এগজিকিউটিভ অনীত। সেখানেই তিনি পাহাড়ের উন্নয়নে সাংসদের উদ্যোগ নিয়ে এমন মন্তব্য করেন।

অনীতের কথায়, ‘বুধবার সাংসদ এবং বিধায়কদের উপস্থিতিতে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। আমি এই বৈঠককে ইতিবাচক হিসাবেই দেখছি।’ তাছাড়া এবারের রাজ্য বাজেটে পাহাড়ের জন্য বরাদ্দ বাড়বে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারবার জিটিএ’র দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন বিস্ট। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে জিটিএ বাতিল করার হুংকার দিয়েছিলেন। ভোট মিটতেই ফের একবার তিনি জিটিএ’র দুর্নীতি, কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ আটকে থাকা নিয়েও সরব হন।

এনিয়ে অনীত বলছেন, ‘তিস্তা বিপর্যয়ের পরে ৪০০ কোটি টাকা এসেছিল বলে সাংসদ দাবি করেছেন। তিনি সেই টাকার হিসাব চেয়েছেন। আসলে বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য টাকা এসেছিল। কোথায় কীভাবে সেই টাকা খরচ হয়েছে সেই হিসাব নিশ্চই পেয়ে যাবেন।’

অন্যদিকে, পাহাড়ের উন্নয়নে সাংসদের সক্রিয়তা নিয়ে অনীতের বক্তব্য, ‘সাংসদ জিটিএ নিয়ে যে সক্রিয়তা দেখাচ্ছেন সেটা পাহাড়ের মানুষের জন্য ভালো। কেননা তিনি রাজ্যের শাসকদলেরই একজন নির্বাচিত সাংসদ। তাঁর কথায় গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার যদি পাহাড়ের উন্নয়নে আরও বরাদ্দ দেয় তাহলে আমরা স্বাগত জানাব।’

> সাংসদ জিটিএ নিয়ে যে সক্রিয়তা দেখাচ্ছেন সেটা পাহাড়ের মানুষের জন্য ভালো। কেননা তিনি রাজ্যের শাসকদলেরই একজন নির্বাচিত সাংসদ।
>
> অনীত থাপা

এদিকে, জিটিএ সূত্রে খবর মিলেছে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠকের আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে লালকুঠি। ১১ জুন নবান্নে সেই বৈঠক হওয়ার সম্ভবনাও রয়েছে। তবে বৈঠক নিয়ে অনীতের বক্তব্য, ‘এখনও বৈঠকের আমন্ত্রণ আসেনি।’ জিটিএ’র চিফ এগজিকিউটিভ আরও দাবি করেন, জিটিএ’র সমস্ত কাজকর্ম রাজ্যের মাধ্যমেই হয়। তাই রাজ্যের নয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে দাবিদাওয়া জানাতে হবে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী কবে সময় দেবেন সেটা নিশ্চিত নয়।

## অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আটক

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে চাল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। এদিন এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেরই এক কর্মী চাল নিয়ে পালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে পড়তেই ওই মহিলাকে আটকে আশিঘর ফাঁড়িতে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে ওই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে থানা থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় অর্চনা হালি বলেন, ‘দোকানে জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম। দেখি ওই মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে একটি প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে চাল ভরে টোটোয় উঠে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তখনই ওঁকে আটকে সকলকে ডাকি। এর আগেও ওঁকে বেশ কয়েকবার অঙ্গনওয়াড়ির চাল, তেল নিয়ে চলে যেতে দেখা গিয়েছে।’

যদিও ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমি চাল নিইনি। যেহেতু এলাকার বাচ্চাদের তিনদিন অর্ধেক ডিম দেওয়া হয়, সেটা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে রাগ ছিল। ওই রাগটাই আজ আমার ওপর উগরে দিল।’

## দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি

**চোপড়া, ৪ জুন :** দলীয় সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার চোপড়া থানার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে যায় বিজেপি নেতৃত্ব। ফাঁড়িতে গিয়ে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন। তিনি বলেন, ‘হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে ঘিরনিগাঁওয়ের কোটগছ এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বিজেপি সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় ৪ জন জখম হন। আহতদের মধ্যে বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ রায়ের ছেলেও রয়েছেন। তবে এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হননি।

## এইচপিভি টিকা

**খড়িবাড়ি, ৪ জুন :** রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বৃহস্পতিবার থেকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে মহিলাদের সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে এইচপিভি (হিউম্যান পাপিলোমা ভাইরাস) ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হল। এদিন খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইচপিভি টিকা দেওয়া শুরু হয়। ছিলেন খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মালিক সহ অন্যরা। এদিন খড়িবাড়ি এলাকার ১৪ বছর বয়সি ১৭ জন তরুণীকে এই টিকা দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন মাস ধরে এই হাসপাতালে এইচপিভি টিকা দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা বিভাস মান্না - কে

11.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59L 62770 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারন মানুষকে ডিয়ার লটারির এই বহুমুখী সহায়তার জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো উচিত। সাধারন মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে জীবনে এক কোটি টাকা উপার্জন করার কথা একটা স্বপ্নের মতো যা তারা কল্পনাও করতে পারে না, ডিয়ার লটারি তা সম্ভব করে তোলে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজেতার তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসে ধৃত

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার সঙ্গে সহবাস এবং কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত আজমতউল্লাহ উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা বলে বিচারক ধৃতের বিরুদ্ধে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত রানিডাঙ্গা এলাকার এক মহিলা গত ১১ মে ভক্তিনগর থানায় আজমতউল্লাহর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর বক্তব্য, গত বছর সেবক রোডের একটি পাবে ওই তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ওই পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ, একদিন গভীর রাতে বাড়ি ফেরার প্রসঙ্গ উঠলে অভিযুক্ত ওই মহিলার জন্য একটি হোটেলের বন্দোবস্ত করে দেন। পরবর্তীতে ওই রাতেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই সেই সম্পর্ক অটুট থাকে। এরই মাঝে বিয়ের আশ্বাস ও নানা অজুহাতে অভিযুক্ত তাঁর কাছ থেকে মোট ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৩০০ টাকা হাতিয়ে নেন। পরবর্তী সময়ে ওই তরুণকে অন্য এক তরুণীর সঙ্গে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তখন থেকেই অভিযুক্ত বারবার বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান বলে অভিযোগকারী মহিলার দাবি। অবশেষে ওই মহিলা ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার মাটিগাড়া থানা এলাকার একটি নামী শপিং মল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোটা ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে উপার্জন চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে রিল্যাক্সেশন চেয়ার, বিজ্ঞাপন সহ স্টেশনে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞাপন সহ ব্যাটারিচালিত কার্ট, জরুরি মেডিক্যাল রুম, স্যালোন পরিষেবা, মোবাইল স্টোর, ক্লোক রুম, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, অ্যাডভার্টাইসমেন্ট বোর্ড (ওওএইচ, আরডিএন - নন-ডিজিটাল), আইপিআইএস (ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড), নন-এসি স্লিপার ক্লাস কোচে বেডরোল পরিষেবা (বিজ্ঞাপনের অধিকার সহ) এবং এটিএম-এর জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন।
• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমআইএসসি-এসটিএটি-২৬-০৭। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। • মালদা ডিভিশনে রিল্যাক্সেশন চেয়ার, বিজ্ঞাপন সহ স্টেশনে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞাপন সহ ব্যাটারিচালিত কার্ট, ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম, স্যালোন পরিষেবা, মোবাইল স্টোর
ক্রমিক নং; লট নং; ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১; রিল্যাক্সেশন চেয়ার; ভাগলপুর। এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ডব্লুএসটিএমজিটি-৮৯-২৬-১; সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট; মালদা টাউন। এসি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এনএফকে-বিসিএ-৮৮-২৬-১; ব্যাটারি অপারেটেড কার্ট; নিউ ফরাক্কা। এডি/১; এমএসএস- এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমইডিএসটিএন-৮২-২৬-১; ইমার্জেন্সি মেডিকেল রুম; মালদা টাউন। এই/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসএস-৭৩-২৬-১; স্যালোন সার্ভিস; মালদা টাউন। এই/২; এমএসএস- এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-৯০-২৬-১; স্যালোন সার্ভিস; বরহরওয়া। এএফ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-মবস্টোর-৭৪-২৬-১; মোবাইল স্টোর; মালদা টাউন।
• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এসিডব্লুএল-৭-২০২৬। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। • মালদা ডিভিশনে ক্লোক রুম এবং এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ।
ক্রমিক নং; লট নং; ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ডব্লুআরএল-৪৮-২৫-১; ক্লোক রুম; মালদা টাউন। এএ/১; পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-ডব্লুআরএল-৫৯-২৬-১; এসি ওয়েটিং রুম; শিবনারায়ণপুর।
• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-মালদা-২৬-৭। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। • মালদা ডিভিশনে অ্যাডভার্টাইসমেন্ট বোর্ড (ওওএইচ, আরডিএন-নন-ডিজিটাল), আইপিআইএস।
ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএইচ-২২৬-২৬-১; জামালপুর। এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-২২৬-২৬-১; মালদা টাউন। এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৪-২৩-১; মালদা টাউন।
• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ মোবাইল-জেন-২৬-৭। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। • মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে নন-এসি স্লিপার ক্লাস কোচে বেডরোল পরিষেবা (বিজ্ঞাপনের অধিকার সহ)।
ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; এমএমএস-মোবজেন-২৮৭৪৪৭-১-২৬-১; মালদা টাউন।
• অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এটিএম-২০২৬-০৭। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। • গোড্ডা (জিওডিএ) রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম।
ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জেন-৪৯-২৬-১; গোড্ডা। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-74/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# শীঘ্রই স্বর্ণালি সন্ধ্যায় জয়রাইডের সূচনা

### দার্জিলিং-ঘুম রুটে নতুন উদ্যোগ

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** ‘এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়...’ ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনে বসে দু’কলি গুনগুন করতে করতে যদি মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া যায়!

গল্প মনে হলেও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) উদ্যোগে এবার সেই সুযোগ পেতে চলেছেন পর্যটকরা। ডিএইচআর-এর তরফে সান্ধ্যকালীন জয়রাইড শুরু করার ঘোষণা করা হয়েছে। পাকদণ্ডি বেয়ে ছুটে চলা খেলনাগাড়ির কু-ঝিকঝিক শব্দ বরাবরই পর্যটকদের মন কেড়ে চলেছে। সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে পাহাড়প্রেমীরা সুযোগ পেলেই শৈলশহরে ছুটে যান। আর সেক্ষেত্রে অনেকেরই প্রথম পছন্দ থাকে টয়ট্রেনে চেপে পাহাড়ে ওঠা। এবার তার সঙ্গেই যুক্ত হতে চলেছে আরও এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের দাবি, আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যেই নতুন এই জয়রাইডের সূচনা করা হবে। দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত জনপ্রিয় রুটে সান্ধ্যকালীন জয়রাইড চালু করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ দুই কামরার খেলনা গাড়ি দার্জিলিং স্টেশন থেকে রওনা হবে। বাষ্পচালিত স্টিম ইঞ্জিন কুণ্ডুলী পাকানো ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়ের বুক চিরে ঘুম হয়ে পুনরায় দার্জিলিং স্টেশনে পৌঁছাবে। মোট দু’ঘণ্টার জয়রাইডে পর্যটকরা তারায় ভরা আকাশের নীচে পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে চলার সুযোগ পাবেন।

ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বললেন, ‘জয়রাইডে পর্যটকদের উৎসাহ ক্রমেই বাড়ছে। এবার নতুন করে একটি জয়রাইড চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করছি সান্ধ্যকালীন এই জয়রাইড পর্যটক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পাবে।’



ছবি : এআই

পর্যটন মরশুমে পাহাড় এখন পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা। গরম থেকে রেহাই পেতে অগণিত মানুষ শৈলশহরে পা রাখছেন। তালিকায় দেশীয় পর্যটকদের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরাও রয়েছেন। অনেক আগে থেকেই শৈলশহরে আসা পর্যটকদের কাছে হেরিটেজ তকমাধারী টয়ট্রেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। ফলস্বরূপ প্রতিটি জয়রাইডেই ভিড় উপচে পড়ছে। পর্যটনের ভরা মরশুমে টয়ট্রেনের একটি সিটও খালি থাকছে না। ফলে টয়ট্রেনে চেপে মেঘ ও পাহাড়ের লুকোচুরির খেলা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এবার ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ সান্ধ্যকালীন জয়রাইড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডিএইচআর ইন্ডিয়া গ্রুপের সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসুর কথায়, ‘উত্তরবঙ্গের পর্যটন ক্ষেত্রে টয়ট্রেন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে খুব ভালো পদক্ষেপ। এই জয়রাইড চালু হলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে পরিষেবা নিয়মিত রাখা আবশ্যিক।’

ডিএইচআর সূত্রে খবর, বর্তমানে ১৩টি জয়রাইড চালু রয়েছে। প্রতিটি জয়রাইডেই পর্যটকদের ভিড় রয়েছে। ফলস্বরূপ অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে আয়ের ক্ষেত্রে নজির গড়ছে ডিএইচআর। এই পরিস্থিতিতে নয়া জয়রাইড চালু হলে পর্যটনশিল্পে অন্য মাত্রা যোগ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

## মোষ উদ্ধার

**নকশালবাড়ি, ৪ জুন :** পিকআপ ভ্যানে মোষ পাচার ঠেকাল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানে করে মাটিগাড়ার দিকে তিনটি মোষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের টহলদারি ভ্যান ওই পিকআপ ভ্যানটিকে আটকায়। গাড়িটি থেকে তিনটি মোষ উদ্ধার হয়। চালক পালিয়ে গেলেও কিলারামজোতের বাসিন্দা মহম্মদ সামসের নামে এক তরুণকে পিকআপ ভ্যান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গাড়িতে মোষ পরিবহণের সপক্ষে তিনি পুলিশকে কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। মোষগুলিকে তোতারামজোতের একটি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

স্মরণীয় ৬ই জুন



দিলীপ কুমার দে ও জয়ন্তী দে
আদরের বাপি ও মা।
অনুভব করি তোমরা আমাদের সাথেই আছো। তোমাদের হারানোর পঞ্চম বর্ষে জানাই প্রণাম ও অফুরন্ত ভালোবাসা।
মুমু, ববি ও প্রিয়জনেরা – শ্রীরামপুর, হুগলী।

UTKAL UNIVERSITY
CENTRE FOR AGRI-MANAGEMENT
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
NAAC-A+Accredited
ADMISSION INTO 21ST BATCH 2026
MBA (AGRIBUSINESS MANAGEMENT)
AICTE Approved
OUR ESTEEMED RECRUITERS:
ELIGIBILITY: B.Sc. (Agriculture) & allied subjects /B.Tech (Ag) / Bachelor's degree in Science/ Commerce/ Management (BBA/ BBM) with minimum 50% aggregate marks. Students with Agriculture and allied subjects will be given preference. Degree Students those who are waiting for the result can also apply.
SELECTION: CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / ATMA / ICAR - AIEEA PG / TISSNET Test scores. Candidates those who have not appeared the above tests will have to appear **Written Test** conducted by the centre. Candidates those who have appeared the above tests, but willing to appear for the written test conducted by the Centre can also do so. The Final selection shall be based on entrance scores, career marks and performance in Personal Interview.
Important Notes :
• CAM ,Utkal University is pleased to announce a phase-wise selection process deadline: Phase 2: 16-06-2026
• Fill in the Application Form ONLINE at www.camutkal.ac.in.
Scan Here
BARC Outreach Building, Utkal University, Bhubaneswar - 751004
Mob.: 9437124356, 7008751003
e-mail : admission@camutkal.org, academic@camutkal.org, Website : www.camutkal.ac.in
Professor In Charge, CAM
Chairman, P.G Council

## উচ্ছ্বাসের মাঝেও কোন্দল কাঁটা বিজেপিতে

# শুভেচ্ছায় ভাসলেন প্রিয় 'দাদা'

নীতেশ বর্মন

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এনজেপি স্টেশনে ছিল জনতার উপচে পড়া ভিড়। প্ল্যাটফর্মের আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করছিলেন বহু মানুষ প্রিয় মানুষটিকে এক ঝলক দেখার আগ্রহে। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। তিনি যখন দার্জিলিং মেল থেকে নামলেন ফুলের তোড়া কিংবা খাদা নিয়ে কেউ ছুটলেন তাঁর দিকে। আবার কেউ ছিলেন তাঁকে একবার ছোঁয়ার আশায়। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রীসভায় সদ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া আনন্দময় বর্মন। 'দাদা'-কে সংবর্ধনা দিতে, শুভেচ্ছা জানাতেই এত আয়োজন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধায়ক অবশ্য ট্রেন থেকে নেমে আপ্লুত গলায় বললেন, 'মানুষের ভালোবাসায় একজন দায়িত্ব পেয়েছেন। সেজন্যই সকলে এসেছেন। তবে আমি প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নই, সকলের প্রত্যেক দিনের কাছের সেই পরিচিত মানুষ হিসাবেই থাকতে চাই।'

এদিন এনজেপিতে আনন্দময়কে সংবর্ধনা জানাতে তাঁর অনুগামীরা আয়োজনে খামতি রাখেননি। ব্যান্ডপার্টির বাজনা, বৈরাতি নৃত্যের আয়োজন, হুডখোলা জিপ সব ব্যবস্থা ছিল। কোন প্ল্যাটফর্মে, প্রতিমন্ত্রী কখন নামবেন হাজার হাজার চোখ, কান সারাক্ষণ সেই খোঁজ রাখছিল। সঙ্গে চলছিল তাঁর নামের জয়ধ্বনি। সগর্বে নেতা-কর্মীদের বলছিলেন, 'আমাদের ঘরের ছেলে প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন।'

এদিন আনন্দময় স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে হেঁটে স্টেশন চত্বরের বাইরে আসেন। সেখান থেকে হুডখোলা জিপে করে হাজারো অনুগামীকে নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়ে মিছিল করে যান। তাঁর সঙ্গে আমজনতার ভিড় দার্জিলিং মোড়, সিটি সেন্টার, খাপরাইল মোড় হয়ে তাঁর বাড়ির রাস্তায় পৌঁছোয়। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে কেউ বরণডালা সাজিয়ে বরণ করে নিয়েছেন পছন্দের মানুষটিকে, কেউ গেরুয়া আবির মাখিয়ে দিয়েছেন, কেউ আবার খাদা পরিয়ে ফুল ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর দিকে। নতুন করে আরও একবার কাছ থেকে দেখতেও ভিড় করেন বহু মানুষ।

যদিও আনন্দময়ের বাড়ির পাশের রাস্তাগুলির বেহাল দশা। তবুও এদিন হুডখোলা জিপ সেই রাস্তা ধরেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছোয়। পাথরঘাটার মানুষ যা দেখে অবাক। রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রতিমন্ত্রী হওয়া ঘরের ছেলেকে দেখতে এদিন তাঁর গ্রামের অনেকেও ছুটে গিয়েছিলেন বাড়িতে। সেখানেও ঢাক, ঢোল বাজিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। আনন্দময়ের স্ত্রী স্বামীকে বরণ করে নেন। ছয় বছরের

> মানুষের ভালোবাসায় একজন দায়িত্ব পেয়েছেন। সেজন্যই সকলে এসেছেন। তবে আমি প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নই, সকলের প্রত্যেক দিনের কাছের সেই পরিচিত মানুষ হিসাবেই থাকতে চাই।
>
> **আনন্দময় বর্মন**

ছেলে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বাবাকে। বাড়িতে পৌঁছোনোর পর থেকে এদিন দিনভর গোটা বিধানসভা এলাকা থেকে অনেকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

এদিন আনন্দময় আবারও শিলিগুড়িকে জেলা করার দাবিতে জোর দিলেন। এর আগে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিধায়কদের বৈঠকেও বিষয়টি তুলেছিলেন তিনি। বললেন, 'শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণা করা প্রয়োজন। তা করাও হবে।' তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, তৃণমূল মাটিতে মিশে গিয়েছে। কয়েকদিন পর আর দলটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সব দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত হবে।

# এলেনই না যুব ও জেলা সভাপতি

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** তাল কাটল উদযাপনের আমেজে। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে ফিরলেন আনন্দময় বর্মন, অথচ তাঁকে স্বাগত জানাতে কিংবা সংবর্ধনা দিতে গেলেনই না দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সৌরভ সরকার। ছিলেন না জেলার বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বহু নেতা-নেত্রী। সেই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়েছে পদ্মশিবিরের অন্দরমহলে।



এনজেপি স্টেশনের বাইরে হুডখোলা গাড়িতে আনন্দময় বর্মন।

আনন্দকে নিয়ে রঙিন শোভাযাত্রার রাশ ছিল নিজেদের আদি বিজেপি নেতা হিসেবে দাবি করা কয়েকজনের হাতে। ওঁরা বরাবর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে বিচরণ করেন। ভোটের প্রচারেও সক্রিয় ছিলেন তাঁর হয়ে। স্টেশনে দেখা গিয়েছে বিক্ষুব্ধ বলে পরিচিত ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, প্রসেনজিৎ পাল, প্রীতম সিংহ, মনোরঞ্জন মণ্ডলদের।

অরুণের বক্তব্য, 'জেলা কার্যালয়ে প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হবে। আজকে স্টেশনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো মানে, একই ব্যক্তিকে দু'বার জানানো। তাই, আমি লোক পাঠিয়েছিলাম।' সভাপতির এমন অদ্ভুত যুক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাচ্ছেন দলেরই লোকেরা। সৌরভ বললেন, 'সবাই বিজেপি। আলাদা করার দরকার নেই। ভিড়ে মন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয় থাকে। আমার চোখের চিকিৎসা চলছে। তবে ফোনে সবার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

এদিনের ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে এল সাংগঠনিক জেলায় দুই গোষ্ঠীর কোন্দল। ভোটের প্রচারেও একপক্ষের অপরপক্ষকে কার্যত এড়িয়ে চলা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল শীর্ষ নেতাদের কাছে। প্রশ্ন উঠছে, দল দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ক্ষমতায় এসেছে। জোড়া মন্ত্রিত্ব এসেছে মহকুমায়। এরপরও কি আদি-নব্যের মাঝের বরফ গলবে না? ক্ষমতার ইগো বজায় রেখে চলবে দুইপক্ষই? মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়কের কথা, 'আমার সঙ্গে অরুণদার কথা হয়েছে। আজ কেন এলেন না, সেটা তিনিই বলতে পারবেন।'



- দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে আনন্দময়ের খুব একটা মসৃণ সম্পর্ক নয়
- প্রতিমন্ত্রী নিয়ে শোভাযাত্রাতেও আমরা-ওরার বিভাজন স্পষ্ট
- অরুণের যুক্তি, বিধায়ককে পার্টি অফিসে সংবর্ধনা জানানো হবে, তাই তিনি এদিন যাননি
- এদিনের কর্মসূচির রাশ ছিল আদি ও বিক্ষুব্ধ বলে পরিচিত নেতাদের হাতে

অরুণ 'লোক পাঠিয়েছি' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন, তা স্পষ্ট করেননি। এনজেপিতে এসেছিলেন জেলা সহ সভাপতি রাজু সাহা, লক্ষ্মী শর্মারা। আনন্দময় জেলা সভাপতি থাকাকালীন কমিটিতে এঁরাও গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। লক্ষ্মী অনেকটা সময় শোভাযাত্রার সঙ্গী হলেও, রাজুকে খানিকক্ষণের জন্য দেখা গিয়েছে।

আনন্দময়কে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরানোর পর একে একে তাঁর সঙ্গীদেরও নানা পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার বিধায়ক হওয়ার পর প্রতিমন্ত্রীও হলেন। ফলে, সেই 'আদি নেতা'রা এবার আনন্দকে সামনে রেখে জেলায় নিজেদের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন স্বাভাবিকভাবেই।

এনজেপির জমায়েত ছিল তারই একপ্রকার শক্তি প্রদর্শন। তবে এটুকুতে পুরোনো কর্মীদের ক্ষোভ মেটার নয়। বর্তমান জেলা কমিটিতে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এদিন ফাটলকে আরও চওড়া করেছে।

বিক্ষুব্ধদের একজন বেশ ক্ষোভের সুরেই বলেছেন, 'প্রতিমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে জেলা সভাপতির থাকা উচিত ছিল। পার্টি অফিসের বাইরে তিনি আনন্দময়ের সঙ্গে দেখা করলে আত্মসম্মানে নিশ্চয়ই আঘাত লাগবে না। সৌজন্যবোধ থাকতে হয় এ জন্য।'

দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়িতে বিজেপির পুরোনো নেতা-কর্মীদের একটি বড় অংশের মনে ক্ষোভের আস্তরণ জমছে। তাঁদের অভিযোগ, বর্তমান জেলা নেতৃত্ব তাঁদের কোণঠাসা করে রাখছে। এবার 'ঘরের ছেলে' প্রতিমন্ত্রী হতেই তাঁকে তুরুপের তাস করে ফের ময়দানে নেমে পড়েছে ওই পক্ষ।

তবে, পরিস্থিতি কতটা বদলায়, তা বুঝতে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

## মতানৈক্য পদ্মের দু'পক্ষে

**চোপড়া, ৪ জুন :** সবে রাজ্যে ক্ষমতা পেয়েছে বিজেপি। এদিকে, এর মধ্যেই চোপড়ায় পদ্ম শিবিরের সাংগঠনিক স্তরে গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল। অভিযোগ, কয়েকদিন আগে ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে নজরদারির ব্যাপারে সাদা কাগজে সাতজনের নামের তালিকা জমা দেওয়া হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এর জেরেই দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়। সদর চোপড়ায় বুধবার সন্ধ্যায় এনিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। নিজেদের মধ্যে বৈঠকেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। বৃহস্পতিবার দলের স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশ চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়েছিল।

যদিও এনিয়ে ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদের দাবি, 'দলীয় বা নির্দিষ্ট কোনও প্যাডে এধরনের নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোথাও দেওয়া হয়নি।' আবার ওই মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ সাহা অবশ্য

**চোপড়া**

বলছেন, 'মণ্ডলের অধীন তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাম দেওয়া হয়েছিল। তবে এদিন কারা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়েছিলেন, এব্যাপারে আমার জানা নেই।'

বুথভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে পাঁচজন করে দলীয় কর্মী কাজে সহযোগিতা করবেন। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির নেতৃত্বের নামের প্রস্তাব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, যতদিন গ্রাম পঞ্চায়েত চলছে, বাইরে থেকে দলীয় নেতৃত্ব কাজে ব্যাপারে নজরদারি চালাবে।

এদিকে, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের প্রধান জিয়ারুল রহমান বিজেপি প্রতিনিধিদলের পঞ্চায়েত কার্যালয়ের যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম বা পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজের তদারকির সঙ্গে ওই সফরের কোনও সম্পর্ক নেই। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বিষয়েই আলোচনা হয়েছে এবং বাইরে থেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস মিলেছে।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। এদিন অন্য একটি পক্ষ আসে। এদিকে, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন অবশ্য বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে নতুন করে যাতে অরাজকতার পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেব্যাপারে বাইরে থেকে নজরদারি চালানোর ক্ষেত্রে দলীয়ভাবে আলোচনা হয়েছে। তবে এরই মধ্যে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কী হয়েছে আমার জানা নেই।' বিজেপির ব্লক কমিটির সদস্য গৌতম দাসের অভিযোগ, স্থানীয়দের না জানিয়ে মণ্ডল কমিটি কয়েকজনকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটি তৈরি করা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

## মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা সহ গ্রেপ্তার

# মায়ের পরামর্শে বিপাকে বাংলাদেশি

**খড়িবাড়ি, ৪ জুন :** মায়ের পরামর্শ শুনতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন ছেলে। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার বহু বছর পরেও দেশের বাইরে রয়ে গিয়েছিলেন ঢাকার তরুণ। মা ভেবেছিলেন, ছেলেকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে মায়ের কথা মিলল না। পরিবর্তে ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গ্রেপ্তার হতে হল ছেলেকে। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে বুধবার এসএসবির জালে ধরা পড়েন ওই বাংলাদেশি তরুণ। তাঁর নাম মহম্মদ মুক্তার হুসেন। তিনি ঢাকার মদনমোহনপুরের বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে তিনি নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করেন।

সীমান্তে নিয়মিত চেকিংয়ের সময় মোতায়েন এসএসবির কর্তব্যরত জওয়ানদের তরুণকে দেখে সন্দেহ হয়। পরে মুক্তারকে এসএসবি আটক করে। তাঁর কাছ থেকে ভারতের মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা উদ্ধার হয়। খড়িবাড়ি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

মুক্তার ২০২৩ সালের ৩০ অগাস্ট বৈধ ভিসা নিয়ে হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। ওই বছরেরই ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর ভিসার মেয়াদ ছিল। তারপরেও কিছুদিন তিনি অবৈধভাবে কলকাতার নিউ মার্কেট অঞ্চলে ছিলেন। সে সময় এক দালাল তাঁকে মোটা টাকার বিনিময়ে নেপাল হয়ে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে একটি কোম্পানিতে কাজ ঠিক করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। চোরাপথে দালালের মাধ্যমেই ভারত থেকে নেপালে পৌঁছান মুক্তার।

নেপালে গিয়ে তিনি প্রতারিত হন এবং সেখানেই আটকে পড়েন। উধাও হয়ে যায় দালাল। এদিকে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে কীভাবে ভারত হয়ে বাংলাদেশে ফেরা যাবে, তা ভেবে চিন্তায় পড়েন মুক্তার। নেপালে জীবিকা নির্বাহের জন্য ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শুরু করেন তিনি। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসএসবি আধিকারিকরা জেনেছেন, ওই তরুণ দেড় বছর ধরে গোপনে নেপালে কাজ করছিলেন। সেখান থেকেই বাংলাদেশে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল মুক্তারের। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর বাংলাদেশিদের থ্রিডি



খড়িবাড়ি থানায় বাংলাদেশি তরুণ। বৃহস্পতিবার।

মডেলে পুশব্যাক (ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট)-এর বিষয়টি প্রচার পায়। খবর দেখে মুক্তার হুসেনের মা ছেলেকে সেই সুযোগ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। ছেলেকে বোঝান, নেপাল থেকে ভারতে এসে পুলিশের কাছে ধরা দিতে। সেইমতো কাজ করেন মুক্তারও। খড়িবাড়ি পুলিশ জানিয়েছে, আইনানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। তাঁকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পুশব্যাক করা হবে না।

বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ও এসএসবির আধিকারিকরা রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছেন। এদিকে মুক্তারের আক্ষেপ, 'মা খবর দেখে ভারতে ঢুকতে বলেছিলেন। শেষপর্যন্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ ভারতের ভিসাই কাল হল।'



তপ্ত দুপুরে।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# 'ঝাঁপ' বন্ধ জেলা পার্টি অফিসের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

**৪ জুন :** ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ভেঙে চুরমার তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবারই দলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকেই প্রায় সব জেলা পার্টি অফিসে তালা ঝুলছে। কোচবিহার থেকে মালদা, সর্বত্রই ছবিটা এক।

দার্জিলিং জেলা পার্টি অফিসে ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই লোকজনের খুব একটা দেখা মিলছে না। অধিকাংশ দিনই তালা খোলা হচ্ছিল না। বুধবার দলনেত্রী সব কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর আর কাউকে জেলা পার্টি অফিসের ধারেকাছে দেখা যায়নি। দলের সদ্য প্রাক্তন জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল সহ জেলা নেতৃত্বের একাধিক নেতা-নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি। কারও ফোন বেজে গিয়েছে, কারও ফোন বন্ধ ছিল।

ঠিক এক মাস আগে, ৪ মে শেষবারের মতো তালা খোলা হয়েছিল মালদা শহরে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ের। রায়গঞ্জেও একই দশা। সামান্য ব্যতিক্রম কেবল গঙ্গারামপুর শহরে থাকা তৃণমূলের জেলা কার্যালয়।

মালদায় পার্টি অফিস চলত যেখানে সেই বাড়ি আর ভাড়া দিতে চাইছেন না মালকিন। যদিও মালদা শহরে সমান্তরালভাবে চলত একাধিক পার্টি অফিস। যেমন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর অফিসে ভিড় জমাতেন তাঁর অনুগামীরা। আশিস কুণ্ডুর অফিসেও ভিড় হত। এখন সেই অফিসগুলিতেও অনুগামীদের দেখা মেলা ভার।

রায়গঞ্জে বৃহস্পতিবার দুপুরে গিয়ে দেখা গেল তৃণমূলের জেলা কার্যালয় বন্ধ।

গঙ্গারামপুর শহরের নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কার্যালয় কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। নিয়ম করে খোলা হচ্ছে দরজা। তবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে।

কোচবিহার শহরে নিউটাউন রোড এলাকায় দলের জেলা কার্যালয় রয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে দেখা গেল প্রবেশপথের গ্রিলটি খোলা থাকলেও ভিতরের দরজা বন্ধ। সেখানে কাউকে দেখা যায়নি। দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলে আসা অভিজিৎ দে ভৌমিক বলছেন, 'কার্যালয় বন্ধ থাকার কথা নয়। যে এলাকায় যাঁরা কার্যালয় দেখাশোনা করতেন এখন তাঁরাই তা করবেন।'

ভোটের ফল বেরোনোর কয়েকদিন পরেই উঠে গিয়েছে জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়। এখানেও ভাড়া বাকি থাকায় আর চুক্তি বাড়াতে রাজি হননি বাড়ির মালিক। জেলার এক নেতার হোটেলে বিকল্প ঘরের কথা বলা হলেও তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। বুধবার জেলা কমিটি ভেঙে যাওয়ায় জেলা পার্টি অফিস আবার কোথায় হবে, তা কেউ জানেন না। এতদিন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের বাড়িতে যে দলীয় কার্যালয় ছিল, ভোটের পর থেকেই তার দরজা বন্ধ। একমাত্র কল্যাণ ভবনে পুরোনো তৃণমূলিরা এখনও সকালের দিকে আড্ডা জমাচ্ছেন।

নির্বাচনে ফল বের হওয়ার পর থেকেই জনশূন্য আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্ট এলাকায় থাকা জেলা তৃণমূল কার্যালয়।



ফাঁকা তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয়। বৃহস্পতিবার।

## চুরির পরিকল্পনা ফাঁস আটকাতেই খুন

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** চুরির পরিকল্পনা বাইরে যাতে কেউ জানতে না পারে, সেই কারণে নাকি নেশার আসরে বন্ধুকে দুজনে মিলে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। খুনের অভিযোগে ধৃতদের জেরা করে এমনই তথ্য পেয়েছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, ময়নাতদন্তের পর পুলিশ জানতে পারে, খুন করার পর বিবস্ত্র করে মৃতদেহের সঙ্গে যৌনসংগম করা হয়। বৃহস্পতিবার বিশাল ও সঞ্জীবকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। খুনের ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

গত ২২ মে শিলিগুড়ির নৌকাঘাট সংলগ্ন তৃতীয় মহানন্দা সেতুর কাছে ঝোপের মধ্যে সৌকুমার পারিদা নামে বছর একুশের এক তরুণের বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে। ফুটেজ থেকে জলপাই মোড়ের বাসিন্দা সঞ্জীব দাস ও অশোকনগরের বিশাল দাসকে চিহ্নিত করে পুলিশ। বুধবার রাতে বাড়ি থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর তাঁদের জেরা করে পুলিশ খুনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়।

ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ২১ মে রাতে জলপাই মোড়ের কাছে একটি কাঠ মিল সংলগ্ন এলাকায় সঞ্জীব ও বিশালের সঙ্গে সৌকুমার মদের আসরে বসেছিলেন। মদের ঠেকে বসেই তিনজনে মিলে রাতে কাওয়াখালির মাঠের কাছে চুরি করার ছক কষেন। কিন্তু সৌকুমার নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে চুরি করতে যেতে পারবে না বলে সঞ্জীব ও বিশালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর তা নিয়েই সৌকুমারের সঙ্গে বাকি দুজনের বিবাদ শুরু হয়। কিন্তু চুরির পরিকল্পনা সৌকুমার বাইরে কাউকে বলে দিলে বিপদ হতে পারে সেই আশঙ্কা থেকে সঞ্জীব ও বিশাল মিলে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন।

জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই রাতেই মৃতদেহ ভ্যানে তুলে নৌকাঘাটের কাছে ঝোপের মধ্যে বিবস্ত্র অবস্থায় দুজনে ফেলে চলে যায়। ২২ মে সকালে এক পথচলতি ব্যক্তি ওই তরুণের বিবস্ত্র দেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

## নয়া ঘোষণা

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** দার্জিলিং পাহাড়ের চা বাগান এবং সিঙ্কোনার কর্মীরাও সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পাবেন বলে বিজ্ঞপ্তি দিল রাজ্য সরকার। বুধবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা বাগান এবং সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকরা সরকারের সমস্ত প্রকল্প এবং জনকল্যাণমূলক পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, চা বলয় এবং সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকরা বিজেপিকে বারবার ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। যার জেরে পূর্বতন তৃণমূল সরকার চা এবং সিঙ্কোনার শ্রমিকদের কোনও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ দেয়নি। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩০ লক্ষ মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। এর পরেই তিনি রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই শ্রমিকদেরও সরকারি প্রকল্প এবং জনকল্যাণমূলক পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার এই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এই জন্য সাংসদ রাজু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যদিও জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার দাবি, 'চা এবং সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকরা আগে থেকেই সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পান।

## অভিযান

**ফাঁসিদেওয়া, ৪ জুন :** গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বালি পাচার রুখল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের গান্ধি মোড় এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেসময় সন্দেহজনক একটি একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে আটকাতে গেলে গাড়ি ফেলে চালক পালিয়ে যান। এদিকে পুলিশ দেখে, ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বালিবোঝাই করা রয়েছে। পুলিশ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় মামলা রুজু করে চালকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। তাদের অনুমান, ঘোষপুকুর সংলগ্ন চেঙ্গা বা মানঝা নদী থেকে অবৈধ উপায়ে বালিবোঝাই করে তা পাচার করা হচ্ছিল।

## বিক্ষোভ

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বুলডোজার কালচার, রাজ্যজুড়ে হকার-বস্তি কলোনির গরিব মানুষদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার হাসমি চকে অবস্থান বিক্ষোভে করল সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, রাজ্য কমিটির নেতা জীবেশ সরকার। সমন বলেন, দাবি না মানা হলে আমরা আন্দোলনে নামব।

## চোলাই নষ্ট

**ফাঁসিদেওয়া, ৪ জুন :** অভিযান চালিয়ে নষ্ট করা হল বিপুল পরিমাণে চোলাই এবং চোলাই তৈরির সামগ্রী। বেশ কিছুদিন ধরেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। বৃহস্পতিবারও গোপনে খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ এবং নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তর ঘোষপুকুরের বিভিন্ন ঠেকে হানা দেয়। অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩ হাজার লিটারেরও বেশি পরিমাণ চোলাই নষ্ট করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সেইসঙ্গে চোলাই তৈরির বহু সামগ্রীও নষ্ট করা হয়েছে। তবে, অভিযানের খবর পেয়ে আগে থেকেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় কারবারিরা। ফলে, কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

# সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালুর তৎপরতা

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** রাজ্যে সরকার বদলের পরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে তৈরি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের চিকিৎসা বিভাগগুলি দ্রুত চালু করতে তৎপর হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি মেডিকেলে এসে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছে। এখানে সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালু করার জন্য কী পরিকাঠামো রয়েছে, চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য চিকিৎসাকর্মী কতজন রয়েছেন, ঘাটতি কতটা- সমস্ত খোঁজখবর নিয়েছেন কমিটির সদস্যরা। মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞরা এখানকার পরিকাঠামো দেখে গিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে রিপোর্ট দেবেন। তার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ভবন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় (পিএমএসএসওয়াই) ১৫০ কোটি টাকায় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। এখানে কার্ডিওথোরাসিক ও ভাসকুলার সার্জারি (সিটিভিএস), প্লাস্টিক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, নেফ্রোলজির মতো বিভাগগুলি চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এরই সঙ্গে বিশেষ বার্ন ওয়ার্ডও থাকবে।

## মেডিকেলে আশার আলো



সুপারস্পেশালিটি ব্লক পরিদর্শনে বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা। -সংবাদচিত্র

২০২৩ সালে ভবনটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর হয়। ২০২৪ সালে এখানে রোগী পরিষেবা ধীরে ধীরে চালু হয়। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালু হয়নি। বরং মেডিকেলের পুরোনো ভবন থেকে একাধিক বহির্বিভাগ, আইসিসিইউ, ইউরোলজি অন্তর্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি সুপারস্পেশালিটি বিভাগে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের অভিযোগ, 'এই ভবনে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে পূর্বতন রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল।' বৃহস্পতিবার এসএসকেএমের নিউরো সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ শুভাশিস ঘোষের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল মেডিকেলে আসে। এই দলের বাকি দুই সদস্য হলেন পেডিয়াট্রিক সার্জন ডাঃ রুচিরেন্দু সরকার এবং সিটিভিএস বিশেষজ্ঞ ডাঃ শান্তনু দত্ত।

এই বিশেষজ্ঞ দল এদিন সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বিভিন্ন তলা ঘুরে দেখেন। নিউরো সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, সিটিভিএস- এই চারটি বিভাগের জন্য বরাদ্দ প্রতিটি ঘর, অপারেশন থিয়েটার ঘুরে দেখেন। পরে তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলি চালু করার জন্য এখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। কোনও বিভাগে একজন, কোনও বিভাগে দুজন অধ্যাপক চিকিৎসক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক-একটি বিভাগে অন্তত চারজন করে চিকিৎসক প্রয়োজন। হাসপাতালে নার্স থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর প্রচুর ঘাটতি রয়েছে।

## প্রাইভেটে ‘না’

সরকারি বা সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি বিকাশ ভবনের। কোনওভাবেই যুক্ত হওয়া চলবে না গৃহশিক্ষকতার সঙ্গে। অন্যথায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কড়া পদক্ষেপ।

## বাতিল ট্রেন

শনি ও রবিবার সংস্কারমূলক কাজের জন্য বন্ধ থাকবে শিয়ালদা ডিভিশনের একাধিক ট্রেন। কাঁকুড়গাছি রোড জংশন ও বালিগঞ্জ ডাউন প্যাসেঞ্জার লাইনে মোট দুটি ট্রাফিক ব্লক ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল।

## পদ্মের বিক্ষোভ

বৃহস্পতিবার বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহার বাড়ির সামনে ঝাঁটা-জুতো হাতে বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়দের একাংশ।

## যুগলের দেহ

বৃহস্পতিবার পুরোনো দিঘার হোটেল থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার পিংলার বসন্তপুরের এই দম্পতি বেড়াতে এসেছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী।

### নিউ আলিপুর থানায় জড়ো হয়ে কড়া শাস্তি দাবি কয়েকশো মানুষের

# গ্রেপ্তার স্বরূপ, শঙ্কা অরূপের

**কলকাতা, ৪ জুন :** টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে তোলাবাজির অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে টালিগঞ্জ মেকআপ আর্টিস্ট ফেডারেশনের সদস্য এক মহিলা অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কাজ চাইতে গেলে স্বরূপ তাঁর কাছে টাকা দাবি করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও বেআইনি অস্ত্র রাখা ছাড়াও শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, মেসি কাণ্ডে বিধাননগর থানার জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। আর তাতেই তদন্ত শুরু করতে বৃহস্পতিবার তলব করা হয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে দু’সপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর কাছে কোনও আইনি রক্ষাকবচ নেই। ফলে যে কোনও সময় গ্রেপ্তার হতে পারেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

তৃণমূলের জমানায় টালিগঞ্জে স্বরূপের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বলে কলাকুশলী ও কর্মীদের বড় অংশের অভিযোগ।

*বিপাকে দুই বিশ্বাস ভাই।*

কাজ পাওয়ার জন্য নজরানা, কোনও প্রতিবাদ করলে দিনের পর দিন কাজ না দিয়ে একঘরে করে রাখার মতো ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছে টালিগঞ্জের ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি স্বরূপের বিরুদ্ধে।

নিউ আলিপুর থানায় অভিযোগ জানিয়ে মেকআপ আর্টিস্ট ফেডারেশনের সদস্যা জানিয়েছিলেন, তাঁর এক সহকর্মীকে কাজ পাওয়ার জন্য ৪৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। বুধবারই টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী জানিয়েছিলেন, ফেডারেশনের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না টালিগঞ্জে। দিল্লি থেকেই স্টুডিওপাড়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বৃহস্পতিবার রাতেই নিউ আলিপুর থানার পুলিশ পৌঁছে যায় স্বরূপের রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে। সেখান থেকেই তাঁকে নিয়ে আসা হয় নিউ আলিপুর থানায়।

> তোলাবাজি, খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি ও বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগ স্বরূপের বিরুদ্ধে
>
> যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার জন্য অরূপকেই দায়ী করা হচ্ছে
>
> ইডি তলব করলেও বৃহস্পতিবার অসুস্থতার যুক্তি দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়েছেন অরূপ

স্বরূপ গ্রেপ্তার হতেই থানার বাইরে কয়েকশো মানুষ জড়ো হয়ে যান। স্বরূপের কড়া শাস্তির দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। স্বরূপ গ্রেপ্তার হওয়ার পর মন্ত্রী অরূপের ভবিষ্যৎ নিয়েও কালো মেঘ ঘনাচ্ছে। তাঁর অসুস্থতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিযোগকারী তথা মেসির অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। তাঁর বক্তব্য, ‘সমন আসতেই হঠাৎ অসুস্থতা? একটি কথা মনে রাখুন, মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে হয়তো সময় কেনা যায়, কিন্তু বিচার থেকে পালানো যায় না। এতদিন সব ঠিক ছিল। সমন আসতেই শরীর খারাপ? কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে, কিন্তু আইনের হাত থেকে পালানোর পথ নেই। প্রাক্তন মন্ত্রীমশাই অনেক কষ্ট দিয়েছেন আমায়।’

শতদ্রুর অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণ হতেই আগেভাগে বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন অরূপ। সূত্রের খবর, এখনও সেই মামলার শুনানি হয়নি নিম্ন আদালতে। ফলে তাঁর কাছে এখনই কোনও রক্ষাকবচ না থাকায় যে কোনও সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। তাই তদন্তকারীদের চিঠি পাঠিয়ে অরূপ জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সশরীরে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়, তাঁকে দু’সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। যদিও আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁর আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

*গাছ সেজে অভিনব প্রতিবাদ বিশেষভাবে সক্ষমদের। একদিকে ‘গাছ বাঁচান, প্রাণ বাঁচান’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে গাছ বাঁচানোর আবেদন, অন্যদিকে তীব্র গরমে তালপাতার পাখায় স্বস্তির খোঁজ। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে কলকাতার দুই মুহূর্তের ছবি দেবার্চন চট্টোপাধ্যায় ও পিটিআইয়ের ক্যামেরায়।*

## ফিরহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডি’র

**কলকাতা, ৪ জুন :** বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে সরাসরি কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে পৌঁছাল সিআইডি। আগেই একাধিক বিধায়কের বাড়িতে গিয়েছিলেন সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই ঘটনায় এবার কলকাতা বন্দরের বিধায়কের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছেন তাঁরা। বিরোধী দলনেতা কে হবেন তা নিয়ে মে মাসের দুটি বৈঠকেই হাজির ছিলেন ফিরহাদ। তাই ওই বৈঠকে ঠিক কী হয়েছিল, কারা উপস্থিত ছিলেন, কাদের অনুপস্থিতিতে সই করা হয়েছিল, কার নির্দেশে হয়েছিল তা জানতে চায় সিআইডি। তাই এদিন চেতলার বাড়িতে পৌঁছে যায় সিআইডির টিম।

এদিনই ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক বাহারুল ইসলাম, হাওড়া মধ্যের বিধায়ক অরূপ রায় এবং মহেষতলার বিধায়ক শুভাশিস দাসের হাতের লেখার নমুনা নিম্ন আদালতে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিধায়কেরা সশরীরে হাজিরা দেন এবং হাতের লেখার নমুনা দেন। তাঁদের নোটিশ পাঠিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। নমুনা দেওয়ার পর অরূপ রায় বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মিটিংয়ে আমি সই করি। তবে সিআইডি আমার সই বলে যেটা দেখিয়েছে, সেটা আমার নয়।’

তদন্তকারীদের একাধিক বিধায়ক জানান, ওই রেজোলিউশন কপিতে যে সই আছে, তা তাঁদের নয়। এর পরেই চারজন বিধায়কের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করতে আদালতের দ্বারস্থ হয় সিআইডি। তৃণমূল বিধায়ক হিসাবে ওই চিঠিতে ফিরহাদেরও সই ছিল। সে বিষয়ে ফিরহাদকে প্রশ্ন করা জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

## মুকুল-পুত্রের নিশানায় অভিষেক

**কলকাতা, ৪ জুন :** তৃণমূল কংগ্রেসের মুষলপর্বে বিদ্রোহীর তালিকায় এবার নয়া সংযোজন মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়। বৃহস্পতিবার বাকিদের মতো তাঁরও আক্রমণের নিশানায় রইলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতিতে অভিষেককে অপরিপক্ক বলে দাবি করেছেন শুভ্রাংশু। তৃণমূলের দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, ‘মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতা থাকলে তৃণমূলের আজ এই হাল হত না।’

এদিন মুকুল-পুত্রের দাবি, ‘বাবার মৃত্যুর পরে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা যাতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসতে না পারেন, তার জন্য পরিকল্পিতভাবে মৃতদেহ ঘিরে রাখা হয়েছিল। কাঁচরাপাড়ার বহু মানুষ বাবাকে দেখতে পাননি। আমার বাবাকে নিয়েও রাজনীতি করেছে।’ অভিষেককে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘অভিষেক বাচ্চা ছেলে। ও রাজনীতি বোঝে না। লিডার যদি সবসময় মাথা উঁচু করে চলেন, কর্মীদের কথা না শোনেন, তা হলে যে ধরনের রেজ়াল্ট হওয়ার কথা সেটাই হয়েছে।’

# দাদনপাত্রবাড়ে নয়া সমুদ্রবন্দর

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৪ জুন :** পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে জমি-জটে আটকে যাওয়া তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প বাতিল করল বর্তমান সরকার। বদলে তাজপুর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে দাদনপাত্রবাড়ে এই মেগা প্রোজেক্ট গড়ে তোলা হবে বলে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, দাদনপাত্রবাড়ে রাজ্য সরকারের নিজস্ব ১৭০০ একর জমি রয়েছে, যা বন্দর গড়তে কেন্দ্রকে হস্তান্তর করা হবে। রাজ্যের এই বিকল্প প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। গত বুধবারই নবান্নে গৌতম আদানির পুত্র করণ আদানির সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি নয়া সমুদ্র বন্দর নিয়েও আলোচনা হয়েছে, যা রাজ্যে ফের বিপুল শিল্প বিনিয়োগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পূর্বতন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, গত ১৫ বছরে কেন্দ্রের একাধিক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে রাজ্যের সর্বনাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাজপুরে বন্দর গড়ার মতো পর্যাপ্ত জমি না থাকায় বাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়েছিল আদানিরা। বিগত সরকারের সেই অসহযোগিতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে এবার কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে জোর দিচ্ছে নতুন সরকার। কাজের গতি বাড়াতে রাজ্যে একটি পৃথক জাহাজ দপ্তর তৈরির চিন্তাভাবনাও চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, আগের সরকার কেন্দ্রের সাগরমালা-১ বয়কট করলেও, বর্তমান সরকার সাগরমালা-২ প্রকল্পে পূর্ণাঙ্গভাবে যুক্ত হতে চলেছে। এর জন্য পাঁচ বছরে ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা তৈরি করা হচ্ছে। এই টাকায় উপকূলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নয়ন এবং কাকদ্বীপ, নামখানা থেকে শুরু করে ওড়িশা সীমানা পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হবে। পাশাপাশি, দেশের ১৮তম ওয়াটার মেট্রো চালু হতে চলেছে কলকাতায়। অনুমোদন মিলেছে নতুন ৪১টি জেটি তৈরির। গঙ্গা ভাঙন রোধের পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে কেন্দ্র সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

অন্যদিকে, কলকাতা বন্দর এলাকায় চলা দীর্ঘদিনের বেআইনি সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ও মাফিয়া-রাজ পুরোপুরি শেষ করতে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুরসভা, পুলিশ, সিআইএসএফ এবং গোয়েন্দাদের নিয়ে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে। শহরের ঘাটগুলির ভোল বদলাতেও তৎপর প্রশাসন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের স্মৃতিবিজড়িত বাগবাজার, বাবুঘাট, মল্লিক ঘাট সহ একাধিক ঘাটের সৌন্দর্যায়নের কাজ আগামী দুর্গাপুজোর আগেই শেষ করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

*কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা।*

## সুরেন্দ্রনাথে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

**অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৪ জুন :** সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ঘটনায় বৃহস্পতিবার বর্ধমান থেকে অন্যতম মূল অভিযুক্ত পরিতোষ দত্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গভর্নিং বডির প্রাক্তন সদস্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। পরিতোষকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালত। কলেজের ইউনিয়ন রুমে উদ্ধার টাকার সঙ্গে অভিযুক্তের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের ঘরে মিলেছে ট্রলিভর্তি টাকার বান্ডিল ও আগ্নেয়াস্ত্র। কলেজের চারতলায় উঠলেই খোঁজ মিলছে এমন কিছু কক্ষের, যা দেখে বিলাসবহুল হোটেলও হিংসা করতে পারে।

তল্লাশির সময়ই খোলা হয় কয়েকটি তালাবদ্ধ ঘর। কলেজের চারতলার করিডরের দু’ধারে সারি দিয়ে তৈরি হয়েছিল ঘরগুলি। ঘরগুলিতে ছিল এসি, নরম গদি দেওয়া বিছানা, আলমারি, মাথার বালিস, ফলস সিলিং, আধুনিক শৌচালয়, ব্যক্তিগত আরামের যাবতীয় ব্যবস্থা। কলেজে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এখানে নাকি চলত বিশেষ ক্লাস। কোন বিষয়ের ক্লাস? কারা পড়াতেন? সেসবের উত্তর এখনও অধরা।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের চারতলা এখন গোটা রাজ্যের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। প্রাথমিক অভিযোগের তির ওই এলাকার তৃণমূল সাংসদ ও বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ঘাসফুল দলের নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে কানকাটা দেবু-সহ দুজনের দিকে। অন্যজন কলেজে জিনিসপত্র সরবরাহকারী পরিতোষ দত্ত। দেবুকে এখনও খুঁজছে পুলিশ। পরিতোষের থেকে দেবুর সম্পর্কে আরও তথ্য বার করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

# বিধাননগরের মেয়রেরও পদত্যাগ

**কলকাতা, ৪ জুন :** কলকাতা পুরসভার মেয়র পদে ফিরহাদ হাকিম (ববি)-এর ইস্তফা ঘিরে নাটক এখন চরমে। বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই নাটকের যবনিকা বৃহস্পতিবার দুপুরেও পড়েনি। এই নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই কলকাতার পাশের পুরসভা বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী এদিন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। পুর কমিশনারের দপ্তরে গিয়ে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে আসেন। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছেও পদত্যাগপত্রের একটি প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন তিনি।

বুধবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানিয়েছিলেন, কলকাতা পুরসভার নানা অচলাবস্থা ও প্রশাসনিক জটিলতার প্রেক্ষিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ‘সম্মানজনক প্রস্থান’-এর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দলনেত্রী সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। অথচ একই সময়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা, ববি নিজে নাকি পদ ছাড়তে আগ্রহী নন। বৃহস্পতিবার পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় জানিয়েছেন, ‘কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের নির্দেশমতো আগামী ১৯ জুন হবে পুর অধিবেশন।’ ফিরহাদের ইস্তফাপত্র তাঁর কাছে আসেনি বলে জানিয়েছেন মালা। অথচ তিনি যখন এসব বলছেন, তখন লালবাড়িতে নিজের ঘরেই ছিলেন ফিরহাদ। তিনি যদিও নিজের ইস্তফা নিয়ে মুখ খোলেননি। তবে তৃণমূল নেত্রীর বার্তার পর আর কতদিন নিজের গদিতে টিকে থাকতে পারেন ববি সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অপরদিকে, ২০১৯ সাল থেকে বিধাননগরের মেয়র পদে ছিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। আচমকা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বেশি ভাঙেননি। শুধু বলেন, ‘এটা আমার নিজস্ব মতামত। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সকলের কাছে যা ভালোবাসা

পেয়েছি তাতে আমি কৃতজ্ঞ। কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করব। বিধাননগরবাসীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ । আমি অনেক ছোট থেকে মানুষের কাজ করি।’ খানিকটা ফিরহাদ হাকিমের সুরে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। তারপর থেকেই কাউন্সিলাররা আসছেন না। স্বাভাবিক কারণেই পুরসভার কাজ থমকে গিয়েছে। বোর্ড মিটিং হচ্ছে না। বিধাননগরের নাগরিককে পরিষেবা দিতে পারছি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মায়ের সমান। কিন্তু মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না।’

## উধাও শওকত, বাড়িতে এনআইএ

**কলকাতা, ৪ জুন :** এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র নজরে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লা। ভাঙড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে বৃহস্পতিবার ভোরেই শওকতের জীবনতলার বাড়িতে পৌঁছোয় এনআইএ-র দল। গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায়। এদিন তাঁর বাড়ি, দলীয় অফিস, আত্মীয়র বাড়ি, ছেলের রেস্তোরাঁতেও তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। যদিও সকাল থেকেই বেপাত্তা শওকত। তাঁর ছেলেকে আটক করে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশিও চালায় এনআইএ। এই পরিস্থিতিতে শওকতের গ্রেপ্তারির আশঙ্কা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। এনআইএ-র আইনজীবী অরুণকুমার মাইতি বলেন, ‘আইন অনুযায়ী শওকতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।’ শেষপর্যন্ত এনআইএ-র জালে না এলে কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন তদন্তকারীরা।

এদিন কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের মোট চারটি জায়গায় হানা দেন তদন্তকারীরা। শেষপর্যন্ত অহিদুল সহ দু-জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এদিন বেশকিছু নমুনাও সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। যদিও খোঁজ পাওয়া যায়নি শওকতের।

## প্রথম শ্রেণির বন্দির মর্যাদা সুজিতকে

**কলকাতা, ৪ জুন :** ইডি’র আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে সংশোধনাগারে প্রথম শ্রেণির বন্দির মর্যাদা দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করল বিশেষ আদালত। পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে তিনি এখন জেলে বন্দি। বৃহস্পতিবার হেপাজতের মেয়াদ শেষে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন তিনি। তখনই সুজিতের আইনজীবীর তরফে গ্রেড ওয়ান প্রিজনারের মর্যাদা চাওয়া হয় বিচারকের কাছে। কিন্তু এই আবেদনের বিরোধিতা করে ইডি। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে ইতিমধ্যে তদন্তকারীদের হাতে বেশ কিছু নতুন তথ্য উঠে এসেছে। তা নিয়ে সুজিতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ দরকার বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। সুজিত প্রভাবশালী বলে দাবি করেন ইডি’র আইনজীবী। প্রথম শ্রেণির বন্দির মর্যাদা পাওয়ায় সুজিত এখন জেলে অ্যাটাচ বাথরুম সহ আলাদা সেলে থাকতে পারবেন। এছাড়া তিনি পাবেন পাখা, মশারি, খবরের কাগজ, বাড়ির খাবার পাওয়ার সুযোগ, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ ইত্যাদি। অন্য বন্দিরা ব্রাশের বদলে গুঁড়ো মাজন পান।

# মমতাকে রেজিনগর ছেড়ে দিতে চান হুমায়ুন

**কলকাতা, ৪ জুন :** একেই কী বলে ইতিহাসের নির্মম পরিহাস! একটা সময় যে নেত্রীর হাত মাথায় নিয়েই বিধানসভা কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন, আজ সেই মমতাকেই নিজের জেতা কেন্দ্র ছেড়ে দিতে চান হুমায়ুন কবীর। প্রাক্তন নেত্রীর প্রতি নওদার বিধায়কের কী এটা নিছকই সহানুভূতি! নাকি আসলে এই বক্তব্যের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে গভীর উপহাস।

দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নতুন দল গড়ার পর থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রণংদেহি মেজাজে দেখা গিয়েছে হুমায়ুন কবীরকে। কিন্তু তৃণমূল ভোটে হারতেই মমতাকে বিধানসভায় পাঠানোর জন্য বড় প্রস্তাব দিলেন হুমায়ুন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে যদি আসেন, আমি রেজিনগর আসন থেকে ওনাকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠাব।’ পাশাপাশি প্রাক্তন নেত্রীর বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিতেও ছাড়েননি হুমায়ুন। তাঁর দাবি, ‘নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ালে মমতা জিততে পারবেন না। কিন্তু উনি চাইলে রেজিনগর থেকে আমি ওনাকে বিধানসভায় পাঠাতে পারি।’ যদিও নিজে এই প্রস্তাব নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর কাছে যাবেন না বলেও সাফ জানিয়েছেন নওদার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক। তিনি জানিয়েছেন, ‘নেত্রীকে কিন্তু আমার কাছে আসতে হবে। আমি তাহলে রেজিনগর ওনার জন্য ছেড়ে দেব। ওনার কথা কেউ না শুনলেও, রেজিনগরে শেষ কথা হুমায়ুনই।’

হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে চর্চার অবকাশ নেই। কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি আবার তৃণমূলের ঘর ঘুরে গতবছর নতুন দল তৈরি করেন তিনি। নতুন দলের নাম দেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। নিজের পার্টির হয়েই গত বিধানসভা নির্বাচনে দুটি আসন থেকে লড়াই করেন হুমায়ুন। মমতা ও তৃণমূলকে রাজ্য থেকে উৎখাত করার ডাক দিয়ে নওদা ও রেজিনগর দুটি কেন্দ্রে লড়াই করেন তিনি। দল দাগ কাটতে ব্যর্থ হলেও নিজের দলের প্রতীকে দুটি আসন থেকেই জয়ী হন হুমায়ুন। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রীকে বড় প্রস্তাব দিলেন হুমায়ুন। এখন দলনেত্রী এই প্রস্তাবে কী সাড়া দেন, সেটাই এখন দেখার।

## গ্রেপ্তার

**কলকাতা, ৪ জুন :** পুলিশের জালে কলকাতা পুরসভার আরও এক কাউন্সিলার। শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে। তাঁর বিরুদ্ধে দুই বছর আগে পূর্ব পুঁটিয়ারির এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও মারধরের অভিযোগ রয়েছে।

# টলিপাড়ায় ডিম, ইটবৃষ্টি

**কলকাতা, ৪ জুন :** কলাকুশলীদের এক ছাতার তলায় এনে ব্যান কালচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস নেন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স কালচারাল কনফেডারেশনের আওতায় সকলকে যুক্ত করে ভেঙে দেওয়া হয় ফেডারেশন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালেই রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠল টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া। ফেডারেশনের দুইপক্ষের মধ্যে অশান্তি চরমে পৌঁছোয়। ফেডারেশনের মহম্মদ হাসান ও বাবাইকে পদ ছাড়তে বলেছিলেন বিধায়ক পাপিয়া। তার পরে এদিন টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে ফের বৈঠক ছিল ফেডারেশনের। সেখানেই অশান্তি চরমে ওঠে। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছোতে হয় পুলিশকে।

২৬ গিল্ডের পরিবর্তে ৪টি গিল্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলাকুশলীদের একাংশের দাবি, মাত্র কয়েকটি গিল্ড এত টেকনিসিয়ানের সমস্যা সামলাতে পারবে না। তাই এদিন প্রতিবাদ জানাতে হাজির হন কলাকুশলীরা। অভিযোগ, টেকনিসিয়ান স্টুডিও-তে তাঁদের জমায়েতে বাধা দেওয়া হলে ভরাট মাঠ এলাকায় যান তাঁরা। তখনই কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁদের লক্ষ্য করে ইট, ডিম ছুড়তে থাকে ও মারধর করে বলে অভিযোগ। হাসান ও বাবাইয়ের অনুগামীরা অশান্তি সৃষ্টি করে বলে দাবি কলাকুশলীদের একাংশের।

*ফেডারেশনের দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা। টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায়।*

অন্যদিকে, অপরপক্ষের অভিযোগ, যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা গিল্ডের সদস্যই নন। হামলা কে বা কারা করেছেন, তাঁরা স্বরূপ বিশ্বাস না পাপিয়া অধিকারীর অনুগামী তা নিয়েও এখনও ধন্দ বজায় রয়েছে। পাপিয়া অধিকারীর দাবি, ‘আমার নাম খারাপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সকলকে এক ছাতার তলায় আনার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চারটি ছাতার মাথার ওপরে কনফেডারেশন রয়েছে।’ যদিও ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি।

# সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

## মূলেই আঘাত

পশ্চিমবঙ্গের অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হয়ে যে ইতিহাসের পাতায় বিধৃত থাকবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই নির্বাচনে পনেরো বছরের তৃণমূল শাসনের পতন ঘটল। সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূল দল ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল।

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই তৃণমূলের অন্দরে যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল, তা ঘূর্ণিঝড় হয়ে প্রবল বিক্রমে আছড়ে পড়ল। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আশিজন তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে আটান্ন জন বিদ্রোহী হয়ে ঘোষণা করলেন, তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূল। বিদ্রোহী বিধায়করা অধ্যক্ষের কাছে বিরোধী দলনেতা হিসাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানালেন।

সেই দাবি অধ্যক্ষ অনুমোদন করার পর ঋতব্রত জানিয়ে দিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে থাকবেন। রাজনীতির এ এক নির্মম পরিহাস। যে ঘটনা এরাজ্যে ঘটল, অনেকে তার সঙ্গে মহারাষ্ট্রে মহাজোট সরকারের পতনের সাযুজ্য খুঁজে পাচ্ছেন। সেখানে উদ্ধব ঠাকরের পরিচালনাধীন শিবসেনা ভেঙে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন একনাথ শিন্ডে। অন্যদিকে, শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি ভেঙে বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অজিত পাওয়ার।

শিন্ডের শিবসেনা, অজিত পাওয়ারের এনসিপি এবং বিজেপি মহারাষ্ট্রে জোট সরকার গঠন করেছিল। এখানে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে সরকার গঠনের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে ফেলেছে। বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিরা জানিয়েছেন, তাঁরা বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এই ঘটনা একটি প্রশ্নকে উসকে দিয়েছে। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধরা কি রাজ্যকে প্রকৃত বিরোধীপক্ষ উপহার দেবেন নাকি নব্য তৃণমূলের আবির্ভাবে পরোক্ষে রাজ্য সরকার লাভবান হবে?

তৃণমূল দলে এই বিরাট ভাঙনের প্রধান উৎস দলের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। তৃণমূল নেত্রী দল পরিচালনায় নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতার পরিবর্তে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ায় দলের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিল। বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, নেত্রীর প্রশ্রয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল দল। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ যাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন, তাঁরা এতদিন কেন চুপ করে ছিলেন? তার প্রধান কারণ, এযাবৎকাল প্রায় সমস্ত নির্বাচনে তৃণমূল জয়লাভ করে এসেছে। তৃণমূলের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর দলের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ বিদ্রোহে পরিণত হল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে রাজ্যের শাসকদল বিরোধীদের মধ্যে একটি ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তৃণমূল দল কোনও বিশেষ আদর্শকে সামনে রেখে তৈরি হয়নি। এই দলের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আপন স্বার্থসিদ্ধি এবং ক্ষমতালাভের নিমিত্তে দুর্নীতির কানাগলিতে ঢুকতেও দ্বিধা করেননি।

দলের পরাজয়ে এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক শঙ্কিত আছেন। নির্বাচনের পর যেভাবে বিরোধী দলের বিভিন্ন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এমনকি পুরোনো মামলার ফাইল খোলা হচ্ছে, তাতে তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরে চূড়ান্ত অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। যেসব বিক্ষুব্ধ নেতা নিজেদের নব্য তৃণমূল বলে দাবি করছেন, তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন যে, মূল দলের সঙ্গে তাঁদের আর সম্পর্ক নেই।

অভিযুক্ত তৃণমূলি নেতারা যে নিজেদের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর রাখার চেষ্টা করতে চাইবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিপরীতে সরকারকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দায় বহন করতে হলে ওইসব অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু শাসক এবং বিরোধীপক্ষ যদি একসুরে কথা বলতে শুরু করে, তাহলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নব্য তৃণমূলিরা যদি প্রকৃত বিরোধীপক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তবেই গণতন্ত্রের ভিত্তিটি মজবুত হবে এবং রাজ্যের মঙ্গলসাধন সম্ভব হবে।

## অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

# ব্যর্থতায় আমলা বলি, নিরাপদ শিক্ষামন্ত্রী

নিট থেকে সিবিএসই— শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির দায় আমলাদের ঘাড়ে চাপিয়ে আরএসএস-ঘনিষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রীকে আড়াল করার যে রাজনৈতিক খেলা চলছে, তা বন্ধ করে এবার খোদ প্রধানমন্ত্রীর উচিত রাজধর্ম পালন করা।

**জয়জিৎ বণিক**



সাফল্যের দিনে ক্যামেরার ঝলকানির সামনে দাঁড়িয়ে যিনি কৃতিত্বের মালা গলায় পরেন, ব্যর্থতার অন্ধকারে তিনিই সুকৌশলে সরে গিয়ে দায়ভার চাপান অধস্তন আমলাদের ঘাড়ে। আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির এটাই সবচেয়ে রূঢ় সত্য। প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ এমন এক অদ্ভুত জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে রাজনৈতিক প্রভুদের গায়ে 'টেফলন'-এর অদৃশ্য আবরণ থাকে। কোনও কেলেঙ্কারির দাগ তাঁদের গায়ে লাগে না। সিস্টেমের কঙ্কালসার চেহারাটা বেআব্রু হলেই মানুষের ক্ষোভ নেভাতে তড়িঘড়ি কোনও আমলাকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হয়। মন্ত্রীরা ধোয়া তুলসীপাতা সেজে লম্বাচওড়া ভাষণ দেন, অথচ ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করার শিরদাঁড়া কারও নেই। শিক্ষামন্ত্রকে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এই নির্লজ্জ দায় এড়ানোর রাজনীতিরই সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে, তা স্বাধীন ভারতে নজিরবিহীন। প্রথমে নিট-এর প্রশ্নফাঁস এবং চূড়ান্ত অব্যবস্থায় লাখো মেধাবী পড়ুয়ার স্বপ্ন এক রাতেই চুরমার হল। মধ্যপ্রদেশের পরীক্ষার্থী আকাঙ্ক্ষার আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই ধুলোয় মিশে গেল তাঁর পরিবারের স্বপ্ন। নিট কেলেঙ্কারি ঘটল দু'-দু'বার, ইউজিসি-নেট বাতিল হল, নতুন শিক্ষানীতির একের পর এক ব্যর্থতা সামনে এল। সেই ক্ষতের রেশ কাটতে না কাটতেই সিবিএসই-র 'অন-স্ক্রিন মার্কিং' ব্যবস্থায় বড়সড়ো কেলেঙ্কারি। ডিজিটাল খাতা দেখায় টেন্ডারের অস্বচ্ছতা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ পড়ুয়া ও শিক্ষাবিদদের প্রবল চাপের মুখে মুখ বাঁচাতে সরকার সেই চেনা চিত্রনাট্যেরই আশ্রয় নিল। মঙ্গলবার রাতে কোপ পড়ল সিবিএসই-র চেয়ারম্যান রাহুল সিং এবং সচিব হিমাংশু গুপ্তের ঘাড়ে। শুধু সরানোই নয়, শাস্তিমূলক বদলি করে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হল।

সরকারের এই পদক্ষেপ দেখে আমজনতা হাততালি দিলেও, একটু গভীরে গেলেই সিস্টেমের ভণ্ডামিটা ধরা পড়বে। সিবিএসই-র চেয়ারম্যান বা সচিব মর্জিমাফিক আকাশ থেকে উড়ে এসে নীতি নির্ধারণ করেন না। কোটি কোটি টাকার এই টেন্ডার নিশ্চয়ই মন্ত্রকের নজর এড়িয়ে পাশ হয়নি! তাঁরা কাজ করেন শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে, যাঁর মাথায় বসে আছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট বা সিবিএসই-র মতো পাহাড়প্রমাণ কেলেঙ্কারিতে শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা যখন ধুলোয় মিশে যাচ্ছে, তখন বিভাগের ক্যাপ্টেনের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগছে না কেন? এত বড় দুর্নীতির পর মন্ত্রীর কি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? তিনি তো বলতে পারেন না, 'আমি কিছু জানতাম না!' যদি না জেনে থাকেন, তবে সেটাও তাঁর চরম অযোগ্যতা। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষামন্ত্রী মসৃণভাবে সমস্ত দায় সিস্টেমের ওপর চাপিয়ে সাধু সেজে রইলেন। তাঁর গদি টলল না, ঘাড় কাটা গেল শুধু দুই আমলার।

মোদি মন্ত্রীসভার অন্যতম অযোগ্য এবং ব্যর্থ মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কেন ছেঁটে ফেলা যাচ্ছে না? উত্তর লুকিয়ে আছে বিজেপির চরম রাজনৈতিক ধর্মসংকটে। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরানোটা এই মুহূর্তে বিজেপির কাছে সবচেয়ে বড় ফাঁদ। তাঁকে বরখাস্ত করলে আরএসএস ক্ষুব্ধ হবে, আর রেখে দিলে দেশের ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফুঁসবে। ধর্মেন্দ্র প্রধান কয়েক দশক ধরে আরএসএস-এর একনিষ্ঠ সদস্য। সংঘ পরিবারের সঙ্গে এই নাড়ির টানই আজ বিজেপির গলার কাঁটা। প্রকাশ্যে কেউ না বললেও এটাই রূঢ় বাস্তব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে বরখাস্ত করলে বিরোধীরা নৈতিক অক্সিজেন পেয়ে রাস্তায় নামবে। অন্যদিকে, মিডিয়া একে 'আরএসএস বনাম বিজেপি' সমীকরণ হিসেবে তুলে ধরবে, যা গেরুয়া শিবিরের জোড়া রক্তক্ষরণের কারণ হবে।



সিবিএসই কাণ্ডে প্রতিবাদ।



বিতর্কের কেন্দ্রে।। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

> সাফল্যের দিনে কৃতিত্বের মালা গলায় পরলেও, পাহাড়প্রমাণ কেলেঙ্কারির পর সুকৌশলে সমস্ত দায়ভার আমলাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন মন্ত্রীরা। সিবিএসই-র টেন্ডার দুর্নীতি বা নিট-এর প্রশ্নফাঁস— সব ক্ষেত্রেই শিক্ষামন্ত্রকের শীর্ষ আমলাদের বলির পাঁঠা করে গদি বাঁচাচ্ছেন রাজনৈতিক প্রভুরা। চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও কেবল আরএসএস-এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরাতে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের চেয়ে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ কখনোই বড় হতে পারে না, তাই আসল মাথাদের কাঠগড়ায় তোলা জরুরি।

কিন্তু রাজনীতির এই জটিল অঙ্কের মাশুল কেন গুনবে ছাত্রছাত্রীরা? দায় এড়ানোর এই সংস্কৃতি আমলাতন্ত্রকে ভেতর থেকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আমলারা প্রশাসনিক কাঠামোর মেরুদণ্ড হলেও, কাজ করেন নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে। মন্ত্রীদের চাপে ত্রুটিপূর্ণ নীতি কার্যকর করতে হয়, আর বেলুন ফাটলেই রাজনীতিকরা পাশ কাটিয়ে আমলাদের সামনে ঠেলে দেন। আধিকারিকরা জানেন, সৎভাবে কাজ করলে বদলি হতে হবে, আর নেতাদের বেআইনি কথায় সায় দিলে বিপদের দিনে তাঁদেরই বলির পাঁঠা হতে হবে।

এই রাজনৈতিক জট খোলার ক্ষমতা দল বা আরএসএস কারও নেই, আছে কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। আজ সময় এসেছে তাঁর কাছে সরাসরি প্রশ্ন রাখার— একদিকে কোটি কোটি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ আর অন্যদিকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের আরএসএস-আনুগত্য; আপনি কোনটি বেছে নেবেন? অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো আপনি নিজেও সংঘ পরিবারের সন্তান। কিন্তু আপনি কি সত্যিই চাইবেন, আরএসএস-এর ফসল হিসেবে এমন একজন কলঙ্কিত ও ব্যর্থ মন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাথায় বসে থাকুন?

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার চোখের জলের দাম কোনও দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের চেয়ে অনেক বড়। এটা ভারতের যুবসমাজের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। আমলাদের সাসপেন্ড করে সাময়িক ক্ষোভ ধামাচাপা দেওয়া যায়, কিন্তু পচে যাওয়া সিস্টেম সারে না। ছাত্রছাত্রীদের চোখের জল আর ভবিষ্যতের দায় শুধু আমলাদের নয়, সমানভাবে বর্তায় ওই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকা মন্ত্রীদের ওপর। এবার আসল মাথাগুলোকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সময় এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সামনে এখন একটাই পথ খোলা— রাজধর্ম পালন করা।

*(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)*

## আজ

**১৯৫২**



চলচ্চিত্র প্রযোজক মুকেশ ভাটের জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৭৬**



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী রম্ভা।

## আলোচিত



বাংলার রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিরোধী রাজনীতির মুখ হিসেবে তাঁর বিধানসভায় থাকা উচিত। নন্দীগ্রামে তাঁর জয়ী হওয়া কঠিন। নেত্রী আমার কাছে এলে আমি রেজিনগর থেকে ওঁকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠাব।

- হুমায়ুন কবীর

## ভাইরাল/১



ধরমশালায় এক বিদেশি পর্যটকের তাণ্ডব। ওই পর্যটক হঠাৎ করে এক বাজারে ঢুকে পড়েন। রাস্তার ধারে বিক্রেতাদের থেকে ফল ও সবজি ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলেন, ভাঙচুরও চালান। এক মহিলা পুলিশকর্মীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। ওই পর্যটককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

## ভাইরাল/২



সাইকেল, বাইক বা হেঁটে নয়, ছাগলের পিঠে চেপে স্কুলযাত্রা। সম্প্রতি মেঘালয়ের গারো হিলসের একরত্তি স্কুল পড়ুয়ার কাণ্ড দেখে অবাক নেটদুনিয়া। ছাগলটি কোনও আপত্তি না জানিয়ে ওই পড়ুয়াকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

## জনমন জনমত

### পরিবেশ দূষণ করে আমরাই রোপণ করেছি অকাল অবক্ষয়ের বীজ

আজ বড় দুঃসময়, নগরায়ণে বিন্দ আমাদের যাপনে এক ঘোরতর দুর্যোগের আভাস। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব, ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ' - কবিগুরুর এই আক্ষেপ যেন আজ আরও তীব্র হয়ে বাজছে পৃথিবীজুড়ে। আমাদের অসচেতনতায় জীবধাত্রী প্রকৃতি মায়ের কোলে আর নেই জীবনের সুনিশ্চিত আশ্বাস-বায়ুমণ্ডলে নেই বিশুদ্ধতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে বিবর্তিত সভ্যতায় মনের খিদে মেটাতে গিয়ে পরিবেশ দূষণের মধ্যে দিয়ে আমরাই রোপণ করেছি অকাল অবক্ষয়ের বীজ। পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদের আসল ভাণ্ডার ভূমিরূপ, জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ, জলসম্পদ ও প্রাণীসম্পদ-আমাদের ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মানবসভ্যতার সংকট আজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বাতাসজুড়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত বাড়বাড়ন্ত। পৃথিবীর সঞ্চিত জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত দহনের ফলে অতিরিক্ত কার্বন উদ্গিরণ হচ্ছে, যার ফলে আগামীতে পৃথিবীর বুকে ডেকে আনবে এক ভয়ংকর বিপর্যয়- সে চূড়ান্ত খরাই হোক বা মহাপ্লাবন। পরিবেশে অবিরত অক্সিজেন সরবরাহকারী গাছেদের নির্বিচারে ধ্বংস করায় আমাদের অস্তিত্ব আজ প্রশ্নের মুখে, এর সঙ্গে আরও রয়েছে জল দূষণ ও শব্দ দূষণ। তাই সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, গ্রেটা থুনবার্গের মতো তারুণ্যের তেজকে সঙ্গী করে সব ভোগবাদী আগুন নিভিয়ে মনুষ্যত্বের উত্তরণে পৃথিবীকে নতুন প্রত্যাশায় সাজাতে হবে। শুধুমাত্র ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে নয়, সারাবছর লাগাতার কর্মসূচি ও শুভবুদ্ধির ব্যবহারেই আমরা বাঁচব- বাঁচবে আমাদের প্রজন্ম।

**শৌমিক চক্রবর্তী, সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি।**

### দায়িত্ব আমাদের সবার

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতি বছর এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই অমোঘ সত্য- প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে আজ আমাদের চারপাশের পরিবেশ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। এই অবস্থায় পরিবেশ রক্ষায় বিশাল কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বরং শুরুটা হতে পারে নিজের ঘর ও আঙিনা থেকেই। যেমন, দৈনন্দিন জীবনে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাপড়ের থালা বা চটের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন।

বাড়ির আশপাশে বা ছাদে খালি জায়গায় বেশি করে গাছ লাগান এবং পরিচর্যা করুন। ব্যবহারের পর জলের কল বন্ধ রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করুন। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করুন এবং নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলুন। সর্বোপরি, পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য।

**কিরণ মজুমদার (সিন্টু)**
**১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।**

# উন্নয়ন বনাম উত্তরবঙ্গের বিপন্ন পরিবেশ

উত্তরাখণ্ড পেরেছে, আমাদের ঘরের কাছে সিকিমও পথ দেখিয়েছে। পরিবেশকে ঠিক রেখে পথ চলা আমাদেরও জরুরি।

**সুদীপ্তা সরকার**



৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই বিশেষ দিনটিতেও শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের মতো ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকায় নজর রাখলে এক গভীর নাগরিক উদাসীনতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাস্তাঘাটে কিংবা নর্দমার মুখে শিশুদের প্লাস্টিকের বোতল বা চিপসের প্যাকেট ছুড়ে ফেলার ক্ষতিকর অভ্যাস এবং অভিভাবকদের তাতে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকা আজ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 'নগর নিয়ে অরণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার' বাৎসরিক ও চটকদার কাব্যিক স্লোগানগুলো কেবল দিবসভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। আমাদের এই মজ্জাগত নাগরিক জড়তা ও উদাসীনতার মানসিকতাই সামগ্রিক পরিবেশকে ক্রমশ এক অতি বিপন্ন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আজ জনবহুল লোকালয়ে হাতির আনাগোনা কিংবা চিতাবাঘের হানাদারি আদতে কোনও আকস্মিক আক্রমণ নয়, বরং চিরচেনা বাসস্থান হারিয়ে ওদের অস্তিত্ব সংকটেরই এক চরম সামাজিক বহিঃপ্রকাশ। পাহাড় সংলগ্ন এই শহরের উপকণ্ঠে নদীচর বা বনাঞ্চলগুলো এখন প্লাস্টিক বোতল ও থার্মোকলের আবর্জনার দূষণে মারাত্মকভাবে জর্জরিত। পর্যটনের প্রসারে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক আধুনিকতা বাড়লেও, শীতকালীন পিকনিকের নামে বনাঞ্চলের যাবতীয় সরকারি নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে উচ্চ ডেসিবেলের ডিজে-উল্লাস বন্যপ্রাণীদের ক্রমাগত সন্ত্রস্ত করে তুলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই উল্লাসের ছবি ছড়ালেও কমেনি এই বেপরোয়া বর্জ্য ফেলা, যা গাছের শিকড় নষ্টের পাশাপাশি নদীর স্বাভাবিক গতিকেও রুদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত।

আঞ্চলিক উন্নয়নের অনিবার্য ধাক্কায় ফোর লেন বা সিক্স লেন রাস্তার দু'পাশজুড়ে যে ব্যাপক ও লাগামহীন বৃক্ষচ্ছেদন চলছে, তা উত্তরবঙ্গের সবুজ ও চিরচেনা স্নিগ্ধ আবহাওয়াকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। একসময় যে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এবং বালিমাটির আধিক্যের কারণে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে আইনি নিয়ন্ত্রণ ছিল, আজ সেখানে আকাশছোঁয়া ইমারতের অনিয়ন্ত্রণযোগ্য দাপট সুদূরপ্রসারী পরিবেশগত বিপদের পথ তৈরি করছে। প্রকৃতির ভারসাম্য খতিয়ে না দেখে কেবল আধুনিক কংক্রিটের পরিকাঠামো নির্মাণ কোনও সুস্থ বা দূরদর্শী নগরায়ণের লক্ষণ হতে পারে না। এই দৃশ্যত রূপান্তর আজন্ম এই শহরের বাসিন্দাদের মনে তীব্র পীড়া দেয়।



জলপাইগুড়িতে করলার দূষণ। -ফাইল চিত্র

অবশ্যই উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে ও কর্মসংস্থান বাড়বে, কিন্তু দেশের অন্যান্য রাজ্যের সফল মডেলগুলো থেকে আমাদের জরুরি শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। যেমন, প্লাস্টিক বর্জন ও পরিবেশবান্ধব অর্গানিক নীতি মেনে প্রতিবেশী সিকিম আজ পথপ্রদর্শক, আবার সঠিক নাগরিক সচেতনতা ও পুর-সদিচ্ছায় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর টানা ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহরের তকমা ধরে রেখেছে। বন্যপ্রাণের সুরক্ষায় উত্তরাখণ্ডের 'ইকো-ব্রিজ' তৈরির মডেলটিও আমাদের এই করিডরে অনুকরণীয় হতে পারে। যৌথ সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক রূপরেখা থাকলে যদি লন্ডনের টেমস নদীকে আগের তুলনায় অনেকটাই দূষণমুক্ত করা সম্ভব হয়, তবে 'তিস্তা বাঁচাও' আন্দোলনের মতো লড়াকু উদ্যোগের হাত ধরে আমাদের ঘরের নদীগুলোকেও বাঁচানো নিশ্চিতভাবেই সম্ভব।

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা ঠিক কেমন রিক্ত নগরজীবন বা কেমন পৃথিবী রেখে যাচ্ছি, আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মঞ্চে সেই মৌলিক আত্মানুসন্ধানের প্রশ্নটি করার সময় এসেছে। পরিবেশ সুরক্ষার বুনিয়াদি পাঠ কেবল বড় বড় সেমিনার বা প্রচারপত্রের মোড়কে সীমাবদ্ধ না রেখে, একদম ছোটবেলা থেকেই প্রতিটি পরিবারের অন্দরে শুরু করা অত্যন্ত জরুরি। শৈশব থেকেই যদি ঘরের শিশুদের নিজের নদী, গাছপালা ও অবোলা বন্যপ্রাণের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার বাস্তব শিক্ষা দেওয়া যায়, তবেই এই মানসিক ও সামাজিক অবক্ষয় দূর হবে। উন্নয়ন এবং প্রকৃতির চিরন্তন ভারসাম্যকে সমান মর্যাদা দিয়ে এক দায়িত্বশীল নাগরিক সমাজ গড়ে তোলাই হোক আজকের দিনে আমাদের একমাত্র অঙ্গীকার।

*(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৬৩



**পাশাপাশি :** ১। ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে ৩। প্রেম ভালোবাসার দেবী ৫। যে ব্যক্তির উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম ৬। ছোট পতঙ্গ ৮। দামামা জাতীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ১০। বড় পুকুর বা জলাশয় ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। বয়সে বড় দিদি ১৫। ছয় ঋতুর অন্যতম ১৬। ডিম্বাকৃতি বল হাতে নিয়ে খেলা।

**উপর-নীচ :** ১। গণ্যমান্য নম, একেবারে সামান্য ব্যক্তি ২। ঘরের দেওয়ালে স্যাঁতলা পড়া ৪। রগচটা বা উগ্র মেজাজ ৭। মেখলা, কোমরবন্ধ বা কটিভূষণ ৯। প্রশয় বা আশকারা দেওয়া ১০। ভারতীয় রাগ সংগীতের তারবাদ্য ১১। কলেরা রোগের দেবী ওলাই চণ্ডী ১৩। প্রাচীন রাজ্য যার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী।

**সমাধান ■ ৪৪৬২**

**পাশাপাশি :** ১। উপেক্ষা ৩। ভাদ্রবধূ ৪। লিটার ৫। মুখচোরা ৭। হজ ১০। লঘু ১২। অমর্যাদা ১৪। গান্ধার ১৫। অনাবাদি ১৬। কাকলি।

**উপর-নীচ :** ১। উৎসাহ ২। ক্ষালিত ৩। ভারমুক্ত ৬। চোয়াল ৮। জখম ৯। গাদাগাদি ১১। ঘুলঘুলি ১৩। করকা।

## বিন্দুবিসর্গ




সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# নীতি আয়োগের ফোকাসে উত্তরবঙ্গ

**নবনীতা মণ্ডল**

## শিক্ষা হাব, এইমস ও কর্মসংস্থানে নজর

এআই।

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** দীর্ঘদিন ধরে চলা বঞ্চনা, চরম অবহেলা আর গালভরা প্রতিশ্রুতির রাজনীতি থেকে এবার পাকাপাকিভাবে মুক্তি পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই দিল্লিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই এবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান এবং আদিবাসী উন্নয়ন— এই পাঁচটি মূল স্তম্ভকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের জন্য এক মেগা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে নীতি আয়োগ।

আগামী ১১ জুন নীতি আয়োগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই বৈঠকের আগেই বাংলার জন্য তৈরি হওয়া এই উন্নয়ন-পরিকল্পনা ঘিরে প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই পরিকল্পনার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, বর্তমানে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ী এবং পূর্ণকালীন সদস্য ডঃ গোবর্ধন দাস— দু'জনেই বাঙালি। ফলে বাংলার নাড়িনক্ষত্র এবং বাস্তব পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে।

নীতি আয়োগের এই মেগা-প্ল্যানে সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে একটি বৃহৎ 'এডুকেশন অ্যান্ড ইনোভেশন হাব' বা শিক্ষা নগরী তৈরি। একই ক্যাম্পাসে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, বিশ্বমানের গবেষণাগার এবং অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। একই ধরনের হাব হবে দক্ষিণবঙ্গেও। ডঃ গোবর্ধন দাসের আক্ষেপ, একসময় গোটা দেশকে পথ দেখানো বাংলার মেধাবী ছেলেমেয়েরা এখন উন্নত শিক্ষা ও কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হন। এই ব্রেন-ড্রেন রুখতেই বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার ওপর জোর দিচ্ছে নীতি আয়োগ।

তবে শুধু শিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতেও অভাবনীয় বদল আসতে চলেছে। আগামী বছর থেকেই উত্তরবঙ্গে একটি নতুন এইমস প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে নীতি আয়োগ। পাশাপাশি, প্রান্তিক স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মজবুত করতে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক, ব্লক এবং জেলা হাসপাতালকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক ছাতার তলায় আনার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছে। লক্ষ্য একটাই— প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা এবং জরুরি চিকিৎসাকে আরও আধুনিক করা।

এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কৃষিজ সম্পদ— যেমন আনারস, টমেটো ও চা-কে হাতিয়ার করে বড় আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার এবং স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়েও ১১ জুনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবে নীতি আয়োগ। সব মিলিয়ে, রাজ্য-রাজনীতিতে চিরকাল 'ব্রাত্য' থেকে যাওয়া উত্তরবঙ্গ এবার উন্নয়নের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে।

বৃষ্টিদিনে... বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

# নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা, কেন্দ্রকে তির মমতা-রাহুলের

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** নিট এবং সিবিএসই পরীক্ষা নিয়ে মোদি সরকারের গলায় প্রতিনিয়ত যেন কাঁটা ফুটছে। এবার মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জের বাসিন্দা আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী নামে এক নিট পরীক্ষার্থীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রকে একযোগে নিশানা করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী রাহুল গান্ধি এবং আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও কোচিংয়ের জন্য নাগপুরে থাকত আকাঙ্ক্ষা। সেখানে তার বাবা রাঁধুনির কাজ করতেন। সম্প্রতি গলায় ফাঁস দিয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করে ওই নিট পরীক্ষার্থী। নিজের মৃত্যুর জন্য নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসকেই দায়ী করেছে ওই ছাত্রী। জানাজানি হতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ, 'এটা কোনও বিচ্ছিন্ন মমান্তিক ঘটনা নয়। বিজেপির অধীনে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে, এটা তারই প্রতিফলন।

সামনেই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। তাতে একজোট হওয়ার আগে পড়ুয়া আত্মহত্যা ইস্যুতে মমতার সুরে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন রাহুলও। কংগ্রেস নেতার তোপ, 'প্রধানমন্ত্রী গত ১২ বছরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরো ধ্বংস করে ফেলেছেন। তারই মূল্য চোকাচ্ছে তরুণদের একটা গোটা প্রজন্ম।'

> **প্রধানমন্ত্রী গত ১২ বছরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরো ধ্বংস করে ফেলেছেন। তারই মূল্য চোকাচ্ছে তরুণদের একটা গোটা প্রজন্ম।**
> রাহুল গান্ধি

কেন্দ্রের চরম গাফিলতির দিকে আঙুল তোলার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকেও নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা।

যে সুইসাইড নোটটি উদ্ধার হয়েছে তাতে লেখা রয়েছে 'সরি, মা-বাবা। তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের মেয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু আমার আর নতুন করে নিট দেওয়ার সাহস নেই।'

## বর্ষা ঢুকল কেরলে

**তিরুবনন্তপুরম ও নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** বেটার লেট দ্যান নেভার! দেরিতে হলেও তপ্ত গরমে স্বস্তির বার্তা দিয়ে অবশেষে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) কেরলে বর্ষার আনুষ্ঠানিক আগমনের কথা ঘোষণা করেছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ১ জুন বর্ষা ঢোকার কথা থাকলেও এবার তা তিনদিন দেরিতে এল।

মৌসম ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'প্রয়োজনীয় সমস্ত আবহাওয়াগত শর্ত পূরণ হওয়ায় আজ ৪ জুন ২০২৬ কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছে।' কেরলের আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম ও এর্নাকুলাম জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতায় বর্তমানে 'কমলা সতর্কতা' জারি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে বর্ষা এগিয়ে যাওয়ার জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত অনুকূল। সাধারণত এই পথ ধরেই বর্ষা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও ক্রমে পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার আগমনের ঠিক দিনক্ষণ নিয়ে এখনও নিশ্চিত কোনও পূর্বাভাস দেয়নি হাওয়া অফিস। মৌসুমি বায়ুর গতিপ্রকৃতির ওপর এখন কড়া নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা।

## বিহারে হাসপাতালে আগুন, মৃত ৫

**পাটনা, ৪ জুন :** দিল্লির হোটেলের পর বিহারের হাসপাতাল। আইসিইউয়ে আগুন লেগে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ৫ জনের। অভিযোগ, আগুন লাগতেই মুমূর্ষু রোগীদের ফেলে চম্পট দেন চিকিৎসক ও কর্মীরা।

বৃহস্পতিবার ভোর ৩টে নাগাদ মুজফফরপুরের ব্রহ্মপুর এলাকায় প্রসাদ হাসপাতালের পাঁচতলায় আইসিইউ-তে আগুন লাগে। দ্রুত কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। দমকল পৌঁছোনোর আগেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দমকল আধিকারিক নিবাস পান্ডে জানান, 'উদ্ধারকাজে পৌঁছোলে দেখা যায় অধিকাংশ হাসপাতাল-কর্মী পালিয়ে গিয়েছেন।' রোগীদের পরিজনদের অভিযোগ, সংকটের সময় কোনও ডাক্তার বা নার্সকে পাশে পাওয়া যায়নি। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়েই অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, মনিটর বা অক্সিজেন ইউনিটে শর্টসার্কিট থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।

জেলাশাসক সুব্রতকুমার সেন জানান, 'প্রাথমিকভাবে ৫ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে সরানো হয়েছে।' বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত মমান্তিক' বলে শোকপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের দেহ বের করা হচ্ছে হাসপাতাল থেকে। বৃহস্পতিবার মুজফফরপুরে।

## মৃত্যুদণ্ড বহাল

**ইসলামাবাদ, ৪ জুন :** তিন সন্তানের সামনে এক ফরাসি পর্যটককে গণধর্ষণের অভিযোগে দুই পাক নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেয় নিম্ন আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আবেদন করেছিল দুই দোষী। বুধবার হাইকোর্ট তাদের আবেদন নাকচ করেছে। ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে ২০২০-র ৯ সেপ্টেম্বর। মহিলা ফ্রান্স থেকে সন্তানদের নিয়ে পাকিস্তানে এসেছিলেন। মোটরে চড়ে লাহোর থেকে গুজরানওয়ালা যাওয়ার পথে গাড়ির জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় আটকে পড়েন। সেইসময় নারকীয় অত্যাচার হয় তাঁর ওপর।

# আইন মেনেই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত স্পিকার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** 'নব্য তৃণমূল' নামে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিচারে দলের রাশ হাতে নিয়ে স্পিকার রথীন্দ্র বসুর সিলমোহরে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ২৪ ঘণ্টার পর বৃহস্পতিবার দিল্লির বঙ্গভবনে বসে স্পিকার জানালেন, সমস্ত সাংবিধানিক ও আইনি প্রক্রিয়া মেনেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে রয়েছে ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন।

তৃণমূলের সই-কাণ্ডের পদার্ফাঁস করে রাতারাতি সাসপেন্ড হয়েছিলেন দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে ঋতব্রতকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু তৃণমূলের সেই 'দাদাগিরি' বা তাড়াহুড়োকে উড়িয়ে দিলেন স্পিকার। তৃণমূলের সংবিধান মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'দল থেকে বহিষ্কার করার আগে শোকজ করতে হয়, বিধায়কদের সময় দিতে হয়। একদিনে দুম করে কাউকে বহিষ্কার করা যায় না। আগের দেওয়া চিঠিতে ত্রুটি ছিল, দলের সংবিধান অনুযায়ী ওই বহিষ্কারের চিঠি বৈধই নয়।' স্পিকার আরও জানান, এর আগে তৃণমূলের পাঠানো চিঠিতে স্বাক্ষর নিয়েও সমস্যা ছিল, যার তদন্তভার ইতিমধ্যেই সিআইডিকে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, দেশের রাজধানীতে বসে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও অর্জুন রাম মেঘওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে স্পিকারের এই কড়া অবস্থান কি কেন্দ্র-রাজ্য সমীকরণের নতুন কোনও রাজনৈতিক ইঙ্গিত? তা নিয়ে আপাতত তোলপাড় রাজনৈতিক মহল।

> **দল থেকে বহিষ্কার করার আগে শোকজ করতে হয়, বিধায়কদের সময় দিতে হয়। একদিনে দুম করে কাউকে বহিষ্কার করা যায় না।**
> রথীন্দ্র বসু, স্পিকার

রাজনৈতিক এই ড্রামার মাঝেই রাজ্যের আইনসভার আধুনিকীকরণ নিয়ে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন স্পিকার। দেশের আরও ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকেও আগামী ১০০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। 'ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন' (নেভা) প্রকল্পের এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

স্পিকার জানান, কেন্দ্র সরকারের 'ওয়ান নেশন, ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন' ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হলে বিধানসভায় আর কাগজ-কলমের কোনও বালাই থাকবে না। প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিল, সরকারি নথিপত্র, সবই চলবে ডিজিটাল মাধ্যমে।

## শিকে ছিঁড়ল কংগ্রেসের

**চেন্নাই, ৪ জুন :** তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের পাশে থেকে সরকার গড়ার পুরস্কার পেল কংগ্রেস। আসন্ন রাজ্যসভা ভোটে তামিলনাড়ুর একমাত্র আসনটি বন্ধু দল কংগ্রেসকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজয়ের দল টিভিকে। প্রথমবার সংসদের উচ্চকক্ষে খাতা খোলার সুযোগ পেয়েও বিজয় যেভাবে তা কংগ্রেসের হাতে তুলে দিয়েছে, তাকে জোটধর্মের অন্যতম সেরা উদাহরণ বলেই অনেকে মনে করছেন।

কংগ্রেস সূত্রে খবর, ওই আসনটিতে দলের অন্যতম রণকৌশলী প্রবীণ চক্রবর্তীকে প্রার্থী করা হতে পারে। ১৮ জুন রাজ্যসভা ভোট। টিভিকের সিদ্ধান্তে খুশি কংগ্রেস নেতৃত্বও। বিজয়ের কারণে প্রায় ৬ দশক পর রাজ্যে মন্ত্রী পেয়েছে কংগ্রেস। তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের ইন-চার্জ গিরীশ চোড়াঙ্কর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরই রাজ্যসভার আসন ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এআইএডিএমকে নেতা সিভি শন্মুগম বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ায় রাজ্যসভার আসনটি ছেড়ে দেন। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। এদিকে কর্ণাটকে খালি হওয়া ৪টির মধ্যে একটি আসনে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রদেশ সভানেত্রী ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডিকে প্রার্থী করা হতে পারে বলে খবর মিলেছে।

## নিষ্ঠুর ডাক্তার

**লখনউ, ৪ জুন :** চিকিৎসা পেশার নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার এক কিশোরীর ভাঙা পা জোড়া লাগিয়ে তা ফের ভেঙে দিলেন। অভিযোগ, নাবালিকার মা চিকিৎসককে তাঁর দাবি মতো ঘুষ দিতে পারেননি। কিছু টাকা দেন। দাবি না মেটায় চেক আপের নামে কিশোরীকে ডেকে আনেন ডাক্তার। জোড়া লাগা পা মুচড়িয়ে ভেঙে দেন। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের ঘটনা। সরকারি ডাক্তার ২৫ হাজার টাকা ঘুষ চান। পেয়েছিলেন আট হাজার টাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে যোগী রাজ্যে। অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে।

# ট্রাম্পের যুদ্ধ জিগিরে রাশ আইনসভার

**ওয়াশিংটন, ৪ জুন :** পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক অভিযানের প্রশ্নে বড় ধাক্কা খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষমতা খর্ব করতে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাশ হল। যেখানে অবিলম্বে ইরান থেকে বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি গ্রেগরি মিক্সের উত্থাপিত এই প্রস্তাবের পক্ষে ২১৫টি এবং বিপক্ষে ২০৮টি ভোট পড়ে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের নিজস্ব দল রিপাবলিকান পার্টির চার সদস্য—টমাস ম্যাসি, ব্রায়ান ফিজ্‌প্যাট্রিক, টম ব্যারেট এবং ওয়ারেন ডেভিডসন ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করেন। ডেমোক্র্যাটদের দাবি, গত তিন মাস ধরে চলা এই যুদ্ধ অসাংবিধানিক ও বেআইনি। হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির ডেমোক্র্যাটরা এক বার্তায় জানান, 'এটা ট্রাম্পের প্রতি মার্কিন জনগণের একটি জোরালো ও দ্ব্যর্থহীন বার্তা : ইরানের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত এবং অবৈধ যুদ্ধ বন্ধ করার সময় এসেছে।'

চাপের মুখে ট্রাম্পও সুর নরম করে সম্প্রতি জানিয়েছেন, 'সামরিক বিজয়ের চেয়ে ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করা বেশি ভালো।' নিম্নকক্ষে পাশ হলেও সেনেটে প্রস্তাবটি পাশ করানো এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এই ভোটাভুটি ট্রাম্পের জন্য বড় রাজনৈতিক পরাজয় হিসাবেই গণ্য হচ্ছে।

## রাজি লেবানন, ইজরায়েল

**ওয়াশিংটন, ৪ জুন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অবশেষে রফাসূত্র মিলল। শতাধীনে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হল লেবানন ও ইজরায়েল। গত দু'দিন ধরে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে। বুধবার ওয়াশিংটনে মার্কিন বিদেশমন্ত্রক থেকে যৌথ বিবৃতি জারি করে বলা হয়, ইজরায়েল আপাতত লেবাননে হামলা চালাবে না। তার পালটা হিসেবে হিজবুল্লাকেও হামলা পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে। লিটানি নদী ও তার সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত কার্যকলাপ গুটিয়ে ফেলতে হবে হিজবুল্লাকে। দু'টি দেশই দ্রুত কিছু পাইলট জোন বা পরীক্ষামূলক এলাকা তৈরিতে রাজি হয়েছে, যেখানে কোনও সশস্ত্র গোষ্ঠী থাকবে না। থাকবে শুধু সরকারি সেনাবাহিনী। অন্যদিকে, আমেরিকা লেবাননকে সররকমের সহযোগিতা দেবে। ইজরায়েল কিন্তু জোর দিয়েছে হিজবুল্লাকে নিরস্ত্র করার ওপর।

# বেঙ্গালুরুর গয়না সংস্থার ১৫ লক্ষ কোটির জালিয়াতি!

**মুম্বই, ৪ জুন :** দেশের কর্পোরেট ইতিহাসে হয়তো অন্যতম বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির হদিস পেল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)। বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থা রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড (আরইএল)-এর ব্যালেন্স শিটে প্রায় ১৫.১৫ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল রাজস্ব গরমিলের বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এনেছে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত মার্চ মাসে এক শেয়ারহোল্ডারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেই এই পাহাড়প্রমাণ কারচুপির পর্দাফাঁস করেছে সেবি। অভিযোগ, ২০২১ থেকে ২০২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে নিজেদের মোট রাজস্ব ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়েছে এই সংস্থা।

এই বিপুল জালিয়াতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুইজারল্যান্ডে থাকা সংস্থার স্বর্ণ শোধনাগার শাখা 'ভালকাম্বি এসএ'। সুইস আইন অনুযায়ী অডিট হওয়া ভালকাম্বির নিজস্ব আর্থিক রিপোর্টে আয়ের উৎস হিসেবে শুধুমাত্র প্রসেসিং ফি বা

## শেয়ার বাজারে নিষিদ্ধ করল সেবি

প্রক্রিয়াকরণ মাশুলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে ভালকাম্বির নিজস্ব আয় ছিল মাত্র ৫৪৩ কোটি টাকা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, রাজেশ এক্সপোর্টস তাদের ওই একই বছরের মোট আয়ের হিসেব দাখিল করার সময় দেখিয়েছিল ২.৮১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি!

সেবির দাবি, বিদেশি সংস্থার থার্ড-পার্টি সোনা লেনদেনের মোট অঙ্কটাই নিজেদের খাতায় আয় হিসেবে দেখিয়েছে আরইএল। বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, এই বিপুল আয়ের স্বপক্ষে মূল সংস্থার নিজস্ব কোনও উপযুক্ত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ মেলেনি, যা বাণিজ্যিকভাবে সম্পূর্ণ অবাস্তব।

তদন্তকারীদের আরও অভিযোগ, আয়ের এত বড় অঙ্কের সপক্ষে ন্যূনতম কোনও লেনদেনের নথি বা গ্রাহকদের বিবরণই দাখিল করতে পারেনি সংস্থাটি। এমনকী আফ্রিকার সোনার খনিতে ১,০৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের দাবির সপক্ষেও কোনও প্রমাণ মেলেনি। উল্টে কোম্পানির হিসেবনিকেশের সিস্টেমে তদন্তকারীদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই নজিরবিহীন অস্বচ্ছতার কারণে গত ৩ জুন একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশে রাজেশ এক্সপোর্টস এবং তার প্রোমোটার রাজেশ মেহতাকে শেয়ার বাজার থেকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে সেবি। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফরেন্সিক অডিটের। যদিও সংস্থার কর্ণধার রাজেশ মেহতার সাফাই, সেবি আয়ের এই হিসেব বুঝতে ভুল করেছে এবং গোটা বিষয়টি নিছকই একটি 'কমিউনিকেশন গ্যাপ'।

# দিল্লিতে 'হিরো' আফজল-ওয়াসিমরা

## হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে মালিক গ্রেপ্তার

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** দক্ষিণ দিল্লির মালব্যনগরে হোটেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২১ জনের প্রাণহানি ঘটলেও স্থানীয়দের অসীম সাহসিকতায় রক্ষা পেলেন বহু আবাসিক। অকুতোভয় সাধারণ মানুষের তৎপরতায় আরও বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

বুধবার সকালে হৌজ রানির 'ফ্লারিশ স্টেজ' বি অ্যান্ড বি হোটেলে আগুন লাগলে শুরু হয় বাঁচার লড়াই। ধোঁয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতিতে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিতে উদ্যত অসহায়দের বাঁচাতে দেবদূতের মতো এগিয়ে আসেন স্থানীয় গদি ব্যবসায়ী রিয়াজউদ্দিন মনসুরি ও তাঁর ছেলে আরমান। ব্যবসার ক্ষতির তোয়াক্কা না করে প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০-২২টি নতুন গদি ও কম্বল তাঁরা রাস্তার ওপর বিছিয়ে দেন। স্থানীয় যুবক মহম্মদ আফজলের কথায়, 'আগুন দেখে আমরা দ্রুত পাশের দোকান থেকে গদি এনে নীচে বিছিয়ে দিই। অনেকেই সেখানে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন।' শুধু তা-ই নয়, ম্যাক্স হাসপাতালের কর্মী ওয়াসিম রাজা ও স্থানীয় যুবকরা ধোঁয়ায় অচেতন পর্যটকদের সিপিআর (আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার পদ্ধতি) দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন। নিজের কর্তব্য পালন প্রসঙ্গে রিয়াজউদ্দিন পরে জানান, 'বিপদের সময় অন্য কিছু মনে থাকে না। আমাদের মানবিক দায়িত্ব ছিল বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচানো।'

শর্টসার্কিট থেকেই হোটেলে বিধ্বংসী আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে তদন্তে উঠে এসেছে আরও একাধিক চাঞ্চল্যকর গাফিলতির তথ্যও। হোটেলটিতে মাত্র ৬টি ঘরের অনুমতি থাকলেও বেআইনিভাবে চালানো হচ্ছিল ২৫টি ঘর। ছিল না কোনও অগ্নিনির্বাপক ছাড়পত্র (এনওসি)। হোটেলের জানলাগুলি ছিল সিল করা। পাশাপাশি প্রধান দরজাটি সেন্সরচালিত হওয়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হতেই তা মরণফাঁদে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে হোটেলের মালিক লভকেশ বাজাজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও তদন্তে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় লভকেশ সেখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও সাহায্যের বদলে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। পুলিশি জেরায় নিজের দোষ স্বীকার করে তিনি বলেন, বিধ্বংসী আগুন দেখে তিনি এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, আবাসিকদের সাহায্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব মনে হয়েছিল। মমান্তিক এই দুর্ঘটনায় ১২ জন বিদেশি পর্যটক এবং গুরুগ্রামের একই পরিবারের ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিদেশিরা বাংলাদেশ, লাইবেরিয়া, নাইজিরিয়া এবং মোজাম্বিকের বাসিন্দা। শৌচাগারের ভিতর থেকে এক দম্পতির নিথর দেহ উদ্ধার করেছে দমকল, যাঁরা বাঁচার আশায় সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে জখমের সংখ্যা ৩৭। অন্তত ৫৮ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় ম্যাক্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিল্লি সরকার মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ ও গুরুতর আহতদের ৫ লক্ষ টাকা সহায়তার কথা ঘোষণা করেছে। নেটিজেনরা এখন সমাজমাধ্যমে দাবি তুলেছে আরমান ও রিয়াজউদ্দিনের মতো 'আসল হিরো'দের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুরস্কার দেওয়ার।

# রণক্ষেত্র টলিউড কারণটা কী?

নিয়ম আর বেনিয়মের লড়াইয়ে টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া উত্তাল হয়ে উঠল। ইট, ডিম ছোড়া আর হাতাহাতির যে চূড়ান্ত ছবি বৃহস্পতিবার দেখা গেল, এযাবৎকালের মধ্যে তা বিরল।

সমস্যার শুরুটা হাসান আর বাবাইকে নিয়ে। এতদিন ফেডারেশনের ম্যানেজার গিল্ডের সম্পাদক ছিলেন মহম্মদ হাসান এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন বাবাই। গতকাল এই দুজনকেই পদ ছাড়ার কথা বলা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার টেকনিশিয়ান স্টুডিওয় টেকনিশিয়ানরা একটি বৈঠক ডাকেন, যেখানে উপস্থিত হন বহু টেকনিশিয়ান।

একসঙ্গে এত টেকনিশিয়ানদের নিয়ে স্টুডিওয়ে বৈঠক করা সম্ভব নয় বলে পাশের মাঠে বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু টেকনিশিয়ানদের মধ্যে দুটি দল আলাদা হয়ে যান। কিছু মানুষ ছিলেন যারা হাসান এবং বাবাইয়ের সমর্থক ছিলেন আর কিছু মানুষ ছিলেন যারা চান না টলি পাড়ায় আর কোনও রাজনীতি হোক।

বুধবার পাপিয়া অধিকারী জানিয়ে দিয়েছিলেন, টলিপাড়ার অন্দরে আর দাদাগিরি চলবে না। পুরনো ফেডারেশনের আওতায় ছিল ২৬টি গিল্ড, ভেঙে দিয়ে টলিউডে গতকাল আত্মপ্রকাশ করে নতুন কনফেডারেশন- 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যান্ড সিনে ক্রাফটস কনফেডারেশন'।

কিন্তু একদিন পার হতে না হতেই ফের ফেডারেশনের বৈঠকে হল তুমুল অশান্তি। এই দিন টেকনিশিয়ান স্টুডিওর বাইরে ছোড়া হল ডিম, হল ইট বৃষ্টি। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে তড়িঘড়ি পৌঁছে যায় রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। আহত হন বেশ কিছু টেকনিশিয়ান।

## আসল অভিযোগ কী নিয়ে?

টেকনিশিয়ানদের এক পক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী, বাবাই এবং হাসান নিজেদের পদ ছাড়তে চাইছেন না। এছাড়াও এই দুজনের কাজ এবং সম্পত্তি নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। টলিউডের 'ব্যান কালচার' চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগও ওঠে বাবা এবং হাসানের বিরুদ্ধে।

এই ঘটনায় শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বলেছেন, 'টেকনিশিয়ানদের একটা বড়ো অংশ তাঁদের বক্তব্য জানাতে যান তথ্য সংস্কৃতি ভবনে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সেখানে কিছু বহিরাগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। সবাই খুবই আশাবাদী এই নতুন ,সরকারকে নিয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চান, অন্য বিভাগের মতো সংস্কৃতি বিভাগেও সুষ্ঠুভাবে কাজ হোক। সব সংগঠনই একসঙ্গে কাজ করুক। পূর্বতন সরকারের সময়ের ইন্ডাস্ট্রির অন্ধকার যেন আর ফিরে না আসে।' আহতরা বলছে, এই ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি যারা করেছে, তারা নাকি বহিরাগত, তারা দাব করেছে তারা 'পাপিয়াদি'র লোক। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পাপিয়া অধিকারী বলেন,' আমি কাউকে পাঠাইনি, আমার মহিলা মোর্চার নামে বদনাম করা হচ্ছে। মানুষকে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর ডাবল ইঞ্জিন হয়েছে। কেন্দ্র রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। তার সুবিধা নেব না ? তাহলে তো বামফ্রন্ট জমানায় ফিরে যেতে হয়। একটা প্রজন্ম পিছিয়ে গিয়েছিল। ইংরিজি চলবে না, কম্পিটার চলবে না—এই করে। এরকমভাবে ভাবলে তো আবার পিছিয়ে যাব।' আবার প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ডের সদস্য অভিজিৎ সাহা বলেছেন, 'পাপিয়াদির কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। আমরা ওঁর সঙ্গে বৈঠক করার কথা জানাতে গিয়েছিলাম, বদলে আমাদের হেনস্থা হতে হল।' প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ডের সহ সম্পাদক নিরুপম দে বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বা পাপিয়া অধিকারীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। পারছি না, বাধ্য হয়েই ওই প্রতিবাদী সমাবেশ করা।'

# প্রয়াত পরিচালক

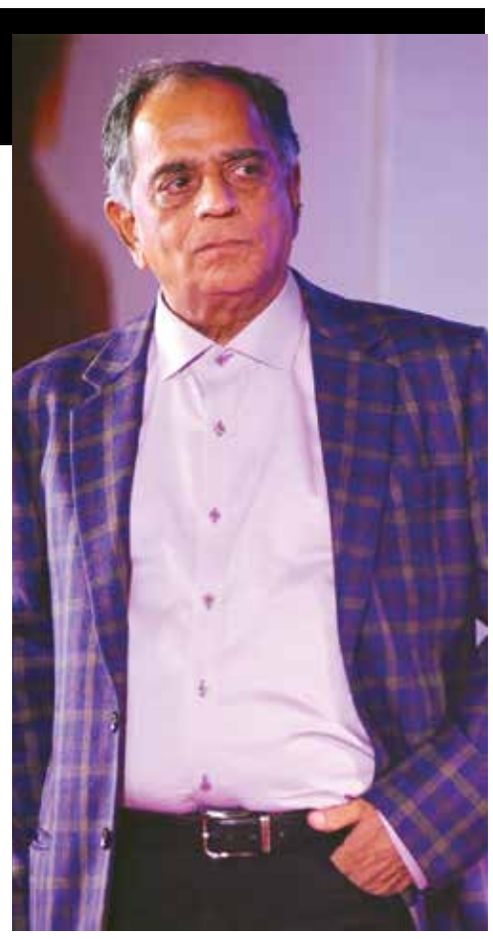

সেন্ট্রাল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রযোজক-পরিচালক পহেলাজ নেহালানির মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি লিভার সিরোসিসে ভুগছিলেন। গত চার মাস মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। প্রযোজক হিসেবেই তাঁর কেরিয়ার শুরু হয়েছিল। আশি ও নব্বইয়ের দশকে তিনি বি- টাউনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গোবিন্দা ও চাংকি পাণ্ডের কেরিয়ারে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গোবিন্দার প্রথম হিট ছবি ইলজাম তাঁর হাতেই তৈরি। চাকি পাণ্ডের কেরিয়ারের মাইলফলক মিট্টি অর সোনা তৈরি করেন নিহালানি। এছাড়া আঁখে, শোলা অর শবনম, আন্দাজ, ইত্যাদি তাঁর অন্যতম হিট ছবি। সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিজের অন্য চেহারা দেখিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, সেন্সরের কাজ শুধু ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষা করাও তার কাজ। উড়তা পাঞ্জাব-এ ৮৯টি কাট দিয়ে তিনি রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। ওমকারা বা গ্যাংস অফ ওয়াসিরপুর ছবিতেও তাঁর কাটছাঁট করার জন্য নির্মাতাদের রোষের মুখে পড়েন নেহালানি। 'সংস্কারি' হয়ে তিনি নির্মাতাদের সৃজনশীলতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। তাতে তিনি টলেননি। কিছুদিন আগেও তিনি ইন্ডাস্ট্রির পরিবর্তীত সংস্কৃতি ও ছবির উপর্যুপুরি বাজেট বৃদ্ধিরও সমালোচনা করেন। তাঁর মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া নেমেছে।

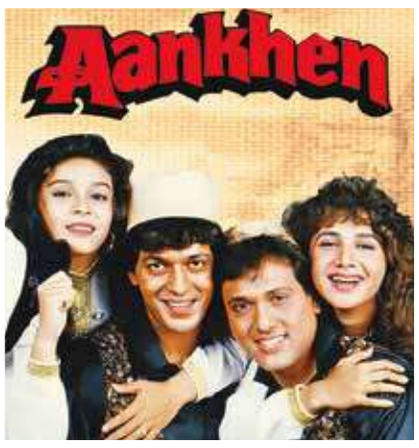


# জুলাইয়ে আমির গৌরীকে বিয়ে করছেন

অনেকদিন ধরেই আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাট লিভ ইন রিলেশনে আছেন। এবার ওঁরা সামাজিকভাবে বিয়েটা করছেন। আমির এখন আমেরিকায় ছুটি কাটাচ্ছেন। ফোনে সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, ' আমাদের বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে জানি। হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে হচ্ছে তা হবে ৫ জুলাই । এই বিয়ে একদমই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মীয়দের নিয়ে হবে, বিনা আড়ম্বরে, বিনা জাঁকজমকে। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন বিয়ে এখনই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন তিনি বলছেন, তাঁদের সম্পর্ককে তিনি পরের ধাপে নিয়ে যেতে চান। তাঁর কথায়, 'আমি এখন বেশ শান্তিতে আছি। আমি আর গৌরী—সম্পর্কর ব্যাপারে সিরিয়াস এবং একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ। মনের দিক থেকে, অন্তরের দিক থেকে আমাদের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছে। আমাদের দুজনের মনোভাব এরকমই ছিল, কিন্তু এখন আমরা মনে করছি, সম্পর্ককে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া দরকার। ' গৌরী সৌন্দর্য ও সুস্থতার জগতে কর্মরত। আমিরের ৬০-তম জন্মদিনে তাঁকে প্রথম প্রকাশ্যে দেখা যায় এবং জানা যায়, আমিরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। পরবর্তীতে তাঁদের অনেকবারই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, আমিরের এটি তৃতীয় বিবাহ। এর আগে ১৯৮৬ সালে রীনা দত্ত করেন, তাঁদের দুই সন্তান হয়-- জুনেইদ ও আইরা খান। ২০০৫-এ কিরণ রাওকে বিয়ে করেন, তাঁদের সন্তানের নাম আজাদ খান।

# ললিত মোদি হচ্ছেন রণবীর সিং

বি টাউনে বায়োপিকের তালিকায় নতুন সংযোজন ললিত মোদি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্রাক্তন এই চেয়ারম্যানের বায়োপিক হবার কথা চলছে, নামভূমিকায় রণবীর সিং। এই বায়োপিক হবার কথা, রণবীরের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। ললিত জানিয়েছেন, 'দু বছর আগে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়, উনিই দেখা করতে আসেন। ওঁকে আমি চিনতাম না, দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক গভীর ছিল। রণবীর আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার বায়োপিক হয়, তাহলে ও আমার চরিত্রটা করতে চায়। আমি বললাম, আমার বায়োপিকের কাজ চলছে। চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে। আমি নিজে ১০০ জনের ইন্টারভিউ নিয়েছি। এখন স্নেহা রজানির তত্ত্বাবধানে চিত্রনাট্য লেখার কাজ হচ্ছে। তবে তারপর থেকে রণবীরের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ওঁর ধুরন্ধর দেখেছি, রণবীর অসাধারণ কাজ করেছে। উনি যদি আমার চরিত্রে অভিনয় করে , তাহলে খুবই ভালো হবে। কিন্তু সে তো দু বছর আগেকার কথা, এখন উনি মহান হয়ে গিয়েছেন। এখন কি করবেন , জানি না। তবে ছবির চিত্রনাট্য লেখা শেষ হয়নি, ছবির আরও অনেক কাজ বাকি।' এই সূত্রেই ললিত জানিয়েছেন দাউদ আর ক্রিকেটের সিন্ডিকেটের কথা, জানিয়েছেন কীভাবে তিনি দাউদের দাবীকে নস্যাৎ করে দেন। তাঁর কথায়, ' ক্রিকেটের প্রশাসন থেকে সরে গিয়েছিলাম দাউদের একটা ফোনের জন্য, ওর কথা শুনিনি বলে। একদিন লন্ডনের এক ফিক্সার আমাকে ফোন করে বলে এখনই দেখা করতে হবে। জরুরি ভেবে চলে গেলাম। সে বলল আপনি ইন্ডিয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের একটা টিম লাগবে। আমি বললাম আমি কোনও ক্ষমতায় নেই। সে বলল আমি ফিক্স করে দিচ্ছি। সে এবার ফোন করে দাউদকে, ফোনটা স্পিকারে দেয়। আমি কথা বলতে না চাওয়ায় ও প্রান্ত থেকে আমাকে বলা হল, তুমি ওর বন্ধু, সব ভুলে যাও। সব মিটে গিয়েছে। আমাকে টিম পাইয়ে দেবার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। আমি শুনিনি। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে নানাভাবে আমার ওপর হামলা হয়। এর জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে এর তদন্ত করতে হয়। এসব কথা কাউকে বলিনি, তবে বায়োপিকে থাকবে। '

## একনজরে সেরা

### সংরক্ষণে ছবি

ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি থেকে পলিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, ইত্যাদি ৮টি ছবি ডিস্টিন ৪-কে রেজলিউশনে রূপান্তরীত ও সংরক্ষিত করল এনএফডিসি ও ন্যাশনাল আর্কাইভ, উদ্যোগে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। এই ছবিগুলো দিয়েই ভারত সরকারের উদ্যোগে ও ব্রিটিশ ফিলম ইন্সটিটিউটের আয়োজনে চলতি মাসে হবে তাঁর রেট্রসপেক্টিভ, রেভলিউশনারি সিনেমা, দ্য প্যাশন অফ ঋত্বিক ঘটক।

### কোথায় তিনি

গ্যাংস্টার-এ কঙ্গনা রানাওত আর এমরান হাশমির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শাইনি আহুজাকে মনে আছে ? সুধীর মিশ্রের হাজারোঁ খোয়াইশেঁ অ্যায়সি ছবি দিয়ে অভিনয় শুরু। গ্যাংস্টার-এর পর দারুণ জনপ্রিয় হন। কিন্তু ২০০৯-এ পরিচারিকা তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা আনলে আইনি জটিলতায় তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়। এখন ম্যানিলায় থাকেন, কাপড়ের ব্যবসা করেন।

### মাঝরাতে প্রচার

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সংস্থা এনআইডিয়াস সৌরভ পালধির 'অনেকদিন পর'-এর পোস্টার মাঝরাতে দেওয়ালে লাগিয়ে ছবির অভিনব প্রচার শুরু করেন। বুধবার সে পোস্টার প্রকাশ্যে আসে। পোস্টারটি একটি জলরঙে আঁকা দরজার ছবি, পাশে লেটারবক্স, ভিতরে বাবা মেয়ে আর এসটিডিবুথ, সামনে কাশফুল। অভিনয়ে চিত্রাঙ্গদা শতরূপা, বিমল গিরি, বুদ্ধদেব দাস, প্রমুখ। মুক্তি ২৬ জুন, ২০২৬।

### ধারাবাহিকের রেটিং

প্রথম জোয়ার ভাঁটা, দুয়ে পরশুরাম আজকের নায়ক, প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি, তিনে পরিণীতা, গঙ্গা, চারে তাকে ধরি ধরি মনে করি, প্রতিজ্ঞা, সংসারের সংকীর্তন, পাঁচে কুসুম, ঘূর্ণি, ছয়ে ও মোর দরদিয়া, সাতে কমলা নিবাস, আটে, বাবলি সুন্দরী ও লক্ষ্মীর ঝাঁপি, নয়ে শুধু তোমারই জন্য, রাঙামতি তীরন্দাজ, দশে সাত পাকে বাঁধা।

### যিশু বলেন

রাজ্যের নতুন সরকারের কাছে অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত আবেদন জানিয়েছেন, রাজ্যে বন্ধ হওয়া সিঙ্গল স্ক্রিনগুলোর দরজা আবার খুলুক। আগে যেখানে ৭০০-৮০০ সিঙ্গল স্ক্রিনে রমরমিয়ে বাংলা ছবি চলত, এখন তা ২০০-র নীচে নেমেছে। দাপট বেড়েছে মাল্টিপ্লেক্সের। সিনেমা শিল্প ধুঁকছে, এর জন্য অর্থনৈতিক কাঠামো চাঙ্গা করতে হবে বলেই যিশুর মত।

# খুঁতখুঁতে প্রসেনজিৎ দাড়ি রেখেছেন চরিত্রের জন্য

শুধু চিত্রনাট্য পড়ে, সংলাপ বলে কাজ শেষ করেন না, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় চরিত্রের লুক নিয়ে বড়ো খুঁতখুঁতে, খুব ভাবেন। একটা ছবি করার জন্য তিনমাস ধরে তার প্রস্তুতি নেন। অন্য ছবি করেন না। সেই নিয়মেই তাঁর বর্তমান বাংলা ছবি অভিমান-এর জন্য একটি হিন্দি ছবি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ' অভিমান-এ আমার লম্বা চুল দাড়ির দরকার ছিল। এই ছবির সঙ্গে অন্য ছবি করলে আমি চুল দাড়ি বাড়াতে পারতাম না। ছবিতে দুরকম সময়কে দেখানো হবে। অন্য ছবিটা করলে আমাকে চুল দাড়ি কাটতে হত। কস্টিউম, লুক-এর ব্যাপারে আমি খুঁতখুঁতে। ছবি নিয়ে খুব ভাবি, একেবারে গভীরে চলে যাই। তাতে অন্যরা রেগে যায় হয়তো, পরে বোঝে কেন আমি এরকম করেছি। ' অভিমান-এ তিনি নাকি গায়ক রূপম ইসলামকে নকল করেছেন ? সম্মতি জানালেন বুম্বাদা। তিনি বলেন, 'অনেক আগে গল্পটা আমায় শোনানো হয়েছিল। তাই তখন থেকেই এর জন্য তৈরি হতে শুরু করি। চরিত্রটা একজন আধুনিক রকস্টারের। তার লুক, মেক আপ, শরীরী ভাষা, এনার্জি লেভেল নিয়ে কাজ করেছি। গায়কের চরিত্র হয়তো করেছি, কিন্তু এরকম চরিত্র করিনি। একটা পিরিয়ড উঠে আসবে । আমাদের সময়ে এই পিরিয়ডে আমরা রঞ্জনদা মানে রঞ্জন ঘোষালকে দেখেছি। এখন আছে রূপম ইসলাম। স্টেজে ওর এনার্জি লেভেল অসাধারণ। ওকে বলেছি, আমি কিন্তু তোমাকে নকল করছি।' অভিমান-এর প্রযোজক যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের হোয়াই সো সিরিয়াস সংস্থাটি। ছবিতে আছেন প্রসেনজিৎ, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, কাঞ্চন মল্লিক, প্রমুখ। পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। মুক্তির সম্ভাবনা ১৯ মে।

## অ-অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ধারাবাহিক

১৯৯৭ থেকে কোচবিহারের কল্যাণময় দাস ধারাবাহিক নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে ধারাবাহিক হবে উত্তরকে নিয়ে, সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ, তাদের জীবন, সেখানকার সংস্কৃতি, ভাষা নিয়ে, যাদের কথা কলকাতা জানে না। একঘেয়ে সংসারের জটিলতা নয়, একেবারে সতেজ, জীবন্ত, কিশোর কিশোরীরা হবে ধারাবাহিকের মুখ। সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি তৈরি করেছেন ধারাবাহিক । এখানে যারা অভিনয় করেছে, তারা কেউ অভিনেতা নয়। চমক আরও আছে। ওরা কেউ শ্রমিক, কেউ চাষি বা ফুটপাথের ব্যবসায়ীর সন্তান, বয়স, ১০-১৮, নাম শেফালি, জয়িতা, নিধি, মানব, মানস। পরিচালক কল্যাণময় বলছেন, উত্তরবঙ্গে অজস্র ভাষাগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠী আছে, তাদের সম্পর্কে কেউ জানে না। ধারাবাহিকের মাধ্যমে আজকের মানুষকে নিজের শিকড় চেনানোর চেষ্টা করব। কিশোররা অভিনয় করছে কারণ মেলোড্রামাভিত্তিক ধারাবাহিকগুলোতে ওদের বয়সীরা গুরুত্ব পায় না। ওদের চোখ দিয়ে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরতে চাই।' মে মাস থেকে শুটিং শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। শুভঙ্কর দে, অজয় চক্রবর্তী, স্নেহাশিষ চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট নাটক ও টিভির জগতের বিশিষ্ট অভিনেতারাও কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে অভিনয় করবেন। এই প্রোজেক্টের উদ্যোক্তা বিশিষ্ট কবি সুবীর সরকারও। কোচবিহারের বিখ্যাত টিভি চ্যানেলে ধারাবাহিকটি সম্ভবত ৫ অগাস্টকে শুক্র, শনি ও রবিবার দেখানো হবে। চ্যানেলের কর্ণধার রাণা দাস বলেছেন, 'বড়ো বড়ো চ্যানেলে স্থানীয় ভাষা সংস্কৃতি খুব গুরুত্ব পায় না। আশা করি, এবার সেই কাজটা এই ধারাবাহিক করবে, মানুষও নিশ্চয় এই ধারাবাহিকটি পছন্দ করবে।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

লোগো জালিয়াতি

# জরিমানা করবে পরিবহণ দপ্তর

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** সরকারি বাস বোঝাতে নীল রংয়ের প্রলেপ তো পড়েই ছিল, অনেক বাসে আবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের আদলে লোগো লাগানো হয়েছিল। এবার এমন লোগো ব্যবহারকারী বেসরকারি বাসগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে তৎপর হল পরিবহণ দপ্তর। সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি যাত্রায় একেই ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড়, তার মধ্যে পরিবহণ দপ্তর নতুন পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কোণঠাসা বেসরকারি পরিবহণ মালিকরা। শুক্রবার থেকে রাস্তায় নামবে মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটরের (এমভিআই) টিম। ওই ধরনের বাস দেখলে পারমিট ভায়োলেশনের ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। বৃহস্পতিবার এমন বাসগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে পরিবহণ দপ্তরের তরফে। বাসে লাগানো ভুয়ো লোগো ও একই ধরনের নাম সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ওই বাসগুলিতে এনবিএসটিসি'র মতো রং থাকলেও কিছু করার নেই পরিবহণ দপ্তরের।

বিষয়টা নিয়ে নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক প্রণব মানির বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকারই আমাদের বাসের নীল রং চুরি করে সরকারি বাসে লাগিয়েছিল। বাম আমলে আমাদের বাসে নীল রং লাগানোর নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল। সেই সময় সরকারি বাসের রং ছিল লাল। তৃণমূল সরকারের আমলে সরকারি বাসের রং নীল করে দেওয়া হলেও আমাদের বাসের রং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি।' তবে যে বাসগুলিতে ভুয়ো লোগো ও এনবিএসটিসি'র আদলে নাম রয়েছে, তা সরিয়ে ফেলতে সংশ্লিষ্ট বাস মালিকদের বলা হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত, সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য জিরো ভ্যালুর টিকিট চালু হওয়ার পর থেকেই এনবিএসটিসি'র আদলে নাম ও লোগো ব্যবহার করা বাসগুলি নিয়ে সমস্যা বাড়ছে। সরকারি বাস ভেবে অনেক মহিলাই উঠছেন এবং তাঁদের টাকা গুনতে হচ্ছে। একাধিক জায়গায় সংশ্লিষ্ট বাসের চালক, কনডাক্টররা হেনস্তারও শিকার হয়েছেন।

এদিকে, এনবিএসটিসি'র টিকিট পরীক্ষকের সংখ্যা কম থাকায় জিরো ভ্যালুর টিকিটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। যদিও সেই দায়িত্ব আপাতত এমভিআই টিম নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে নজরদারি রাখার পাশাপাশি এনবিএসটিসি'র বাসে উঠেও টিকিট পরীক্ষা করছে এমভিআইয়ের টিম। এদিন টার্মিনাসের একটি বাসে উঠে এমভিআই টিমের এক সদস্য সকলের কাছ থেকে টিকিট পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। আরতি দাস নামের এক যাত্রীর কথায়, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে যে হারে জালিয়াতি হয়েছে, তাতে করে সুযোগ পেলে জিরো ভ্যালুর টিকিট নিয়েও জালিয়াতি হতে পারে। সে কারণে এই ধরনের নজরদারি সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

# স্মৃতির স্রোতস্বিনী এখন নর্দমা

ও নদীরে...

**মহানন্দা, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, পঞ্চনই কিংবা শহরের প্রান্তের সাহু নদীর অবস্থা আজ সত্যি করুণ। অথচ আশির দশকে এই নদীগুলো ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ। মহানন্দা নদী ছিল শহরের আসল জীবনরেখা। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদী দুটিও ছিল আক্ষরিক অর্থেই খরস্রোতা। নদীর এই রূপ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে স্পষ্ট শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের মনে।**

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** শিলিগুড়ির বুক চিরে বয়ে চলা নদীগুলোর শরীরে আজ যেন বার্ধক্যের ছাপ। মহানন্দা, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, পঞ্চনই কিংবা শহরের প্রান্তের সাহু নদীর অবস্থা আজ সত্যি খুব করুণ। অথচ আশির দশকে এই নদীগুলোই ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, স্রোতস্বিনী। মহানন্দার জল এতটাই পরিষ্কার ছিল যে নদীর তলার পাথর গোনা যেত। নদীর ঠান্ডা জলে স্নান করতেন বহু মানুষ। নদী থেকে নিয়মিত মাছ ধরতেন স্থানীয়রা। মৎস্যজীবীদের উপার্জনের উৎস ছিল নদীগুলো। শহরের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া সাহু নদী সেইসময় ছিল শহর লাগোয়া গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

একসময়ের এই স্রোতস্বিনীগুলোই এখন আস্ত নর্দমা হয়ে উঠেছে। গল্প মনে হলেও এটা যে সত্যি তা বোঝা যাবে এলাকার এবং এই শহরের পুরোনো মানুষজনের সঙ্গে খানিকটা গল্প করলেই।

চল্লিশ বছর আগের নদীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মহাকালপল্লির প্রবীণ বাসিন্দা রথীন সান্যাল বলেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন মহানন্দার জল এত পরিষ্কার ছিল যে নদীর তলার পাথর গোনা যেত। গরমে প্রায় প্রতিদিনই বন্ধুরা স্নান করতাম নদীতে নেমে।' তাঁর কথায়, 'বাড়ির কাজের জন্যও এই জল ব্যবহার করা হত। স্নান করতে নেমে তো কতদিন জল খেয়েই ফেলেছি। এখন তো এই জল বিষের সমান। নদীর চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ। এখনও অনেকেই প্রাতঃকর্ম সারেন নদীর ধারে। নদীকে দেখে এখন ভীষণ কষ্ট হয়।'

শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা নিয়ে চম্পাসারির জীবন সরকার বলছিলেন, 'এই মহানন্দা নদী ছিল শহরের আসল জীবনরেখা। বারো মাসই নদীতে থাকত পর্যাপ্ত জল।'

*মহানন্দা, ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর*

শুধু মহানন্দা নয়, শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদী দুটিও ছিল আক্ষরিক অর্থেই খরস্রোতা। এখন শহরের অপরিশোধিত বর্জ্য আর নর্দমার জল সরাসরি এই নদীগুলোতে ফেলায় এখন নদীগুলিই নর্দমার রূপ নিয়েছে। স্বচ্ছ-টলটলে জল এখন শুধুই কালো দুর্গন্ধযুক্ত। নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতেও মুখে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে।

ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা রত্না পাল বলছিলেন,'বছর ৩০-৩৫ আগে ফুলেশ্বরী নদীর দু'পাশে ছিল কাশবন। সেখানে আমরা বন্ধুরা খেলতে যেতাম। নদীর জল ছিল স্বচ্ছ। কখনও ভাবতেই পারিনি সেই প্রাণবন্ত নদীর একদিন এমন ব্যবস্থা হবে।'

> **মহানন্দা নদী ছিল শহরের আসল জীবনরেখা। বারো মাসই নদীতে থাকত পর্যাপ্ত জল।**
>
> **জীবন সরকার,** *চম্পাসারি*
>
> **বছর ৩০-৩৫ আগে ফুলেশ্বরী নদীর দু'পাশে ছিল কাশবন। সেখানে আমরা খেলতে যেতাম।**
>
> **রত্না পাল,** *ফুলেশ্বরী*
>
> **৪০ বছর আগে সাহু নদীর জলে এলাকার সবাই চাষবাস করত। শীতে পরিযায়ী পাখি আসত।**
>
> **রতন রায়,** *ফারাবাড়ি*
>
> **বাড়ির পাশেই জোড়াপানি নদী। চোখের সামনে প্রাণবন্ত নদীকে শেষ হতে দেখেছি।**
>
> **রঞ্জন সরকার,** *ঘোগোমালি*

একই অবস্থা সাহু নদীরও। বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে চলা এই নদীর জলে একসময় চাষবাস হত। আর এখন সেই নদী সংকুচিত হয়ে কোথাও কোথাও ড্রেনের আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন এলাকার নোংরা জল এসে নদীতে মিশছে আর উৎসবের পর প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে। কাঠামোতেই ভরে থাকে নদী, জল শুকিয়েছে বহু আগেই।

ফারাবাড়ি এলাকার রতন রায় বলছিলেন,'৪০ বছর আগে সাহু নদীর জলে এলাকার সবাই চাষবাস করত। শীতে নদীতে অনেক পরিযায়ী পাখি আসত, বনের হাতিরাও এসে নদী থেকে জল খেত।'

পঞ্চনইয়ের অবস্থাও অন্য নদীগুলোর মতোই। জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর কারণে এককালের বৈচিত্র্যময় নদীর দশা এখন ভীষণরকম করুণ।

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, দূষণ, পাহাড় ও সমতলে নির্বিচারে গাছ কাটা নদী থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় বালি ও পাথর তোলার ফলে নদীগুলোর নাব্য কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে। ফলে বর্ষায় যেমন হড়পা বা প্লাবনের আশঙ্কা বাড়ছে, তেমনই বছরের বাকিটা সময় নদীগুলো শুকিয়ে খাঁখাঁ করছে।

সাধারণ মানুষের অসচেতনতাও নদীর এই হালের অন্যতম বড় কারণ বলেই মনে করছেন ঘোগোমালির রঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'মানুষ যেদিন সচেতন হবে সেদিন সমস্যা অনেকটা মিটবে। আমার বাড়ির পাশেই জোড়াপানি নদী। চোখের সামনে তিলতিল করে একটা প্রাণবন্ত নদীকে শেষ হতে দেখেছি। বাজার, বাড়ি সব জায়গার আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নদীতে। লোহার জালি দিয়ে ঘিরে দিয়েও বাঁচানো যাচ্ছে না জোড়াপানিকে।'

প্রবীণদের আফসোস, যে নদীগুলো একসময় শহরের সৌন্দর্য আর জীবন সচল রাখত, নতুন প্রজন্ম হয়তো কোনওদিন তাদের সেই আসল রূপ দেখতে পাবে না। শিলিগুড়িকে বাঁচাতে হলে তার নদীগুলোকে বাঁচানো যে সবচেয়ে আগে জরুরি, সেই চেতনা ফিরুক এটাই এখন সকলের দাবি।

## জীবনই দূষিত

শহরের মাঝ দিয়ে এবং আশপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সব নদীগুলো চার দশক আগেও ছিল স্বচ্ছতোয়া। জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর কারণে বৈচিত্র্যময়। শাক তখন এই নদীর পাড়গুলোতেই হত। মানুষ সেই শাক তুলে খেতেন। মহানন্দায় নুড়ি-পাথর দেখা যেত। সেসব এখন ইতিহাস। নদীর ধারে বসতি গড়ে উঠতে উঠতে নদী এখন সংকুচিত। নদীর তীরে বা নদীর মধ্যেই এখন লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। একটা নদীর দূষিত হওয়ার জন্য যা যা কারণ থাকতে পারে সেসব এখানে ঘটে চলেছে। এখন মহানন্দা রাজ্যের ঘোষিত দূষিত নদী। বাকি নদীগুলির অবস্থাও শোচনীয়। নদীর বাস্তুতন্ত্র বলতেই এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মাছ, গেরি-গুগলি, সাপ, ব্যাং সবের ওপরেই আঘাত পড়েছে। নদী মানেই জীবন। সেই জীবনকেই দূষিত করে ফেলা হয়েছে।

**- অনিমেষ বসু** *পরিবেশপ্রেমী*

## চেষ্টা থাকবে

নদীর গতিপথ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জলের প্রবাহ, দূষণ কমানো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, গাছ লাগোনো সহ নদীকে দূষণমুক্ত করে পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকবে। নদীর পাশাপাশি নদীকে ঘিরে শহরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির জন্য সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করা হবে এবং এই সময়কালে এটাকে রূপায়ণ করার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে বিধায়ক হিসেবে। দপ্তর বণ্টন হলে যাঁদের কাছে এই দায়িত্বগুলো থাকবে তাঁদের কাছে অনুরোধ করব।

**- শংকর ঘোষ** *মন্ত্রী*

## সমীক্ষা চলছে

সেচ দপ্তরকে দিয়ে জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী নদী ড্রেজিং করানো হয়েছে। আবার করানো হবে। সেচ দপ্তর এটা দেখে থাকে। নদীর সমস্যাগুলোর দীর্ঘমেয়াদি ও বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষজ্ঞের দল সমীক্ষা করে বিষয়টি দেখছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি কাজ। রাজ্য, কেন্দ্র সবাই যুক্ত আছে।

**- গৌতম দেব,** *মেয়র*

## পরিবেশ রক্ষায় আলোচনা সভা

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে পোস্টার মেকিং কম্পিটিশন এবং প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করা নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। প্লাস্টিক ব্যবহারের অপকারিতা, শহরে প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয়তা সহ একাধিক বিষয়ে নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, সবুজ মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটি, মহানন্দা বাঁচাও কমিটি, এই প্রজন্ম সহ মোট ১১টি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ মৃদুলা চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত প্রমুখ।

এদিন দুপুরে পোস্টার মেকিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে পড়ুয়ারা। পরিবেশ নিয়ে নিজেদের ভাবনাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলে ওরা। পরবর্তীতে এই ছবিগুলোকে পোস্টারের কাজে ব্যবহৃত করা হবে বলে জানানো হয় সংগঠনগুলির তরফে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার বলেছেন, 'পরিবেশে প্লাস্টিকের প্রভাব নিয়ে আলোচনা সভা হয়। তবে আমাদের এই উদ্যোগ কার্যকর হবে না, যতক্ষণ না প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাব রয়েছে। এমনটা চললে আমাদের তো রাস্তায় নেমে বিরোধ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না।'

## ষাটোর্ধ্বদের চাকরি থেকে সরাল পুরনিগম

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে শিলিগুড়ি পুরনিগমে কর্মরত ষাটোর্ধ্ব কর্মীদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার পুর কমিশনার অশ্বিনী রায় নোটিশ দিয়ে মোট ১১ জন কর্মীকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে পূর্ত বিভাগ, সাধারণ বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মী রয়েছেন। অন্যদিকে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের ব্যক্তিগত সচিব আশিস বণিক বুধবার ইস্তফা দিয়েছেন।

আশিস রাজ্যের অর্থ দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। মেয়রের অত্যন্ত আস্থাভাজন এই অফিসার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর মেয়র তাঁকে পুরনিগমে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করেন। রাজ্যে সরকার বদলের পরে ষাটোর্ধ্বদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সেই তালিকায় পুরনিগমে কর্মরত আশিস বণিকের নামও ছিল। কিন্তু তার পরেও তিনি মেয়রের নির্দেশ মেনে কাজ করছিলেন। কিন্তু বুধবার আশিস ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছেন বলে মেয়র জানিয়েছেন। এদিন গৌতম বলেন, 'রাজ্যের প্রত্যেকটি নির্দেশ মেনে সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

## মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে জামাইবাবুকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সম্পর্কে শ্যালক আসিক ওরাওঁ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ তারিখ জামাইবাবু সুমন্ত রায় বাড়ির পাশের একটি দোকানে চা খাচ্ছিলেন। সেসময় আসিক এসে তাঁকে গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। এরপরেই সুমন্ত প্রতিবাদ করলে তাঁর ওপর আসিক চড়াও হন বলে অভিযোগ। ঘটনায় সুমন্তের হাত কেটে যাওয়ার পাশাপাশি চোখের ধারে গুরুতর আঘাত লাগে।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আসিক এলাকা থেকে পালিয়ে যান। এদিকে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুমন্ত প্রধাননগর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বুধবার রাতে আসিককে পাকড়াও করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

## গৌড়ীয় মঠে চুরির অভিযোগে ধৃত

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** দেশবন্ধুপাড়ায় গৌড়ীয় মঠে চুরির অভিযোগে রাজু বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। রাজু মহাবীরস্থান এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও চুরির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজুর নাম পায় পুলিশ। এরপর বুধবার রাতে রাজুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

## নদীর পাড় থেকে টাকা উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় মহানন্দা নদীর পাড় থেকে একটি মোবাইল ফোন, কয়েক হাজার টাকা এবং সাইকেলের চাবি উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এনজেপি থানার পুলিশ গিয়ে ওই সামগ্রী উদ্ধার করেছে। ওই সামগ্রীগুলি কার, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কমিশনের শাখা অফিস শিলিগুড়িতে

# বিজ্ঞপ্তি হলেই তদন্ত শুরু

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে ফাইল খোলা এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারি হলেই রাজ্য সরকারের তৈরি বিশেষ কমিশনের তরফে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। শুরুতেই শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র ২০০ কোটির দুর্নীতির ফাইল খোলার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ধাপে ধাপে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ফাইল খোলা শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের রাতের ঘুম একপ্রকার উড়তে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামন বলেন, 'নোটিফিকেশন হলেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রতিটি দপ্তরের অধীন সরকারি প্রকল্প ধরে তদন্ত করা হবে।'

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্য সরকার শুরু থেকেই জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যে সরকারের তরফে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। কালিয়াপ্পান জয়রামনকে সেই কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি করা হয়েছে। জুন মাসের ১ তারিখ থেকেই ওই কমিশনের তদন্ত শুরু করার কথা। তবে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় কমিশনের তরফে এখনও পর্যন্ত তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারির তত্ত্বাবধানে বিশেষ একটি দল গঠন করা হবে। বাছাই করা পুলিশকর্তাদের নিয়ে সেই দল গঠন করা হবে। তবে বিশেষ দলে কোন কোন পুলিশ আধিকারিক থাকবেন তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

সূত্রের খবর, সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারির পর শিলিগুড়িতে কমিশনের শাখা অফিস খোলা হবে। চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় উত্তরবঙ্গের এডিজি অফিসেই কমিশনের শাখা অফিস চালু করার সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকা আধিকারিকরা সেই অফিসে নিয়মিত বসবেন। দুর্নীতির প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষ সেখানে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন। প্রয়োজনে দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিও জমা দিতে পারবেন। অভিযোগ জানাতে যে কমিশনের শাখা অফিসে যেতে হবে, তা নয়। কমিশনের বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এবং ই-মেল মারফতও সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানানোর সুযোগ পাবেন।

এসজেডিএ'র দুর্নীতি নজরে

# সোনার দোকানে নজরদারি

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** গতবছরের পুনরাবৃত্তি আটকাতে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সোনার দোকানগুলোতে বিশেষ নজরদারি শুরু করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। কমিশনারেটের নির্দেশমতো প্রতিটি থানার তরফে এলাকায় থাকা সোনার দোকানগুলোতে সরেজমিনে গিয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় যেসব বড় সোনার গয়নার শোরুম রয়েছে, সেখানে প্রতিদিন থানা থেকে পুলিশকর্মীদের যেতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভক্তিনগর থানার তরফে চলতি মাসের প্রথম দিন থেকেই প্রতিটি বড় শোরুমে গিয়ে প্রতিদিন নজরদারি করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'পুজোর আগে এখনও বেশকিছুটা সময় থাকলেও এখন থেকেই সোনার দোকানগুলোর নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দেওয়া শুরু হয়েছে।'

গতবছর জুন মাসে হিলকার্ট রোডের একটি সোনার দোকানে দিনেরবেলা দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পরবর্তীতে ক্রেতা হিসেবে সোনার দোকানে ঢুকে ভিনরাজ্যের অপরাধীরা একের পর এক ছিনতাই, কেপমারি, রাহাজানি করেছে। পুজোর সময় পর্যন্ত চলেছে পরিকল্পনামাফিক সোনার সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা।

এখন থেকেই এব্যাপারে সতর্ক হওয়া না গেলে বড় বিপদ হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশকর্মীদের একাংশ জানিয়েছে, সোনার দোকানে গিয়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে। প্রথমেই সন্দেহজনক কাউকে দেখেছেন কি না। সিসিটিভি-র অবস্থা কেমন রয়েছে। কাউকে দেখে সন্দেহজনক মনে হলে, সিসিটিভির মাধ্যমে তাঁর ছবি দেখে নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও দোকানে অ্যালার্ম সিস্টেম রয়েছে কি না, সেটা দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সোনার দোকানগুলোর ম্যানেজারদের ফোন নম্বরে কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না, সেটা দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গতবছরই প্রতিটি সোনার দোকানের ম্যানেজার, কর্মীদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে ভোটের সময় সামগ্রিক নজরদারি থিতিয়ে পড়েছিল। সোনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি থানাভিত্তিক বৈঠকও করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

## মিত্র সম্মিলনীর প্রতিযোগিতা

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** মিত্র সম্মিলনীর আয়োজনে বয়সভিত্তিক আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার তিনদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত কবি প্রণাম এবার শুরু হচ্ছে ১২ জুন। ১৪ জুন হবে পুরস্কার বিতরণ সমারোহ। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য জানান, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নাম দিতে হবে ৮ জুনের মধ্যে। কোনও প্রবেশমূল্য নেই, সম্মিলনীর অফিসেই আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### মহাকাশে সোনার রেকর্ড



গত শতকের সত্তরের দশকে যখন পৃথিবী থেকে ভয়েজার মহাকাশযান দুটিকে অনন্ত মহাকাশের উদ্দেশে পাঠানো হয়, তখন তাদের সঙ্গে একটি করে সোনার প্রলেপ দেওয়া তামার গ্রামোফোন রেকর্ডজুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই রেকর্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শুভেচ্ছাবার্তা, পাখির ডাক, বৃষ্টির শব্দ, মোজার্ট ও বিঠোফেনের সুর এবং আরও নানা শব্দ রেকর্ড করা আছে। যদি কোটি কোটি বছর পর কোনও উন্নত ভিনগ্রহী সভ্যতা এটি খুঁজে পায়, তবে তারা এই রেকর্ডটি বাজিয়ে জানতে পারবে যে একসময় নীল রঙের একটি গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব ছিল।



### পাহাড়ের চূড়ায় স্মৃতিস্তম্ভ

বুলগেরিয়ার বলকান পর্বতমালার এক নির্জন চূড়ায় বুজলুদজা নামের একটি বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কোনও ভিনগ্রহের মহাকাশযান এসে পাহাড়ের ওপর বসে আছে। গত শতকের আশির দশকে কমিউনিস্ট পার্টি এই অতিকায় কংক্রিটের কাঠামোটি বানিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এর ভেতরের বিশাল হলঘর এবং শিল্পের কাজগুলো ভেঙে পড়লেও, কুয়াশাঢাকা পাহাড়ের ওপর এই বিশাল ধ্বংসস্তূপটি পর্যটকদের মনে এক অদ্ভুত রহস্যের জন্ম দেয়।



### জলের তলার শহর

চিনের চিয়াংদাও হ্রদের ঠিক নীচে ঘুমিয়ে আছে শিচেং নামের এক প্রাচীন শহর। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে একটি বিশাল বাঁধ তৈরির সময় এই ঐতিহাসিক শহরটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, জলের তলায় থাকলেও এই শহরের শতশত বছরের পুরোনো মন্দির, খোদাই করা পাথরের মূর্তি এবং রাস্তাঘাট একদম অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। জলের অভাবনীয় সংরক্ষণ ক্ষমতার জন্য এটি এখন ডুবুরিদের কাছে এক অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। একে প্রাচ্যের 'হারিয়ে যাওয়া শহর' বলা হয়।

### অভিশপ্ত ফরাসি গ্রাম

ফ্রান্সের ওরাদুর-সুর-গ্লান নামের একটি গ্রাম আজও সময়যন্ত্রে আটকে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মান বাহিনী এই গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশু সহ প্রায় সব গ্রামবাসীকে হত্যা করে এবং পুরো গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। যুদ্ধের পর ফরাসি সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে এই গ্রামটিকে আর নতুন করে তৈরি করা হবে না। নিহতদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে পুড়ে যাওয়া গাড়ি, ভেঙে পড়া বাড়ি এবং ধ্বংসস্তূপগুলো ঠিক সেই অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামটি মানুষের নিষ্ঠুরতার এক জীবন্ত জাদুঘর।



## বেসুরো বিক্ষুব্ধরা

*প্রথম পাতার পর*

বৃহস্পতিবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে ফিরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে মিছিলে পা মেলান।

তিনিও ওই ৫৮ জন বিদ্রোহী বিধায়কের অন্যতম। 'আমরা একটাই তৃণমূল' বলে তিনি মন্তব্য করেন। অভিষেকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে ঋতব্রতের ঘোষণা সম্পর্কে তাঁর যুক্তি, 'ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মেনে নিয়ে সই করেছি। ওটা বিধানসভার ভেতরের ব্যাপার। তার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। এখানে আগেই অভিষেককে নিগ্রহের প্রতিবাদে মিছিল করা উচিত ছিল।'

বিদ্রোহী তৃণমূলে নাম লেখানো বাকিরাও মনে করছেন বিজেপির বিরোধিতা করে ভোটে জিতে এই শিবিরে থাকলে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সে কারণে মমতার নেতৃত্ব নিয়ে চলার জন্য পরিষদীয় দলে চাপ তৈরি করতে শুরু করেছেন তাঁরা। বেসুরোদের দাবির মোকাবিলা কোন পথে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ঋতব্রত সহ পরিষদীয় দলের কোর কমিটির সদস্যরা।

বিধানসভায় তৃণমূলের ভাঙন ও নতুন তৃণমূলের আত্মপ্রকাশে আরএসএস-ও অখুশি। সমালোচনার পথে না হাঁটলেও রাজ্য মন্ত্রীসভার অন্যতম মুখ স্বপন দাশগুপ্তকে দিয়ে ইতিমধ্যে সংঘের তরফে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। স্বপন এক্স হ্যান্ডেলে আশঙ্কা প্রকাশ করে লেখেন, 'তৃণমূল ভাঙায় আক্ষেপ নেই। কিন্তু ভয় হয়, তৃণমূলের এই দুষ্টু রোগ যেন আমাদের সংক্রামিত না করে।' স্বপন আরএসএসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'দুর্ভাগ্য আমাদের, অনেক সাধনা করে আমরা যখন সরকারে এলাম, তখন বিরোধী দলটাই রইল না।' রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের গুরুত্বের কথাও স্মরণ করিয়েছেন। এতে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে নতুন তৃণমূল গড়ার নেপথ্য কারিগররা। আবার বৃহস্পতিবারই নব তৃণমূলের অন্যতম মুখ সন্দীপন সাহার বিরুদ্ধে 'চোর চোর' স্লোগান দিয়ে তাঁর এলাকায় বিজেপি মিছিল করেছে, তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিক্ষুব্ধদের অনেকে নতুন করে কালীঘাটে মমতার দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে থাকতে চান বলেও বার্তা দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কর্তব্য ঠিক করতে শুক্রবার তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিজের বাড়িতে মমতা বৈঠক করতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির সঙ্গে গরমিল হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অনেকে। অনেকে বলেন, মমতা ও অভিষেকের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন তৃণমূল তৈরি করার তত্ত্ব জনমানসে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং এতে মহারাষ্ট্রের শিন্ডে মডেলে বিজেপির দল ভাঙানোর খেলা দেখতে পেয়েছেন অনেকে।

# পরিবেশের ক্ষতিপূরণে বনসৃজনের জন্য জমি দিচ্ছে রাজ্য

# সিকিমে ট্রেন আগামী বছরই

**শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ৪ জুন :** আগামী বছর সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ও রংপোর (সিকিম) মধ্যে ছুটবে ট্রেন। সংসদীয় রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটিকে এমনই সম্ভাবনার কথা জানাল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন)। প্রকল্পটির কাজ কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে সাংসদ সিএম রমেশের নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখে। তার মধ্যে রয়েছে রংপো স্টেশন এবং ১৪ নম্বর টানেল। পাশাপাশি, প্রতিনিধিদলটি ইরকন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব, আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল ম্যানেজার দেবেন্দ্র সিং এবং ইরকনের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরিমোহন গুপ্তা। অন্যদিকে, প্রকল্পে পরিবেশের যে



*মডেল দেখছেন সংসদীয় রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। বৃহস্পতিবার।*

ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণে ২০ একর ফাঁকা জমিতে নয়া বনসৃজন করবে ইরকন এবং ভবিষ্যতে তা তুলে দেওয়া হবে বন দপ্তরকে। এর জন্য নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগান এলাকায় থাকা ওই পরিমাণ খাসজমি রেলকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

কয়েক দফায় দিন পিছিয়ে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে যে ৪৪.৯৬ কিলোমিটারের সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শেষ হচ্ছে না, তা স্পষ্ট হয়ে গেল রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রকল্প পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে। লোকসভার ১২ এবং রাজ্যসভার ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদলটি বৃহস্পতিবার প্রকল্পের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে। প্রকল্পটির কাজের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা হচ্ছে, পরিবেশগত সমস্যার সম্ভাবনা কতদূর, এমন নানান বিষয়ে খোঁজ নেন লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যরা। টানা বৃষ্টি, ধস, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিনের পর দিন বন্ধ থাকা এবং সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে প্রকল্পের কাজ নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে ইরকনের তরফে জানানো হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ কোন পর্যায়ে রয়েছে, তাও তুলে ধরা হয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে। ইরকনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের কাজ ৭৭ শতাংশ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ শেষ করে ট্রেন ছুটতে পারে আগামী বছরের ডিসেম্বরে।

অন্যদিকে, রেলপ্রকল্পটির জন্য পরিবেশগত ক্ষতি হওয়ায় এবং তা পূরণে রাজ্য সরকার রেলকে ২০ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আয়তনে বাড়ার সম্ভাবনা গরুমারা জাতীয় উদ্যানের। বুধবার নবান্ন থেকে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন দুই মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পাল। জানা গিয়েছে, বন দপ্তরের সহযোগিতায় গাছ লাগানোর পর ইরকন তা ফের বন দপ্তরকে হস্তান্তর করবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে যত সংখ্যক গাছ কাটা পড়েছে, তার ১০ গুণ গাছ ওই জমিতে লাগানো হবে।' বামনডাঙ্গা চা বাগানের জিরো বাঁধ সংলগ্ন যে জমি এর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, তা জাতীয় উদ্যান লাগোয়া। গন্ডার, হাতি, বাইসন, চিতল হরিণ, সম্বরের মতো বুনোদের অবাধ বিচরণভূমি। ২২ নম্বর জেএল ও ১০১ নম্বর এলআর প্লট থেকে ২০ একর জমি রেলকে দেওয়া হচ্ছে। বন দপ্তরের গরুমারা ডিভিশনের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'গাছ লাগানোর কাজটি আমাদের তত্ত্বাবধানে হবে। দ্রুত এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।'

## নবান্নে মধ্যস্থতাকারী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

# পাহাড় সমস্যা সমাধানে আশার আলো উজ্জ্বল

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** রাজ্য সরকারের সায় মেলায় এবার বরফ গলতে পারে পাহাড়ে। পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে খুলতে পারে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দরজা। পাহাড় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে, তা থেকেই এমন আশার আলো বেরিয়ে আসছে। এদিনের বৈঠকে রাজ্যের তরফে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল ও মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত।

রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটতেই পাহাড় সমস্যার সমাধানে নতুন করে আলোচনার রাস্তা খুলছে। নতুন করে পাহাড় ইস্যুতে যাতে আলোচনা শুরু করা যায়, সেই লক্ষ্যে বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজু বিস্ট ও পঙ্কজকুমার সিং নবান্নে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যায় স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা এবং সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং পাহাড় সমস্যার আলোচনা এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, তাও তিনি তুলে ধরেন বৈঠকে। সমস্ত বিষয় শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু এক্ষেত্রে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সংবিধানের মধ্যে থেকে রাজ্য সরকারের তরফে



■ পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সাংসদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রীয় মধ্যস্থতাকারীর

■ শুভেন্দু সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি বিস্টের

■ কেন্দ্র-রাজ্যের আলোচনায় নির্দিষ্ট হতে পারে ত্রিপাক্ষিকের দিন

সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন বলে রাজু বিস্টের বক্তব্য। তিনি বলেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকদিন ধরেই কাজ করছে। কিন্তু এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কাছ থেকে কোনওরকম সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এবার রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

রাজ্য যেহেতু সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে, ফলে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা দেখা দেবে না বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি মাসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের আলোচনার মধ্যে দিয়ে এবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দিন নির্ধারণ হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল জমানায় পাহাড় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রের তরফে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও, তেমন আমল দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। যে কারণে রাজ্যের বিরুদ্ধে বারবার অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। পাহাড় পরিস্থিতি বুঝতে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং কয়েক মাস আগে এখানে এসেছিলেন। পাহাড়ে পৌঁছে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তিনি যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনই শিলিগুড়িতেও বৈঠক করেছেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে। তবে পাহাড় এবং সমতলের বৈঠক নিয়ে তখন বিস্তর প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল সহযোগী পাহাড়ের শাসকদল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর নতুন করে আলোচনা শুরু বলে অনীতদের অবস্থান কী হয়, এখন সেটাই দেখার।

## নেতৃত্বে জগদীশ

*প্রথম পাতার পর*

বিদ্রোহের ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী বিক্ষুব্ধ সাংসদরা সরাসরি বিজেপিতে যোগ না দিয়ে 'নতুন তৃণমূল' হিসেবে কাজ করবেন এবং আইনি পথে দলের প্রতীক 'জোড়াফুল' ব্যবহারের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এর ফলে একদিকে বিজেপির বিল পাশের রাস্তা সাফ হবে, অন্যদিকে সংসদেও 'নতুন তৃণমূল'-এর আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত হবে। রাজ্যসভায় তৃণমূলের এক মহিলা সাংসদের আশঙ্কা, বিধানসভার থেকেও বড় নাটকীয় মোড় নিতে চলেছে সংসদে। যেখানে অর্থের বিনিময়ে অনেকে দল ছাড়তে পারেন।

লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র অবশ্য অন্য কারণ দেখছেন। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থার ভিত্তিতেই দল প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ ভোট পেয়েছে। কিন্তু ১৫ বছর পর ক্ষমতার বাইরে যাওয়ায় আইনি ও ব্যক্তিগত সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে ভয়ে ও ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত রাজনৈতিক জীবনের খোঁজে অনেকে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার পথ খুঁজছেন। তাঁদের মাথার ওপর থেকে নবান্নের প্রশাসনিক সুরক্ষাকবচ উধাও হতেই শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য পালটা ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরও। সাংবিধানিক আইনি লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করতে ৮ জুন দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকের ফাঁকে তৃণমূল নেত্রী কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলবেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব, উদ্ধব ঠাকর প্রমুখ বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলাদাভাবে বৈঠক করার কথা রয়েছে।

বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের টার্গেট সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে দলের ৪১ জন সাংসদের (লোকসভায় ২৮ এবং রাজ্যসভায় ১৩) অন্তত ২১ জনের সমর্থন নিশ্চিত করা। দলত্যাগ বিরোধী আইনের খাঁড়া এড়াতে লোকসভায় ২৮ জনের মধ্যে অন্তত ১৯ জনের সমর্থন প্রয়োজন। এই জাদুকরি সংখ্যা ছোঁয়ার জন্য ব্লু-প্রিন্ট একপ্রকার চূড়ান্ত। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিলেও কাকলি ঘোষদস্তিদার, জগদীশ রায় বসুনিয়া, অসিত মাল-রা প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করছেন না।

ঘনিষ্ঠ মহলে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ শুধু বলেছেন, এই পরিস্থিতির জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই দায়ী। কাকলির সঙ্গে অন্য সাংসদদের কথা বলার পরামর্শ দিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁর একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য তিনি পোস্টটি ডিলিট করে দেন। এদিন জগদীশকে একাধিকবার ফোনে ধরার চেষ্টা হলেও তিনি সাড়া দেননি। পরে একবার ফোন ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। পরে ফোনটি কেটে দেন।

গত সপ্তাহে একটি গ্রুপে বিদ্রোহের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আরও উসকে উঠেছে রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মন্তব্যে।

তিনি জানিয়েছেন, লোকসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংসদীয় দলের প্রধানের পদ থেকে অপসারণের দাবিতে ২০ জন সাংসদ ইতিমধ্যে লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, 'কাকলি ঘোষদস্তিদার সহ ওই সাংসদরা নিজেদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা চালাচ্ছেন। আর একটু অপেক্ষা করুন। সময় এলে অভিষেককে সরাতে লোকসভার অধ্যক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন তাঁরা।'

কাকলি ইতিমধ্যে দলের চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। প্রকাশ্যে বেসুরো অবস্থান নিয়ে অস্বস্তি বাড়াচ্ছেন রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ও।

## কয়েকশো কোটি কার হাতে?

*প্রথম পাতার পর*

ট্রাস্টের মাধ্যমে ১৮৪.৫ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছিল তৃণমূল। ওই আর্থিক বছরেই সমস্ত আঞ্চলিক দলের মধ্যে সবথেকে বেশি অনুদানও পেয়েছিল তৃণমূল। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের নির্বাচনি অনুদান এবং চাঁদার রিটার্ন এখনও দল ফাইল করেনি।

সদ্যই শেষ হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। এবারও ভোটের আগে দলের কোষাগারে প্রচুর অর্থ ঢুকেছিল বলে দাবি করছেন শীর্ষস্থানীয় এক নেতা। ভোটের বাজারে খরচও হয়েছে প্রচুর। সেই তারপরও ৫০০-৭০০ কোটি টাকা এই মুহূর্তে কোষাগারে আছে বলে দাবি। অঙ্কটা বেশি বই কম হবে না।

বন্ডের মাধ্যমে তৃণমূলের তহবিলের ভরিয়ে দিয়েছিল বেশকিছু সংস্থা। তারমধ্যে ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস একাই দিয়েছিল ৫৪২ কোটি টাকা। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে হলদিয়া এনার্জি লিমিটেড ২৮১ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিল মমতার দলকে। এর বাইরে আরও প্রায় আটটি সংস্থা মোটা অঙ্কের বন্ড দিয়েছিল।

দলের সর্বশেষ ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছিলেন তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ। কিন্তু ঋতব্রত কাণ্ডের পর বর্তমানে দলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোষাগারে হাত দেওয়ার অধিকার কার, তা নিয়ে দলের অন্দরেই সংশয়। কিন্তু বিদ্রোহের জল যেভাবে দ্রুত গড়াচ্ছে, তাতে কাল কী হবে কেউ নিশ্চিত নন। যদি জোড়াফুল প্রতীকটা নিয়েই টানাটানি হয়, তাহলে কি আর মমতার হাতে থাকবে কোষাগারের অধিকার, চর্চা চলছেই।

দলের এক মুখপাত্র অবশ্য বলছেন, 'দলের সমস্ত কমিটি এই মুহূর্তে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ কে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে নতুন গোষ্ঠী চাইলেও এই তহবিলে হাত দিতে পারবে না। বুধবার যে কায়দায় বিরোধী দলনেতা বেছে নেওয়া হয়েছে তার বৈধতা নিয়ে আমরা আগেই প্রশ্ন তুলেছি। দলের সংবিধান খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।'

# টিকে থাকতে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন'

*প্রথম পাতার পর*

বাংলাদেশ থেকে মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে এরাজ্যে ঢোকার পর হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এরপরই নাকি স্বয়ং অমিত শা তাঁকে ফোন করে দেশের স্বার্থে গোটা বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন। সদ্য ক্ষমতা হারানো মমতার ধর্না মঞ্চে হুংকার দিয়েছিলেন, 'সরকার বদলালেও আমি সব জানি। তবে নাম বললে বাংলাদেশে অশান্তি ছড়াবে।'

ভারত ও বাংলাদেশের নতুন সরকার যখন পারস্পরিক বিশ্বাস ফেরাতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক সেই সময় মমতার এই বিতর্কিত মন্তব্য দুই দেশের সম্পর্কে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা'র অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এরকম একটি স্পর্শকাতর খুনের তদন্ত নিয়ে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টাকে একজন প্রবীণ রাজনীতিকের চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে মনে করা হচ্ছে।

মমতার এই মন্তব্যের কড়া আইনি ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিং। তাঁর অভিযোগ, স্রেফ রাজনৈতিক মাইলেজ পেতে বিদেশের একটি হত্যাকাণ্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জড়িয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন মমতা। এর ফলে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এবং জামাত বা 'ডিপ স্টেট'-এর মতো ভারতবিরোধী শক্তিগুলি নতুন করে ইন্ধন পেতে পারে।

এর আগে মে মাসেও ওই আইনজীবী 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করে মমতার নামে এফআইআর করেছিলেন ধর্ম নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের করা এবারের অভিযোগপত্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হয়েছে। রিঙ্কির বক্তব্য, 'ওই ছাত্র নেতার মৃত্যুর পেছনে বাংলাদেশ সরকার কখনও ভারতকে দায়ী করেনি। ভারতও এব্যাপারে কিছু বলেনি। অথচ এখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে যেতে পারে।'

আইনজীবীর কথায়, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথা ঠিক হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে বাংলাদেশের ওই নেতাকে খুনের ব্যাপারে তাঁর কাছে ফোন এসেছিল। যেটা পুরোপুরি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সেই ব্যাপার প্রকাশ্যে আনার কথাই নয়।' বাংলাদেশ সরকার আপাতত এই বিতর্ক ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও অস্বস্তি রয়েই যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, অন্য দেশের কোনও নেত্রীর কথায় তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না, দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি ভারত সরকারের সঙ্গে সরকারি স্তরে আলোচনা হচ্ছে।

গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় নির্বাচনি প্রচারের সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন ভারত-সমালোচক হাদি। মার্চ মাসে ওই খুনে জড়িত অভিযোগে ফয়জল করিম মাসুদ, আলমগির হোসেন এবং তাদের সাহায্যকারী ফিলিপ সাংমাকে বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

ওই ঘটনায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে আলোড়ন ফেলেছিল যে সেই ঘটনাকে 'হাদি এফেক্ট' বলা হতে থাকে। অভিযোগ উঠছে সদ্য নির্বাচনে হেরে এই বেপরোয়া মন্তব্য প্রমাণ করে দিল, নিজের রাজনৈতিক হতাশার কারণে মমতা দেশের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে কালিমালিপ্ত করতে পিছপা হচ্ছেন না।

## নাবালিকা উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** ফুলবাড়ির গঠমাবাড়ি এলাকায় এক ৯ বছরের নাবালিকাকে উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় একটি মন্দিরে সে বসে ছিল। সে কোথা থেকে এসেছে তা জানতে চান স্থানীয়রা। কিন্তু বাড়ি কোথায় বা বাবার নাম কী, কিছুই ঠিকঠাক জানাতে পারেনি। বাড়িতে বকা খেয়ে একা একা হেঁটে সে ফুলবাড়িতে চলে আসে বলে জানিয়েছে। এনজেপি থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেয়। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করেছে পুলিশ।

## গ্রেপ্তার তিন

**নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি, ৪ জুন :** বুধবার রাতে ৫১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ নকশালবাড়ি তালতলা শ্মশানঘাট থেকে গ্রেপ্তার হন এক তরুণ। বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কিতে কাফ সিরাপ সহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। নকশালবাড়ি থেকে ধৃত তরুণের নাম দিবাকর শিকদার, খালপাড়ার বাসিন্দা। ধৃত ব্রাউন সুগার হাতবদল করতেই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনজনকেই শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

## বজ্রপাতে মৃত ৭

**মালদা ব্যুরো, ৪ জুন :** বৃহস্পতিবার বিকেলে বজ্রপাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বংশীহারী ব্লকে এক দম্পতি ও তাঁদের শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। আর তপন ব্লকে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে দুই জেলায় মোট ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

# ডিম ইন, আগামী বিপন্ন মমতার

*প্রথম পাতার পর*

কর্ণাটকে একবার কংগ্রেস-জনতা দলের ১৬ জন বিধায়ক চলে যান বিজেপিতে। মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ২২ কংগ্রেস বিধায়ক ভাঙিয়ে সরকারের পতন ঘটান, চলে যান বিজেপিতে। কংগ্রেসের ৮ বিধায়ক একই দৃশ্য দেখান গোয়ায়।

হয় টাকা নাও, আমাদের দলে এসো কিংবা জেলে পচার জন্য তৈরি হও। এই বার্তা দিয়ে, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের টেনে বড় বড় অপারেশন করেছে বিজেপি। কলকাতাতে তারা বসেই বা থাকবে কেন বিপক্ষের সীমাহীন দুর্বলতা দেখে? আমরা এতদিন বলতাম, বাঙালির রাজনীতিতে সামান্যতম আদর্শবোধ রয়েছে। বাঙালি একটু ব্যতিক্রমী। এই ঘটনা বোঝাল, আয়ারাম গয়ারাম রাজনীতিতে বাংলা অন্য রাজ্যকে টেক্কা দেবে। বাঙালি এতদিনে প্যান ইন্ডিয়ান হয়েছে। মিরজাফর ইন, মিরমদন আউট। বিশ্বাসঘাতকতা ইন, আনুগত্য আউট।

এসব ছাপিয়ে আপাতত বড় হয়ে উঠছে মমতার এই প্রাণের দলের বালির ঘরের মতো ভেঙে পড়া। পুরো দলটা এমনভাবে দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন, এমনভাবে ক্ষমতার মোহে নেশাগ্রস্ত, সমর মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, অরূপ রায়, চন্দ্রনাথ সিংহ, সাবিনা ইয়াসমিন, শিউলি সাহার মতো সিনিয়াররাও ঋতব্রতর মতো ধান্দাবাজকে ধরে বাঁচতে চাইছেন। মমতা-অভিষেকের দয়ায় সবে নাম লেখানো প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ঋতব্রত নিশ্চয়ই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বা হিমন্ত বিশ্বশর্মা নন। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সততার দাঁড়িপাল্লায় বহু উঁচুতে ঋতব্রতর তুলনায়। শোভনদেব বনাম ঋতব্রত নিয়ে চুলচেরা হিসেব আজকের বাঙালি ভাবে না।

মমতার দুধকলা দিয়ে পোষা কালসর্পদের একমাত্র লক্ষ্য, নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেওয়া। বহু নেতার নামেই এফআইআর। জানেন, মমতা-অভিষেক থেকে দূরত্ব রচনা করলেই বিজেপির কাছ থেকে ছাড় পাওয়া যাবে। এঁদের সত্যিই যদি দলে থেকে বিদ্রোহ করার ইচ্ছে থাকত, তা হলে এঁরা দলবেঁধে আগে যেতেন মমতার কাছে। স্পিকারের কাছে নয়। বিধ্বস্ত মমতার পক্ষে আরও দুটো চরম লজ্জার ব্যাপার। তার এক ঝাঁক মুসলিম বিধায়ক পর্যন্ত পদ্মগন্ধে অস্থির হয়ে তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। মমতার বিরুদ্ধে এত মুসলিম তোষণের অভিযোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শূন্য। আর একটা ঘটনা, তাঁর বিস্তৃত সাংসদকুল একেবারে হাওয়া। ভ্যানিশ তো ভ্যানিশ।

হালে যাঁদেরকে রাজার হালে রাজ্যসভার সাংসদ করলেন, সেই কোয়েল মল্লিক, রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামীরা পর্যন্ত দুঃসময়ে মমতার ছায়া মাড়াচ্ছেন না। কোয়েলের মতোই সাগরিকা ঘোষ আখের গুছিয়ে অদৃশ্য। বাবুল সুপ্রিয় এক-দু'বার দেখা দিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছেন। দেব, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষ কোথায়? কোথায় সৌগত রায়? বিধায়কদের দল ভাগাভাগির খেলায় এঁদের কোনও মন্তব্যই নেই। ঘরে বসে মজা দেখছেন। সমস্যাটা শুধু বিধায়কদের নিয়ে নয়, সাংসদদের নিয়েও। মোদি-শা'র বিধায়কদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আসল লক্ষ্য সাংসদ ভাঙানো। সেই খেলাও শুরু হবে অতি দ্রুত।

বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে জয়ী তৃণমূল বিধায়কদের নামে দেওয়াল লিখনগুলো এখনও রয়েছে। তাঁদের সবার নামের আগে ঝুলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। মমতার আশীর্বাদধন্য জাতীয় কিছু লেখা, ছবি। সেই লেখাগুলো দেখলে বিধায়ক-সাংসদদের নিজেদের প্রতি লজ্জা হবে না? এটা তো এমন নয়, মমতার আমলে শুধু চুরি, দুর্নীতি হয়েছে। এর পাশাপাশি কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রীর কাজ হয়েছে। কলকাতা সহ বড় শহরে আলোর প্রলেপ পড়েছে। এই কথাগুলো সোচ্চারে পালটা বলার মতো সাংসদ-বিধায়কও মমতার হাতে নেই। সবাই ঘরবন্দি, মুখে তালা।

এমনিতে বঙ্গীয় রাজনীতি এই মুহূর্তে সারা ভারতে হাসির খোরাক। একইসঙ্গে অত্যন্ত জটিল এবং অত্যন্ত সরল। মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের প্রাক্তন। বিরোধী নেতাও প্রাক্তন তৃণমূল। মন্ত্রীরা অনেকে প্রাক্তন তৃণমূল। ওদিকে ১৫ বছর শাসনকর্তা থাকা তৃণমূল দলটাই কার্যত উঠে যাওয়ার মুখে। মমতাই প্রতীকহীন। তাঁর সঙ্গে জোড়াফুলের ছবি আর মেলানো যাবে না।

আর ওদিকে ডিম্ভাত খাওয়া ভুলে রাজনীতিতে ব্যস্ত বাঙালি ডিম ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত। বৃহস্পতিবার টালিগঞ্জের সিনেমাপাড়াতেও দুই পক্ষের মহিলারা ডিম ছোড়াছুড়ি করলেন। ভয় আউট, ভরসা ইনের বদলে ইট আউট, ডিম ইন হয়ে গিয়েছে! ডিম ইন, গানও ইন। মমতা তো গাইতেনই, এখন অগ্নিমিত্রা পাল গাইছেন, দিলীপ ঘোষ গাইছেন, দোলা সেন গাইছেন।

রাজ্যে এত মন্ত্রী, নেতা নির্বাচনের পর জেলে, তাঁদের নাম মনে রাখা কঠিন। এঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো নেতা বা কর্মী তৃণমূলে নেই। সুবিধেভোগীরাও নেই। মাঝ থেকে নব্য বিধায়করা সুজিত বসু, রথীন ঘোষদের পরিস্থিতি দেখে ভয়ে কাঁটা। কারও বিরুদ্ধে বিপুল সম্পত্তি বাড়ানোর অভিযোগ, কারও বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, প্রশাসনে বেআইনি হস্তক্ষেপের অভিযোগ। তাই সবাই মিলে গুটি গুটি ঋতব্রতর পিছনে। তাঁদের ভোটারদেরই ভাবা উচিত, কাকে তাঁরা রাজার ভার দিয়েছেন। জাভেদ খানের মতো প্রচুর বেআইনি সম্পত্তির মুসলিম নেতারা তো আরও কলঙ্কের। একবার বেআইনি সম্পত্তিতে বুলডোজার চলেছে। তাতেই কেঁপে অস্থির দাপুটে নেতা। ভুলে গিয়েছেন ভোটারদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ। ভুলে গিয়েছেন, এতদিন ধরে বিজেপি সম্পর্কে তাঁরা কী বলেছেন, বিজেপি এতদিন তাঁদের সম্পর্কে কী বলেছে।

বিধানসভায় এবারই দেখা গিয়েছে, কত বিধায়ক বাংলা দেখে দেখে বলতে হোঁচট খাচ্ছেন। তা খান। মমতার এই কালসর্প বিধায়করা এখন শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত লাইন বলার চেষ্টা করতে পারেন- 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'। যদিও এঁদের ছাড়া ছাড়া তীব্র পরস্পরবিরোধী কথা শুনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা অনেকেই জানেন না ভবিষ্যতে কী করবেন। নিজেকে বাঁচাতে দলে পড়ে চলে এসেছেন ঋতব্রতর পিছনে। যদি প্রাক্তন তৃণমূল দাদার ভরসার হাত পিঠে পড়ে!

এখন দেখতে চাই, শুধু মমতাকে দেখে যাঁরা তাঁর এই কালসর্পদের ভোট দিয়েছিলেন, সেই ভোটাররা কেন্দ্রে কী নিয়ে অপেক্ষা করেন। ফুল না ডিম না গান!

# টিকিটের আক্ষেপ মেটাবে ফ্যান জোন

## কিক অফের আগে সাজোসাজো রব কানাডায়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সন্দীপন রায়

**টরন্টো, ৪ জুন :** সকালের দিকে মিসিসগার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাউনটাউনের দিকে যাওয়ার সময় এখন রোজই নতুন কিছু চোখে পড়ছে। টিডি ব্যাংকের ডেস্কে পৌঁছানোর আগে রাস্তাঘাট, স্টেশন বা কফি শপ— সব জায়গায় একটাই আলোচনার বিষয়, ফুটবল বিশ্বকাপ। আর হবে নাই বা কেন! উদ্বোধনী ম্যাচের বাঁশি বাজতে যে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। আজ সকালেই ইউনিয়ন স্টেশনে নেমে দেখলাম, একদল তরুণ-তরুণী গায়ে উজ্জ্বল রঙের জ্যাকেট চাপিয়ে যাত্রীদের সাহায্য করছেন। এরা হলেন ফিফার ভলান্টিয়ার। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন, যাঁরা আগামী এক মাস ধরে বিদেশি পর্যটক এবং সমর্থকদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবেন।

গত কয়েকদিনে টরন্টো শহরের চেহারাটা আরও পালটে গিয়েছে। বিশেষ করে ডাউনটাউন এলাকায় কান পাতলেই এখন ইংরেজি কম, তুলনায় স্প্যানিশ, পর্তুগিজ থেকে শুরু করে নানা ভাষার মিশেল শোনা যাচ্ছে। আমেরিকার সীমান্ত পেরিয়ে যেমন দলে দলে মানুষ আসছেন, তেমনি ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকা থেকেও রোজ অসংখ্য উড়ান নামছে পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। শহরের নামীদামি হোটেলগুলোতে ইতিমধ্যেই 'নো ভ্যাকেন্সি' বোর্ড ঝুলতে শুরু করেছে। এই বিপুল জনস্রোত সামলাতে টরন্টো ট্রানজিট কমিশন (টিটিসি) এবং গো-ট্রানজিট বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে। খেলার দিনগুলোতে স্টেডিয়ামমুখী দর্শকদের জন্য অতিরিক্ত ট্রেন ও বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা শহর। কানাডার নিজস্ব পুলিশবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা দল।

যাঁদের পকেটে মাঠের টিকিট নেই, তাঁদের হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ, ফিফা ফ্যান ফেস্টিভাল বা ফ্যান জোনগুলো এখন সমর্থকদের স্বাগত জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত। টরন্টোর প্রাণকেন্দ্রে বিশাল সব জায়েন্ট স্ক্রিন বসানোর কাজ শেষ। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের আলো আর শব্দের পরীক্ষানিরীক্ষা। এই ফ্যান জোনগুলিতে শুধু খেলা দেখানোই হবে না, থাকবে লাইভ কনসার্ট, নানা দেশের খাবারের স্টল আর বিনোদনের এলাহি আয়োজন। কাজের ফাঁকে লাঞ্চ ব্রেকে অফিস থেকে বেরিয়ে এই এলাকাগুলোতে ঢুঁ মারলেই বোঝা যাচ্ছে, উত্তেজনার পারদ ঠিক কতটা চড়েছে। আয়োজকদের দাবি, এই ফ্যান জোনগুলিই আগামী এক মাস হয়ে উঠবে শহরের মিনি-স্টেডিয়াম।

শুধু টরন্টো নয়, দেশের অপর প্রান্তে ভ্যাঙ্কুভারের ছবিটাও একেবারে এক। বিসি প্লেস স্টেডিয়ামের চারপাশ মুড়ে ফেলা হয়েছে বিশ্বকাপের ফেস্টুন আর ব্যানারে। সমুদ্রের ধারের ফ্যান জোনগুলিতে উপচে পড়া ভিড়ের অপেক্ষায় দিন গুনছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এখানকার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এটা শুধু একটা টুর্নামেন্ট নয়, বরং নিজেদের শহরকে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একটা সুবর্ণ সুযোগ। গত প্রস্তুতি ম্যাচে উজবেকিস্তানকে হারানোর পর কানাডা জাতীয় দলের আত্মবিশ্বাসও এখন তুঙ্গে। সব মিলিয়ে, আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখছে না দুই শহর।

**পরিবর্তন যেখানে**

ইংরেজির তুলনায় স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ভাষা বেশি শোনা যাচ্ছে।

ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকা থেকেও প্রতিদিন অসংখ্য উড়ান নামছে পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

কানাডার নিজস্ব পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা দল।

টরন্টোর প্রাণকেন্দ্রে বিশাল সব জায়েন্ট স্ক্রিন বসানোর কাজ শেষ।

*ফিফা ফ্যান পার্কের জন্য সেজেছে টরন্টোর ফোর্ট ইয়র্ক হিস্টোরিক সাইট।*

# আলাদা জার্সিতে দুয়ে ভাইয়েরা

*গুয়েলা দুয়েকে দেখা যাবে আইভরি কোস্টের জার্সিতে। আর তাঁর ভাই দেজিরে খেলবেন ফ্রান্সের হয়ে।*

**প্যারিস, ৪ জুন :** ফুটবলের রোমাঞ্চকর দুনিয়ায় অনেক সময় একই পরিবারের দুই সদস্য ভিন্ন দেশের জার্সিতে মাঠে নামেন। আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপেও এমন এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হতে চলেছে গোটা ফুটবল বিশ্ব। ফরাসি ক্লাব রেনেঁর অ্যাকাডেমিতে ছোটবেলায় একসঙ্গে ফুটবল পায়ে বেড়ে উঠেছিলেন দেজিরে ও গুয়েলা দুয়ে। ফরাসি মা এবং আইভরিয়ান বাবার সন্তান এই দুই ভাই এখন বিশ্বমঞ্চে একে অপরের প্রতিপক্ষ হতে চলেছেন। ক্লাব ফুটবলেও এখন তাঁদের পথ আলাদা। বড় ভাই গুয়েলা গত বছর স্ট্রাসবুর্গে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে ছোট ভাই দেজিরে খেলছেন ফরাসি জায়েন্ট প্যারিস সাঁ জাঁ-য়ে। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও তাঁরা আলাদা পথ বেছে নিয়েছেন। গত বছর থেকেই আইভরি কোস্টের নিয়মিত সদস্য গুয়েলা। অন্যদিকে, দিদিয়ের দেশাঁর ফ্রান্স দলে জায়গা করে নিয়েছেন দেজিরে। তাঁরা একে অপরের সবচেয়ে বড় সমর্থক। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে এবার পারিবারিক আনুগত্যের চরম পরীক্ষা হতে চলেছে। ফ্রান্স এবারে খেতাব জয়ের অন্যতম বড় দাবিদার। কিলিয়ান এমবাপে, ওসমানে ডেম্বেলেদের সঙ্গে দেজিরে ফরাসি আক্রমণভাগকে আরও শক্তিশালী করবেন। অন্যদিকে আইভরি কোস্টও ডার্ক হর্স হিসেবে চমক দিতে প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার নঁতেতে একটি প্রীতি ম্যাচে দুই ভাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিশ্বকাপে যদি এই দুই ভাই ফের একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নামেন, তবে তা নিঃসন্দেহে টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা আকর্ষণ হতে চলেছে।

# দুই বন্ধুর জুটিতে আশায় কলম্বিয়া

**বোগোটা, ৪ জুন :** ছোটবেলার বন্ধুত্ব থেকে বিশ্বমঞ্চের লড়াই-হামেস রডরিগেজ এবং হুয়ান ফার্নান্দো কুইন্তেরোর যুগলবন্দির ওপরই কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের পর এবার নিজেদের তৃতীয় বিশ্বকাপে মাঠে নামতে চলেছেন এই দুই তারকা। উভয়েই বাঁ পায়ের জাদুকর। ২০১৪ সালে হামেস এবং ২০১৮ সালে কুইন্তেরো নিজেদের জাত চিনিয়েছেন। ২০২২ সালে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও, এবার ২০২৬ বিশ্বকাপে মেক্সিকোতে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে কলম্বিয়া। এরপর কঙ্গো এবং পর্তুগালের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই। ৩৪ বছর বয়সি হামেস এখন মেজর লিগ সকারে মিনেসোটা ইউনাইটেডের হয়ে খেলছেন, আর ৩৩ বছর বয়সি কুইন্তেরো মাতাচ্ছেন আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেটকে। ২০০৫ সালে ছোটদের একটি টুর্নামেন্ট থেকে তাঁদের পরিচয়, যা পরে গভীর বন্ধুত্বের রূপ নেয়। একে অপরকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসেন। মাঠে দুইজনের বোঝাপড়া এতটাই নিখুঁত যে, বিপক্ষের রক্ষণভাগ চূর্ণ করতে তাঁদের একটা পাসই যথেষ্ট। কোচ নেস্টর লোরেঞ্জোও এই দুই অভিজ্ঞ প্লেমেকারের ওপর ভীষণ ভরসা করছেন। গত কোপা আমেরিকাতেও দলকে ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা। কলম্বিয়ার ঐতিহ্যবাহী আক্রমণাত্মক ফুটবলের প্রতীক হয়ে উঠেছেন এই দুজন। আসন্ন বিশ্বকাপে বল পজেশন ধরে রেখে বিপক্ষের বক্সে নিখুঁত পাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে হামেস ও কুইন্তেরোর রসায়নই হতে চলেছে লা ট্রিকালারদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

*বাঁ পায়ের দুই জাদুকর হামেস রডরিগেজ এবং হুয়ান ফার্নান্দো কুইন্তেরোর বোঝাপড়াই অস্ত্র কলম্বিয়ার।*

# বিশ্বকাপে এবার চার কোয়ার্টার

**নিউ জার্সি, ৪ জুন :** ফুটবল খেলা বরাবরই ৪৫ মিনিটের দুইটি অর্ধে বিভক্ত। মাঝে থাকে ১৫ মিনিটের বিরতি। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে এই চেনা ছকে বড়সড়ো বদল আসতে চলেছে। এবার থেকে প্রতি অর্ধে বাধ্যতামূলক 'হাইড্রেশন ব্রেক' বা জলপানের বিরতি দেওয়া হবে। অর্থাৎ, খেলা হবে অনেকটা হকি বা বাস্কেটবলের মতো চার কোয়ার্টারে। আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন, প্রথম অর্ধে ২২ মিনিট এবং দ্বিতীয় অর্ধে ৬৭ মিনিটের মাথায় এই ৩ মিনিটের বিরতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে প্রবল গরমে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই ফিফার এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

তবে এই নতুন নিয়ম ফুটবলের কৌশলগত দিকটাও অনেকটাই বদলে দিতে পারে। এই ৩ মিনিটের বিরতিতে কোচেরা খেলোয়াড়দের নতুন কৌশল বোঝানোর বা দলের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার দারুণ সুযোগ পাবেন। ইউএসএ কোচ মরিসিও পোচেত্তিনো ইতিমধ্যে মাঠের ধারে ল্যাপটপে ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে খেলোয়াড়দের

## আবহাওয়া মোকাবিলায় নতুন নিয়ম

নির্দেশ দেওয়া শুরু করেছেন। ফলে এখন সাইডলাইন থেকে শুধু চিৎকার করার বদলে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ বেশি গুরুত্ব পাবে। ফিফা সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোকেও এই বিরতিতে বিজ্ঞাপন দেখানোর অনুমতি দিয়েছে। ১০৪টি ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে মোট ৬২৪ মিনিট বা প্রায় ১০.৪ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় যোগ হবে। অন্যদিকে নিউ জার্সিতে ফাইনাল ম্যাচের বিরতি ১৫ মিনিটের বদলে সুপার বোলের ধাঁচে ৩০ মিনিট করা হতে পারে, যেখানে বিশেষ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। নতুন এই নিয়মে বেলজিয়াম কোচ রুডি গার্সিয়া খুশি হলেও, ইউএসএ কোচ পোচেত্তিনো কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে এতে খেলার স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়।

## লিয়ামের তোপে আইপিএলের বাইশ গজ

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** আইপিএল শেষ হতেই শুরু বিতর্ক। ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোনের নিশানায় টুর্নামেন্টের বাইশগজ।

'আইপিএল ব্যাটারদের মঞ্চ!' বোলারদের এমন অভিযোগ বরাবরের। সেই বিতর্কেই যেন ঘি ঢাললেন লিভিংস্টোন। তাঁর দাবি, আইপিএলে পিচগুলো এতটাই ব্যাটিং সহায়ক যেখানে দক্ষতা প্রদর্শনের কোনও সুযোগ নেই। এক সাক্ষাৎকারে ইংলিশ তারকা বলেছেন, 'মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২৪০-এর বেশি রান তাড়া করেও ১৮ ওভারে ম্যাচ জিতি আমরা (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ)। বিষয়টা খুব একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ছয় আর ছয়। কোনও দক্ষতা নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'বল খুব সহজেই ব্যাটে আসছিল। বোলারদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতি।'

শুধুই সমালোচনা নয়, তরুণ বৈভব সূর্যবংশীর প্রশংসাও শোনা গেল লিভিংস্টোনের মুখে। বলেছেন, 'ওর মতো ব্যাটার আগে দেখিনি। আর প্রতিযোগিতার শেষ পর্বে ও যে উন্নতি করেছে তা অভূতপূর্ব। যেখানেই বল করা হয়েছে বাউন্ডারি মেরেছে।'

## সাহাল-লিস্টনদের ছাড়াই আজ নামছে ভারত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুন :** ইউনিটি কাপের জন্য জাতীয় দলে ফুটবলার ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শুক্রবার তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচেও সাহাল আব্দুল সামাদ, লিস্টন কোলাসোদের ছাড়াই মাঠে নামছে ভারত। ৫ ও ৯ জুন তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে খালিদ জামিলের ছেলেরা। ওই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলেও সবুজ-মেরুনের কোনও ফুটবলারকে রাখেননি জাতীয় দলের কোচ খালিদ। দলে একমাত্র নতুন মুখ পার্থিব গগৈ। চোটে কাবু রায়ান উইলিয়ামস। তাঁর জায়গায় পার্থিবকে নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে আটটায় হিসর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামছে ভারত। ইউনিটি কাপের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ খালিদের দলের সামনে।

বিশ্বকাপ কলার

*বলকে পায়ে বশ মানানোর মহড়ায় স্পেনের পেড্রি।*

*ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে ঘিরে খুনশুটি রুবেন ডায়াস ও দিয়েগো ডালোটের।*

*প্রস্তুতির মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছেন লিয়ান্দ্রো পারেডেস ও লিওনেল মেসি।*

## নিষিদ্ধ জলের বোতল

**নিউ ইয়র্ক, ৪ জুন :** স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপে দর্শকদের জলের বোতল নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ফিফা। মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো ধরনের বোতল, কাপ বা ক্যান নিয়ে মাঠে ঢোকা যাবে না। এর আগে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে প্রবেশের অনুমতি ছিল। তবে গরমে দর্শকদের সুবিধার জন্য স্টেডিয়ামের বাইরে বিশেষ 'কুলিং টেন্ট' এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখার কথা জানিয়েছে ফিফা।

# বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন ডাচ অধিনায়ক ভার্জিল

**আমস্টারডাম, ৪ জুন :** কাতার বিশ্বকাপের হতাশা আর ২০২৪ সালের ইউরো কাপের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নেদারল্যান্ডস। দলের অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের মতে, আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত ও অভিজ্ঞ ডাচ ব্রিগেড এবার আমেরিকায় বিশেষ কিছু করে দেখাতে মরিয়া। ফিফাকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে লিভারপুল তারকা শোনালেন কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে সেই যন্ত্রণাদায়ক হারের স্মৃতি থেকে শুরু করে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের রণকৌশল।

প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার অনুভূতি জানাতে গিয়ে ভ্যান ডায়েক বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপের মঞ্চে নামার অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা এবং গর্বের।' আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সেই রুদ্ধশ্বাস লড়াইকে 'অত্যন্ত তীব্র' আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, ০-২ পিছিয়ে থাকার পর দুর্দান্ত কামব্যাক করে স্কোর ২-২ করার মুহূর্তটা দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে পেনাল্টি শুটআউট নিয়ে ডায়েক বেশ অকপট। তাঁর মতে, অনুশীলনে টানা পেনাল্টি থেকে গোল করলেও আসল ম্যাচের চাপ একেবারেই ভিন্ন। আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে অনুশীলনে সব পেনাল্টি থেকে গোল করলেও, আসল ম্যাচেই তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফুটবলের এই চরম বাস্তব মেনে নিয়েই এবার শুটআউট নিয়ে বাড়তি কসরত করছে ডাচ দল।

১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ২০১০- তিনবার ফাইনালে উঠলেও বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি নেদারল্যান্ডসের। ২০১০ সালের ফাইনালে স্পেনের ইকের ক্যাসিয়াসের পায়ে লেগে আর্জেন রবেনের সেই শট আটকে যাওয়ার আক্ষেপ আজও তাড়িয়ে বেড়ায় ডাচদের। তবে ভ্যান ডায়েকের মতে, নেদারল্যান্ডসের মতো একটা ছোট দেশ ফুটবলে যা করেছে, তা সত্যিই গর্বের। এখন শুধু সেই অধরা ট্রফিটা জেতার পালা। সমর্থকদের বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে তিনি জানান, আজকের দিনে সবারই নিজস্ব মতামত থাকে। তবে সে সবে বেশি কান না দিয়ে দলের নিজস্ব পরিকল্পনায় ফোকাস করাটাই আসল লক্ষ্য। কাতারে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে গ্যালারির সমর্থন দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যেন বুয়েনস আয়ার্সে খেলছেন। তাই আমেরিকাতেও ডাচ সমর্থকদের বিপুল উপস্থিতি আশা করছেন তিনি।

দলের তরুণ প্রজন্মের উপর দারুণ আস্থাশীল অধিনায়ক ভ্যান ডায়েক। তাঁর মতে, ইউরো কাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুবাদে ডাচ ফুটবলাররা এখন অনেক বেশি পরিণত। তবে শুধুমাত্র কয়েকজন দারুণ ফুটবলার থাকলেই যে বিশ্বকাপ জেতা যায় না, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রয়োজন একটা জমাট বাঁধা দল এবং অবশ্যই কিছুটা ভাগ্য। চোটমুক্ত থেকে দলের সবাই যদি নিজেদের সেরাটা দিতে পারে, তবে এই ডাচ দল বিশ্বমঞ্চে অসাধ্য সাধন করতে পারে বলেই দৃঢ়বিশ্বাস অধিনায়কের।

*নেদারল্যান্ডসের রক্ষণভাগকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।*

**চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপের মঞ্চে নামার অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা এবং গর্বের।**

**-ভার্জিল ভ্যান ডায়েক**

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত রোহিতও

# ওডিআই সিরিজে নেই বিরাট

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য খারাপ খবর। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট কোহলি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। যার জেরে সিরিজে দেখা যাবে না ভারতীয় চেজমাস্টারকে। বিরাটের সঙ্গে অনিশ্চিত রোহিত শর্মাও। দলে রাখা হলেও ফিটনেস ফ্যাক্টরের কথা বলা হয়েছিল। সিরিজের আগে দরকার ফিটনেস ছাড়পত্র। আশঙ্কা, ওডিআই সিরিজের ধকল নেওয়ার মতো ফিট নন রোহিতও।

প্রাথমিকভাবে ৯ জুন বাকি দলের সঙ্গে নিউ চণ্ডীগড়েই যোগ দেওয়ার কথা ছিল বিরাট ও রোহিতের। যদিও বিধি বাম। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর টানা দ্বিতীয় খেতাব জয়ের কারিগর বিরাট ৬৭৫ রান করেন। অরেঞ্জ ক্যাপের তালিকায় চতুর্থ স্থানে। প্রচণ্ড গরমে টানা ক্রিকেটের জের- হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা। শেষপর্যন্ত যা ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে দিল বিরাটকে। ১৩ জুন ওডিআই সিরিজের শুরু ধরমশালায়। বাকি দুইটি ম্যাচ যথাক্রমে লখনউ (১৭ জুন) ও চেন্নাইয়ে (২০ জুন)। বিরাটের অনুপস্থিতিতে যে সিরিজের আকর্ষণ অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি থাকছে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যে প্রস্তুতির ভাবনায় ধাক্কাও। তবে বিরাটের অনুপস্থিতিতে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার সুযোগও পাবেন গৌতম গম্ভীররা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। আইপিএল ফাইনালে চোট পান। স্ক্যান রিপোর্টে বিষয়টি সামনে এসেছে।' ফলস্বরূপ আফগানিস্তান সিরিজের বদলে ১৪ জুলাই শুরু ইংল্যান্ড সিরিজেই ভারতের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটছে কোহলির।

> হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। আইপিএল ফাইনালে চোট পান। স্ক্যান রিপোর্টে বিষয়টি সামনে এসেছে।
> -বিসিসিআই আধিকারিক

বিরাটের শূন্যস্থান পূরণের দৌড়ে রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা। গত নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজে দলে জয়সওয়াল ছিলেন। তবে তিন ম্যাচের কোনওটাতেই খেলার সুযোগ পাননি। রুতুরাজ ওপর দিকে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে দক্ষতার ছাপ রাখেন। চলতি সপ্তাহেই শ্রীলঙ্কায় শুরু ত্রিদেশীয় 'এ' সিরিজের দলেও আছেন।

# স্পিন ব্রিগেডের 'মেন্টর' কুলদীপ

**নিউ চণ্ডীগড়, ৪ জুন :** আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নেই রবীন্দ্র জাদেজাও। দুজনকে ছাড়াই সামনের দিকে এগোনোর চ্যালেঞ্জ। নির্বাচকরা দলে রাখেননি অভিজ্ঞ অক্ষর প্যাটেলকেও। সিনিয়ার স্পিনার বলতে কুলদীপ যাদব। যাঁর কাঁধে একেবারে জোড়া দায়িত্ব। প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের চাপে রাখার সঙ্গে তরুণ স্পিন সতীর্থদের গাইড করা। ৬ জুন শুরু আফগানিস্তান টেস্টের জন্য মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অনুশীলনে সেই দায়িত্বে দেখা গেল কুলদীপকে। ওয়াশিংটন সুন্দর ছাড়াও সতীর্থ তথা দলে নবাগত মানব সুথার, হর্ষ দুবেদের 'মেন্টরের' ভূমিকায় রীতিমতো ব্যস্ত। আর নতুন যে দায়িত্বে খুশিটাও আড়াল করলেন না কুলদীপ।

চায়নাম্যান স্পিনারের মতে, 'দলে যখন নতুন কেউ আসে, তখন বাকিদের কাজ সে যাতে নতুন পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তা নিশ্চিত করা। সিনিয়ার সতীর্থ হিসেবে আমিও চাই, কোনও সমস্যায় পড়লে ওরা যেন কোনওরকম অস্বস্তি না নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে। দলে নতুন তিন মুখ। ওদের সঙ্গে ভালো বন্ডিং গড়ে উঠেছে। চেষ্টা করছি ওরা যেন অস্বস্তিতে না থাকে।' স্পিন বিভাগের মূল দায়িত্ব অবশ্য তাঁরই কাঁধে। আত্মবিশ্বাসী কুলদীপের মতে, টেস্ট ক্রিকেটে ধৈর্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত স্পিনারদের জন্য। প্রয়োজন লাইন-লেংথের পাশাপাশি ক্রিকেটীয়

> সিরাজকে নিয়ে আশাবাদী রায়ান টেন

বেসিকে ভরসা রাখা। তরুণ সতীর্থদের সেই টিপসই দিয়েছেন। মানছেন আইপিএলের টি২০ ফরম্যাট থেকে লাল বলের টেস্টের মেজাজে ঢুকে পড়া সহজ নয়। তবে বিশ্বাস, জাদেজা-অক্ষরদের অনুপস্থিতিতে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ কাজে লাগাবেন সুথার, হর্ষরা।

এদিকে, শনিবার শুরু টেস্টে মহম্মদ সিরাজের খেলা নিয়ে ইতিবাচক কথা শুনিয়েছেন ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'গতকাল নেটে সিরাজ বল করেছে। ফিটই মনে হয়েছে। খেলা নিয়ে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।' পাশাপাশি ওডিআই সিরিজে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়ে বলেছেন, 'দুজনের ব্যাপারে শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। সবকিছু প্রোটোকল মেনেই হবে। দুজনের ফিটনেস দেখে, মেডিকেল টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

একই সঙ্গে টেস্ট টিমের তিন নম্বর পজিশন নিয়ে দোলাচল মেটানোর কথাও রায়ানের মুখে। দৌড়ে বি সাই সুদর্শনের পাশাপাশি দেবদত্ত পাডিক্কাল রয়েছেন। ওয়াশিংটন সুন্দরকেও তিন নম্বরে খেলানো হয়েছে গম্ভীর জমানায়। যা নিয়ে ডোসেটের মন্তব্য, 'খুব বেশি পরিবর্তন, কাটাছেঁড়া হবে না। তিন নম্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন পজিশন। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তার ওপর ভরসা রেখে সময় দিতে চাই আমরা।'

*অনুশীলনের ফাঁকে কুলদীপ যাদব।*

## জিতেন্দ্রমোহন টিটি শুরু ৯ জুন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (চ্যাপ্টার ২) প্রথম জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি স্টেট র‍্যাংকিং টেবিল টেনিস ৯ জুন শুরু হবে। এই খবর দিয়ে সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস জানিয়েছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতাটি ১৪ জুন পর্যন্ত চলবে। শুধুমাত্র সিঙ্গলস ইভেন্ট হবে এই টুর্নামেন্টে। নাম জমা পড়েছে এক হাজারের ওপর।

*জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের অকশন ব্রিজে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা। ছবি : খোকন সাহা*

## ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন বিপ্লব-অমলকৃষ্ণ

**বাগডোগরা, ৪ জুন :** জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিপ্লব মজুমদার- অমলকৃষ্ণ বসাক। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তাঁরা ৯০৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন বাপন বন্দোপাধ্যায়-রাজেশ মিত্রকে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে সমীর মিত্র-সঞ্জয় দাস ১৭৬ পয়েন্টে জিতেছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য-সমীর হালদারের বিরুদ্ধে। বিজয়ীদের ট্রফি এবং নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন তিনজন বিশিষ্ট ব্রিজ খেলোয়াড় সঞ্জয় দে, উৎপল ঘোষ (পল) এবং উৎপল ঘোষকে (নিন্টু) ক্লাবের তরফে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন বিশু দত্ত, এস করঞ্জাই, সমীর ঘোষাল, পুর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নিতু ভৌমিক প্রমুখ।

# এশিয়ান দাবায় নামবে নিশান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** ৬৪ খোপের খেলায় শিলিগুড়ির নতুন গর্ব নিশান মণ্ডল। হায়দারপাড়ার ১১ বছরের ছেলেটি আগামী ডিসেম্বরে বিশেষভাবে সক্ষমদের এশিয়ান দাবায় অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে নামবে। কয়েকদিন আগে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত সিএফপিএম ন্যাশনাল দাবায় অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম হয়ে নিশান এশিয়ান দাবায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তবে এখানেই সে থেমে যেতে চায় না। তার লক্ষ্য গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া। সেই ক্ষমতা ছাত্রের রয়েছে বলেই বিশ্বাস নিশানের কোচ প্রসেনজিৎ সরকারের। বলেছেন, 'মাত্র আড়াই বছর হল ও দাবা শিখছে। এর মধ্যেই নিজে নিজে বেশ কিছু চাল উদ্ভাবন করেছে।' তিনি ছাত্রের উন্নতির শরিক করেছেন দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থাকেও। বলেছেন, 'একজন কোচের প্রশিক্ষণে কোনও দাবাড়ুর সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। জেলা সংস্থা থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার নীরজ মিশ্র ও গ্র্যান্ডমাস্টার সপ্তর্ষি রায়চৌধুরীকে ওয়ার্কশপের জন্য আনা হয়েছিল। ওদের দুইজনের কাছে ক্লাস করে নিশান অনেকটাই উপকৃত হয়েছে। জেলা দাবা সংস্থা বর্তমানে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা আয়োজন করে তা খুবই উন্নতমানের।' ম্যাচ প্র্যাকটিসের জন্য এই প্রতিযোগিতাগুলি যে তাকে খুব সাহায্য করে তা মেনে নিয়েছে নিশানও। জেলা দাবা সংস্থার তরফে বৃহস্পতিবার নিশানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার আশ্বাস দিয়েছেন, নিশান আবেদন করলেই তার জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

*নিশান মণ্ডলকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার তরফে।*

# অস্তাচলে সূর্য! ভাবনায় শ্রেয়স-সঞ্জু

**নয়াদিল্লি, ৪ জুন :** এখনও তিন মাস হয়নি। ৮ মার্চ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কাপ হাতে সদলবলে সূর্যকুমার যাদবের ভিকট্রি ল্যাপ উন্মাদনা ভাসিয়েছিল আসমুদ্র হিমাচলকে। বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হিসেবে কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মার পাশে জায়গা করে নিয়েছিলেন। যদিও তিন মাসেই উলোটপুরান। টানা ব্যর্থতার জেরে শুধু নেতৃত্বই নয়, দলে জায়গা হারানোর মুখে সূর্য!

আগামী শনিবারই সেই জল্পনায় সম্ভবত জল পড়তে চলেছে। মুম্বইয়ে পরবর্তী আয়ারল্যান্ড (২৬ জুন শুরু) ও ইংল্যান্ড (১ জুলাই শুরু) সফরের টি২০ দল বাছাইয়ে বসবেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। যেখানেই হয়তো সূর্যর বদলে নতুন অধিনায়ক বাছাইয়ে সিলমোহর পড়বে। যা নিয়ে আবার দুই মেরুতে অজিত আগরকার ও গৌতম গম্ভীর।

আগরকারের পছন্দ শ্রেয়স আইয়ার। আইপিএলে গত কয়েক মরশুমে অধিনায়ক হিসেবে সাফল্য পেয়েছেন। ব্যাট হাতেও সফল। যদিও শ্রেয়স নন, গম্ভীর চাইছেন সঞ্জু স্যামসনকে। দীর্ঘদিন রাজস্থান রয়্যালসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সঞ্জু। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মূল কারিগরও ছিলেন। আর শ্রেয়সের সঙ্গে গম্ভীরের সমীকরণও ভালো নয়। ঘটনা

> দুই মেরুতে গম্ভীর-আগরকার

যাই হোক, সূর্যর টি২০ কেরিয়ারে আপাতত ব্রেক লাগতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

দল নির্বাচনে আইপিএলের পারফরমেন্স গুরুত্ব পাচ্ছে। সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানের সঙ্গে টপ অর্ডারে বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীর অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা প্রবল। বদলাতে চলেছে টি২০ দলের সহ অধিনায়কও। অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় দায়িত্বে তিলক ভার্মা। আইপিএল সাফল্যে প্রত্যাবর্তন ঘটছে রজত পাতিদারের। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন করেছেন। বোর্ডের একাংশ চাইছে অধিনায়ক করেই পাতিদারকে ফেরাতে। মূল লড়াই অবশ্য শ্রেয়স বনাম সঞ্জু। নেপথ্যে আগরকার বনাম গম্ভীর। ফলাফলের জন্য আপাতত অপেক্ষা ছাড়া রাস্তা নেই।

## কিশোর সংঘ ও নরেন্দ্রনাথের ড্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুন :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাবের ম্যাচ ৪-৪ গোলে ড্র হয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন কিশোরের অনীশ রাই। অতিরিক্ত সময়ে গোল করে সমতা ফেরান সুমিত মুখিয়া। অন্যদিকে, নরেন্দ্রনাথের জোড়া গোল শুভম শা-র। তাদের বাকি গোল দুইটি করেন অমিত রায় ও অনাভি ছেত্রী। ম্যাচের সেরা হয়ে অনীশ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | Flipkart | amazon.in

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। অফার 30 জুন 2026 পর্যন্ত বৈধ। পালসার N160 USD সিঙ্গেল সিট ভ্যারিয়েন্টে ই-কম অফার, সংশ্লিষ্ট ই-কম পার্টনারের শর্তাবলী সাপেক্ষে। ই-কম অফার পার্টনার ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদারি তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।

**Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.:** • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 **Mathabhanga** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 •**Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • **Tungidighi** BAJAJ WHEELS 9547525283 •**Karandighi** BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747.